নিবেদন।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের বড় সাধের শেষ ঐতিহাসিক নাটক "সিংহল বিজয়"
এতদিনে প্রকাশিত হইল। বঙ্গের রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহল
জয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে ইহা লিখিত। পিতৃদেব এই পুস্তক সমাপ্ত
করিয়া আদ্যোপান্ত পুনরালোচনা ও সংশোধন করিতে করিতে ইহলোক
ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে ইহার পৃষ্ঠা সকল ছড়াইয়া
পড়িয়াছিল। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এতদিন যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।
সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারের নূতন ম্যানেজার বাবু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
উহা অভিনয় করিতে উৎসুক হওয়ায় প্রকাশ করিলাম। অনেক পত্রে
পত্রাঙ্ক না থাকায় এত গোলমাল হইয়াছিল, যে বোধ হয় অপরেশবাবু বহু
কষ্ট স্বীকার করিয়া এইগুলি মিলাইয়া না লইলে, এই পুস্তক প্রকাশ করা
ভার হইত। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

এখানে একটি কথা, অনাবশ্যক হইলেও কারণ বশতঃ, বলিতে বাধ্য
হইলাম। একটা গুজব উঠিয়াছে যে, এই পুস্তকের পঞ্চম অঙ্ক ৺ পিতৃ-
দেবের লিখিত নহে, অন্য কেহ লিখিয়াছে। সেকথা সর্ব্বৈব কল্পিত।
তাঁহার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আমার নিকট রহিয়াছে। তবে তিনি
পঞ্চম অঙ্ক পুনরালোচনা করিতে সময় পান নাই বলিয়া অন্যান্য অঙ্কের
ন্যায় সুন্দর না হইতে পারে। অন্যের দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইয়া হয়ত
উক্ত অঙ্কের উন্নতি-সাধন করা যাইতে পারিত, কিন্তু যে নাটক তিনি

সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অন্যের লেখা প্রবেশ করাইতে ত
ইচ্ছা করি না। এমন কি, তিনি গানগুলি লিখিয়া যাইতে পারেন ন
তথাপি আমি অন্যের গান ইহাতে সন্নিবেশিত না করিয়া তাঁহারই অং
পুস্তকে প্রকাশিত গান সংগ্রহ করাইয়া ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া সে অ
পূর্ণ করিয়াছি। এ সম্বন্ধেও আমি শ্রীযুক্ত অপরেশবাবুর নিকট ঋ
৺পিতৃদেব দুইটি মাত্র গান ইহাতে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সেই দুইটী এই
"যাওহে সুখ পাও"—ইত্যাদি, এবং "কে আছ ওপারে"—ইত্যা
অন্যান্য গানের স্থলে কেবল মাত্র "গান" লিখিয়া গানের জন্য স্থান রাখি
গিয়াছিলেন।

পরিশেষে, মদীয় বৃদ্ধ মাতামহ শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়
নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি সবি
পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে এই নাটকখানির "প্রুফ" সংশোধন করি
দিয়াছেন, এবং অন্যান্য প্রকারেও অশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। তি
যত্ন ও সত্বরতা সহকারে "প্রুফ" সংশোধন করিয়া না দিলে, নাটকখানি এ
শীঘ্র মুদ্রিত হইত কিনা সন্দেহ। কিমধিকমিতি।

২৩এ আশ্বিন,
১৩২২।

বিনয়ানত—
শ্রীদিলীপকুমার রায়।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

সিংহবাহু	বঙ্গেশ্বর।
বিজয়	জ্যেষ্ঠ রাজকুমার। (প্রথম পক্ষের)
সুমিত্র	কনিষ্ঠ ঐ (দ্বিতীয় পক্ষের)
বিজিত	বিজয়ের বন্ধু (রাজপুত্র)
উরুবেল, অনুরোধ } ...	বিজয়ের সহচর।

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, ভৈরব ডাকাত প্রভৃতি।

কালসেন	নূতন লঙ্কেশ্বর।
জয়সেন	কালসেনের প্রথম পক্ষের পুত্র।
উৎপলবর্ণ	লঙ্কার পুরোহিত।
বিশালাক্ষ	ঐ সেনাপতি।

বিরূপাক্ষ, তাপস, প্রভৃতি।

স্ত্রী।

মহারাণী	বঙ্গেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
সুরমা	ঐ প্রথম পক্ষের কন্যা।
লীলা	বিজয়ের পত্নী।
বসুমিত্রা	লঙ্কার রাণী।
কুবেণী	বসুমিত্রার কন্যা।
জুমেলিয়া	কুবেণীর সখী।

নর্ত্তকী, পরিচারিকা প্রভৃতি।

সিংহল বিজয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর বিচারালয়। কাল—প্রভাত।

মহারাজ সিংহবাহু সিংহাসনে আসীন। সম্মুখে—একদিকে বিজয়-সিংহ, অপরদিকে অমাত্যগণ, কর্ম্মচারিগণ, এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা দণ্ডায়মান।

সিংহবাহু। ব্রাহ্মণ! এই প্রকাশ্য দরবারে আমার পুত্র বিজয়ের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ব্যক্ত কর।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! ন্যায় বিচার কর্ব্বেন।

সিংহ। ন্যায় বিচার ব্রাহ্মণ! একথা জগতে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র নয় কি মন্ত্রি, যে বঙ্গেশ্বর সিংহবাহু বিচারে পাত্রাপাত্র ভেদ করেন না! সে বঙ্গবাসী ও বিদেশীকে একই চক্ষে দেখে!

মন্ত্রী। সে কি ব্রাহ্মণ, একথা কি তোমার অবিদিত যে মহারাজের

বিচার ঈশ্বরের বিধানের ন্যায়, নির্ম্মম, নিরপেক্ষ; স্বর্গে ইন্দ্রদেব, ও মহারাজ সিংহবাহু পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন আর পরস্পর কচ্ছে্ন। ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের পদতলে প'ড়ে আছে।

সিংহ। বল ব্রাহ্মণ, রাজপুত্রের বিপক্ষে অভিযোগ নির্ভয়ে ব আমাদের পক্ষে সে কথা যতই অপ্রীতিকর হোক্ না কেন, কো কারণ নাই।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের ন্যায় বিচারের যশ শুভ্রকৌমুদীর মত স ছেয়ে আছে। সেই ন্যায় বিচারের আজ পরীক্ষা হবে। মহারাজ

সিংহ। ব'লে যাও ব্রাহ্মণ! থাম্‌লে কেন—কোন ভ ব'লে যাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ—

সিংহ। ব'লে যাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের এই বঙ্গরাজ্য সরিৎশীতল, শস্যশ্যামল, সমৃদ্ধ জনপদ। এ সুখের আবাস, শান্তির লীলাভূমি। আর মহ দৃঢ় কঠোর শাসন তাকে বুক দিয়ে ঘিরে রক্ষা কচ্ছে। কিন্তু—

সিংহ। কিন্তু?

মন্ত্রী। কিন্তু কি ব্রাহ্মণ! মহারাজের এ শাসনে 'কিন্তু' নাই।

ব্রাহ্মণ। বিজয়সিংহের ও তাঁর সহচরদিগের অত্যাচারে রাজ্যে বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজপথে পথিকের সম্পত্তিলুণ্ঠন, নিরীহ গৃহস্থের অন্তঃপুরে কুলাঙ্গনার লাঞ্ছনা—এই সব অত্যাচার অসহ্য হ'য়ে প'ড়েছে।- আজ নিরুপায় হ'য়ে মহারাজের কাছে এসেছি।

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ! তুমি কার বিপক্ষে এই গুরুতর অভিযোগ কচ্ছ´ জান?

ব্রাহ্মণ। জানি। যুবরাজ বিজয়সিংহের বিপক্ষে। কিন্তু আপনিই আমায় অভয় দিয়েছেন।

মন্ত্রী। যদি অভিযোগ সত্য না হয়—বঙ্গের রাজপুত্রের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ আনার শাস্তি কি জান ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ। জানি। প্রাণদণ্ড।

মন্ত্রী। কিরূপে প্রাণদণ্ড তা জান?

ব্রাহ্মণ। জানি। কুকুর দিয়ে খাওয়ান।

মন্ত্রী। তথাপি তুমি নির্ভয়ে এই অভিযোগ ব্যক্ত কর্ত্তে সাহস কচ্ছ´ ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। আপনিই ত অভয় দিয়েছেন।

মন্ত্রী। অবশ্য—যদি অভিযোগ সত্য হয়।

সিংহ। ব্রাহ্মণ! যুবরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কোনও প্রমাণ আছে?

ব্রাহ্মণ। আছে মহারাজ। যুবরাজ সবলে আমারই অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে, আমারই সম্পত্তি লুণ্ঠন ক'রে, আমারই যুবতী কন্যার লাঞ্ছনা করেছেন।

মন্ত্রী। সত্যই এ গুরুতর অপরাধ। এর সত্যই সুবিচার হওয়া উচিত।

সিংহ। কোথায় সে কন্যা?

ব্রাহ্মণ। এই সেই কন্যা। হা বিধি, কন্যার এ কলঙ্ক আজ

জনসমাজে ব্যক্ত কর্ত্তে হ'ল ! কিন্তু যখন বঙ্গের গৃহস্থের ঘরে এই কীর্ত্তি, তখন—কি ব'ল্‌বো মহারাজ—লজ্জায়, অপমানে আমার নুয়ে পড়্‌ছে। এখন মনে হচ্ছে, এ কথা গোপন কর্লে'ই ছিল ভাল

সিংহ। বিজয়সিংহ ! তোমার কিছু বল্‌বার আছে ?

বিজয়। কিছু না।

সিংহ। একথা সত্য ?

বিজয়। না। মিথ্যা।

মন্ত্রী। যুবরাজ, সত্য কথা বলুন। মহারাজ নিশ্চয়ই চপ যুবরাজের এ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সিংহ। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি বিজয় ! অভিযোগ প্রকৃত ?

বিজয়। মহারাজ ! আমার মুখের পানে চেয়ে দেখুন আমাকে কি মিথ্যাবাদী ব'লে বোধ হয় ?

সিংহ। অনেক পাষণ্ড ধর্ম্মের মুখোস্ প'রে হত্যা পর্য্যন্ত করে।

বিজয়। মহারাজ প্রকৃত কথাই ব'লেছেন।

সিংহ। কি প্রকৃত কথা বিজয় ?

বিজয়। যে অনেকে ধর্ম্মের মুখোস্ প'রে হত্যা করে। অ অনেকে ন্যায় বিচারের নাম ক'রে নিজের হিংসা প্রবৃত্তিও চরি করে।

সিংহ। তোমার গূঢ় অভিপ্রায় কি বিজয় ?

বিজয়। আগে শুনি আপনার গূঢ় অভিসন্ধি কি মহারাজ ?

সিংহ। আমার গূঢ় অভিসন্ধি !

বিজয়। হাঁ মহারাজ ! কি মৎলব নিয়ে ঐ সিংহাসনের উপর আ

আজ বিচার কর্ত্তে বসেছেন? আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করাই যখন উদ্দেশ্য তখন করুন। এ বিচারের ভাণ করার প্রয়োজন কি?

সিংহ। বিচারের ভাণ! তুমি কি ব'ল্‌ছ বিজয়?

বিজয়। কেন? এ ত বোঝা খুব শক্ত নয়—অতি সরল, অতি প্রাকৃত।

সিংহ। তুমি কি ব'ল্‌তে চাও?

বিজয়। কিছু ব'ল্‌তে চাই না মহারাজ। আমি যা ব'ল্‌তে চাই, তা এখানে ব'ল্লে রাজ্যের সব পিতা লজ্জায় মুখ ফেরাবে। পুত্রগণ ভয়ে পাংশুবর্ণ হ'য়ে যাবে, আর এই কৃত্রিম বিচারালয় বড় ছোট দেখাবে। মহারাজ! আর সে কথা শুনে সমস্ত জগৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌বে।

সিংহ। কি ব'ল্‌ছ বিজয়সিংহ?

বিজয়। হাঁ মহারাজ! জগৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌বে। সেই মিলিত হাস্যের উচ্চরোলে তাঁদের মিলিত ব্যঙ্গ দৃষ্টির নীচে মহারাজকে বড় ছোট দেখাবে। আর মহারাজ—কিন্তু না। প্রকাশ কর্ব্ব না। পিতা পুত্রের মর্য্যাদা না রাখুন পুত্র পিতার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বে। কিছু ব'ল্‌বো না।

সিংহ। বিজয়সিংহ! তুমি কি উন্মাদ?

বিজয়। না উন্মাদ নই। আমার অপরাধ হয়েছে। আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হোক্। পিতার সংসারের আপদ দূর হোক্।

সিংহ। পুত্র যদি পিতার আপদ হ'য়ে দাঁড়ায়, সে দোষ পিতার না পুত্রের?

বিজয়। পুত্রের। দোষ পুত্রের। বিশেষতঃ যদি সে পুত্রের মা না

থাকে—আর তার জায়গায় বিমাতা অন্তঃপুরে এসে হানা দেয়। সে
পুত্রের। শতবার—

সিংহ। বিজয়সিংহ! এই ব্রাহ্মণ—

বিজয়। আমায় রক্ষা করুন মহারাজ! পিতার দুর্ব্বল অবি
গূঢ় তত্ত্ব রাষ্ট্র কর্ত্তে আমায় আর উত্তেজিত কর্ব্বেন না। শেষে
অনুতাপ হবে।

সিংহ। কার?

বিজয়। উভয়ের। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি জ্ঞানী, স্থবির,
প্রকৃতি। আমায় কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন। আপনি
অভাগা পিতৃমাতৃহীন বালকের বিরুদ্ধে এই ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন?

সিংহ। পিতৃহীন কি রকম বিজয়? আমিই তোমার পিতা।

বিজয়। যে পিতা পুত্রের বিমাতাকে ঘরে এনে তার কাছে ম
বিক্রয় ক'র্ত্তে পারে, সেইদিন থেকে সে আর তার পিতা নয়। পি
মহারাজ, আর আমায় ত্যক্ত কর্ব্বেন না।

সিংহ। বিজয়সিংহ! তোমার এই উদ্ধত আচরণ দেখে
বড় দুঃখিত হ'লাম।

বিজয়। বলেন কি মহারাজ! পিতার চক্ষে পুত্রের জন্য
দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখ্‌ছি—না মহারাজ পাপ যা কর্চ্ছেন, প্রকাশ্য
করুন—এই স্নেহের মুখোস্ ফেলে দিয়ে পুত্রের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ
তর্জ্জন ক'রে বলুন—"পুত্র! তোর মহা অপরাধ যে তুই মাতৃহা
আমি অপরাধ স্বীকার কর্ব্ব, আর পিতার মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে ে
কিন্তু—[নিম্নস্বরে] এ ভণ্ডামি! ওঃ অসহ্য!

মন্ত্রী। কি ব'ল্লে যুবরাজ! মহারাজের ভণ্ডামি!

বিজয়। মহারাজের শ্রুতির জন্য ঐ শব্দটি উচ্চারণ করি নাই মন্ত্রী মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ ক'রে সে শব্দটি মহারাজের কর্ণে পৌঁছে দিয়েছেন, ভালই করেছেন। মহারাজ! আমি আমার অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছি। দণ্ড দিন। এই বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য থেকে আমায় অব্যাহতি দিন।

সিংহ। অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছ?

বিজয়। কর্চ্ছি।

সিংহ। সৈনিকগণ! যুবরাজকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

বিজয়। মহারাজের জয় হোক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—রাজ-অন্তঃপুর। কাল—প্রদোষ।

রাজকন্যা সুরমা ও বিজয়ের পত্নী লীলা কথোপকথন করিতে করিতে আসিতেছিলেন।

লীলা। আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে আমার স্বামী এ কাজ কর্ত্তে পারেন।

সুরমা। কি কাজ লীলা?

লীলা। রমণীর প্রতি অত্যাচার। তিনি রাজ্যে অশান্তি আন্তে

পারেন, দুর্দ্দান্তের প্রতি অত্যাচার কর্ত্তে পারেন, কিন্তু দুর্ব্বলের অঙ্গে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে পারেন না।

সুরমা। কি রকমে জান্‌লি ?

লীলা। আমি জানি।

সুরমা। অথচ তিনি তোর মুখদর্শন করেন না। তোর সঙ্গে তো তাঁর সেই একদিনের সাক্ষাৎ।

লীলা। একদিনের সাক্ষাৎ—সেই শুভদৃষ্টি।

সুরমা। তবে কিসে জান্‌লি যে তিনি এ কাজ কর্ত্তে পারেন না ?

লীলা। সেই এক শুভদৃষ্টিতেই জেনেছিলাম।

সুরমা। একবার দেখেই ?

লীলা। একবার দেখেই। একবার দেখেই আমি নিজের পতি চিনে নিলাম।

সুরমা। চিনে নিলি ?

লীলা। হাঁ চিনে নিলাম। আশ্চর্য্য হচ্ছ দিদি ? তুমি ভাব কি যে সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ !

সুরমা। তার আগে সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

লীলা। হয়েছিল।

সুরমা। কবে ?

লীলা। পূর্ব্বজন্মে।

সুরমা। তুই কি পাগল লীলা ? পূর্ব্বজন্মে তিনি তোর কে ছিলেন ?

লীলা। তিনি আমার স্বামী ছিলেন।

সুরমা। অবাক্ করেছিস্।

লীলা। তা নৈলে দেখেই কেন মনে হ'ল যে ইনি আমারই, আ কারো নন? সেই প্রশস্ত ললাট, সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সেই প্রসারি বক্ষ, সেই গম্ভীর দৃষ্টি। এর নীচে কি ক্ষুদ্র হৃদয় লুকান থাকতে পা দিদি? প্রকৃতি নিজ বাসস্থান খুঁজে নেয়।

সুরমা। বাবা!—এত টান! তবু তিনি তোর পানে ফিরে চান্ না।

লীলা। তাঁর সৌভাগ্য।

সুরমা। সৌভাগ্য!

লীলা। একবার যদি এদিকে ফিরে চান, আর কি অন্য দিকে চাই পার্ব্বেন? শুধু এই চোখ দুটোর পানে চেয়ে দেখ দেখি, আর কি দেখ্‌তে হবে না। এই চোখ দুটো—মীন, কি খঞ্জন, কি হরিণী, হঠাৎ বু ওঠা কঠিন। তারপর এই নাকটা। এ রকম নাক দেখেছ কখন আর হাসি [হাসিয়া] আমরি মরি!

সুরমা। ও বাবা! রূপের ভারি গুমর!

লীলা। এ ত গেল রূপের গুমর, তারপর যদি গুণের গুমর করি তাহ'লে তুমি বুঝ্‌তে পার দিদি যে ব্যাপারখানা কি!

সুরমা। গুণের গুমর কি রকম একটা নমুনা দে দেখি।

লীলা। দেবো?—প্রথমতঃ বিদ্যা—অনায়াসে তোমার গুরুমশাই গিরি কর্ত্তে পারি।

সুরমা। বিদ্যা আছে বটে, স্বীকার করি।

লীলা। কর্ত্তেই হবে। তার পর গান—[সুর ভাঁজিয়া]

গীত।

ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝ'রে, আকুল করে আমার প্রাণ !
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান।
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাইয়ে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—আঁখির জলে অবসান ;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠ্‌বো নেচে, মরা মানুষ উঠ্‌বে বেঁচে,
(আমি) পাই সুধা সাগর ছেঁচে—ভাগ্যে শুধুই বিষপান !
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজি) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক লজ্জা, সমাজ ভয়,—যাতে, সবাই আবার মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গায়িতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান।
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

রকম গলার আওয়াজ কখনও শুনেছ ? যেন কোকিল আর বীণার ৷ওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে দই খাওয়ার শব্দ। এই সুরে যদি একবার ডাকি নাথ !" তা'লে ব্যাপার কি হয় বল দেখি ! [পুনরায় সুর ভাঁজিলেন।]

সুরমা। তোকে আমি এত দিনেও বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না বোন্।

লীলা। কেন ?

সুরমা। দাদার এই বিপদ্, আর তুই অনায়াসে তান ধ'রে দিলি !

লীলা। তারই জন্য ত তান ধ'রে দিলাম। নৈলে এ তান ধ'রে দেবার কোন দরকার ছিল না।

সুরমা। তোর কোন ভাবনা হচ্ছে না ?

লীলা। না। আমি যাঁর স্ত্রী তাঁর আবার বিপদ্ ? আমি জানি যে যেখানে আমি কাছে আছি সেখানে তাঁর কোন বিপদ্ নাই। আমার শুভেচ্ছার বর্ম্মে আমি তাঁকে ঘিরে রেখেছি। তাঁর কোন বিপদ্ নেই দিদি।

সুরমা। তিনি যে কারারুদ্ধ !

লীলা। মুক্ত হবেন।

সুরমা। কি রকমে ?

লীলা। জানি না কি রকমে। কিন্তু মুক্ত হবেন। তাঁকে কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্ব্বে না।

সুরমা। কে ব'ল্লে ?

লীলা। আমি জানি।

সুরমা। মুখে হাসি চোখে জল ! তোর কোন্‌টা তামাসা কোন্‌টা ঠিক্ আমি এখনও সব সময় বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

লীলা। তাঁকে তারা কেন মিছে কারারুদ্ধ ক'রেছে ? তাঁর কোনও অপরাধ নাই, আর মহারাজ তাঁকে এত ভালবাসেন। পুত্রকে পিতা এত ভালবাসে তা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

সুরমা। আমার কি মনে হয় জানিস্ ?

লীলা। কি ?

সুরমা। [অস্ফুট স্বরে] এ সমস্ত বিমাতার চক্রান্ত।

লীলা। কেন, তিনি ত মার কাছে কোন অপরাধ করেন নি।

সুরমা। বিমাতার কাছে পুত্রকন্যারা জন্মাবধি অপরাধী ;—কিছু কর্ত্তে হয় না বোন্।

লীলা। [সহসা] দিদি ! তুমি তাঁকে রক্ষা কর্ব্বে ?

সুরমা। কি রকমে ?

লীলা। তুমি জান।

সুরমা। আমি ঠিক্ জানি না বোন্। আমার বিশ্বাস যে এ বিমাতার কীর্ত্তি। দাদার কোন অপরাধ নাই।

লীলা। আমি জানি তাঁর কোন অপরাধ নাই, এ চক্রান্তে তুমি তাঁকে রক্ষা কর দিদি।

সুরমা। ঐ মা আস্‌ছেন, চল্ ঐদিকে যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

কথা কহিতে কহিতে রাণী ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাণী। অত সহজে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি মন্ত্রি ! কারাগার ! সে ত কালির দাগ—ধুলেই গেল। রাজার গরম মেজাজ নরম হ'লেই এই বন্দিত্বের আয়ুঃশেষ। অত সহজে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি মন্ত্রি !

মন্ত্রী। নৈলে রাণি, আর কি প্রত্যাশা করেছিলেন ?

রাণী। আর কি প্রত্যাশা করেছিলাম ? প্রত্যাশা করেছিলাম যে যুবরাজের প্রাণদণ্ড হবে।

মন্ত্রী। প্রাণদণ্ড !!

রাণী। কি, শিউরে উঠ্‌লে যে ?

মন্ত্রী। পিতা পুত্রের প্রাণদণ্ড দিবে ?

রাণী। তুমি যে আকাশ থেকে পড়্‌লে মন্ত্রি !

মন্ত্রী। মহারাণি ! এও আপনি ভেবেছিলেন ?

রাণী। আশ্চর্য্য কি ?

মন্ত্রী। রাজ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে বন্দী ক'রেও তৃপ্তি হয়নি !

রাণী। না ; রাজাকে কি রকম ভাব ?

মন্ত্রী। কথনও বা স্নেহে অধীর, কথনও বা ক্রোধে অন্ধ, কথনও বা—

রাণী। তবে এই স্নেহ আবার ফিরে আস্‌তে কতক্ষণ ? এ ক্রোধ ত মেঘের গর্জ্জন—মুহূর্ত্ত পরেই মিষ্ট জলধারা বর্ষণ করে। বুঝেছ ?

মন্ত্রী। বুঝেছি।

রাণী। বন্দী ক'রেছ, মন্দ কর নাই। কাজ কতক এগিয়ে রেখেছ বটে। তার পর।

মন্ত্রী। তার পর !

রাণী। বাকিটুকু তোমায় কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। কি কর্ত্তে হবে ?

রাণী। বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না মন্ত্রি ! এমন একটা কিছু, যা অন্ধকার—ভারি অন্ধকার। যে অন্ধকার ঠেলে মানুষ এক পা এগুতে পারে না—সেই অন্ধকার।

মন্ত্রী। অন্ধকার !

রাণী। তবু বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না ! যেখানে সব প্রতিহিংসার, সব কাকুতির, সব বিবেচনার শেষ। যা আর নড়ে না, চোখ মেলে না, হাসে না, কাঁদে না।

মন্ত্রী। স্পষ্ট ক'রে বলুন মহারাণি !

রাণী। স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌বো ? তা পারি না। সে কাজ কর্ত্তে পারি, কিন্তু সে কথা উচ্চারণ কর্ত্তে পারি না। কৈতে গেলেই কে যেন হঠাৎ এসে আমার গলা চেপে ধরে। অতি সহজ। যা কর্ত্তে গেলে হাত কাঁপে, কর্লে আর পিছু হটা যায় না। অতি সহজ, অথচ অতি ভয়ঙ্কর ! তবু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ! পুরুষ তুমি !

মন্ত্রী। পুরুষের বাবার সাধ্য নেই যে নারীর মনের মধ্যে সেঁধোয়।

রাণী। অথচ তোমরা রাজ্য চালাও, মন্ত্রণা দাও, আইন তৈরি কর। কি আশ্চর্য্য ! শোন তবে স্পষ্ট ভাষায় বলি ; এই রাজপুত্রকে কারাগারে [চারিদিকে চাহিয়া] রাত্রিকালে—এই [ছুরিকাঘাতের অভিনয়]

মন্ত্রী। [সবিস্ময়ে] হত্যা !!!

রাণী। ওকি ! চেঁচাও কেন ?

মন্ত্রী। [নিম্নস্বরে] হত্যা !!!

রাণী। বেশ উচ্চারন কর্লে ত ! গলায় বাধ্‌লো না ? তুমিই পার্ব্বে। পুরুষ যা পারে নারী তা পারে না। সর্ব্বতে নারী বিষ মেশাতে পারে, কিন্তু তৃষিতের মুখে তা ধর্ত্তে পারে না। বলির মন্ত্র আওড়াতে পারে, কিন্তু নিজের হাতে বলি দিতে পারে না। তুমিই পার্ব্বে।

মন্ত্রী। না মহারাণি ! আমি তা পার্ব্ব না। মহারাণীর প্ররোচনায় সরল, দয়ালু, উদার রাজপুত্রকে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রেছি। কিন্তু তার বেশী—না মহারাণি ! আমায় কার্য্য থেকে অবসর দিন।

রাণী। না, না, তা কি হয় ? তোমাকেই এ কাজ কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। আমি পার্ব্ব না।

রাণী। জেন—নারী স্বতঃই মৃদু, লজ্জাশীলা, অন্তঃপুরচারিণী। পুরু
যা বলে, তাই ক'রে যায়, কথাটি কয় না; প্রতিবাদ করে না, চে
তুলে চায় না। কিন্তু এই নারী যদি একবার ফণা বিস্তার করে, তাহ'
সে ভয়ঙ্কর, মনে রেখো। তোমার কাছে আমি আমার গূঢ় অভিপ্র
প্রকাশ ক'রেছি। তোমায় এ মন্ত্রণার ভিতরে নিয়েছি; যদি এ
রাজপুত্র বাঁচে, ত তুমি মর্ব্বে। আমার হিংসার বাণ কদাপি বৃথা যা
না। সাবধান! এতদূর যখন গিয়েছ তখন আর বাকি থাকে কেন
তারপর—তুমি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, মনে থাকে যেন।

মন্ত্রী। [করযোড়ে] দোহাই মহারাণি! আমাকে এ মহাপাত
লিপ্ত কর্ব্বেন না।

রাণী। শিশুর মত ক্রন্দন ক'রে নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাকেই
কাজ কর্ত্তে হবে।—সম্মুখে রাজা, পশ্চাতে সর্ব্বনাশ। বেছে নাও।

মন্ত্রী। রাজপুত্রকে হত্যা কর্ত্তে হবে?

রাণী। হত্যা কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। কি রকমে?

রাণী। তাও ব'লে দিতে হবে? পশ্চাদ্দিক থেকে—[ছুরিকাঘাতে
অভিনয়]

মন্ত্রী। তা পার্ব্ব না মহারাণি! সে অত্যন্ত ভীষণ! তার সে
যৌবনমসৃণ, পরিচিত, বলিষ্ঠ অঙ্গ থেকে রক্ত ছুট্‌বে তাই দেখ্‌ব
পার্ব্ব না।

রাণী। এত দুর্ব্বল তুমি!

মন্ত্রী। আর কোনো উপায় বলুন মহারাণি যা—যা—যা পার্ব্ব।

রাণী। তা জান না ?

মন্ত্রী। জানি।

রাণী। কি বল দেখি ?

মন্ত্রী। ব'ল্‌তে পার্ব্ব না।

রাণী। প্রয়োজন নাই। পার ?

মন্ত্রী। তা বোধ হয় পার্ব্ব।

রাণী। বোধ হয়, চাই না। পার্ব্বে ?

মন্ত্রী। পার্ব্ব।

রাণী। মন দৃঢ় কর। বুকে হাত দিয়ে বল, পার্ব্বে ?

মন্ত্রী। পার্ব্ব।

রাণী। শপথ কর্চ্ছ ?

মন্ত্রী। শপথ কর্চ্ছি।

রাণী। কবে ?

মন্ত্রী। আজ—না—কাল—না—এক সপ্তাহ সময় দিন।

রাণী। সময় বড় বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রি !

মন্ত্রী। বিবেচনা কর্ব্বার—

রাণী। বিবেচনা মানুষকে ভীরু করে। ঠাণ্ডা হ'তে দিতে নাই।

মন্ত্রী। কবে এ কাজ সাধন কর্ত্তে হবে মহারাণি !

রাণী। আজই রাত্রে।

মন্ত্রী। [ঈষৎ ইতস্ততঃ সহকারে] উত্তম।　　[প্রস্থান]

রাণী। বিজয়কে সরাতে পার্লে—তারপর—ও কে ? কে ?

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। আমি সুরমা।

রাণী। তুমি সুরমা? এতক্ষণ কোথা ছিলে? ওকি! একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে র'য়েছ যে! কোথা ছিলে?

সুরমা। প্রাসাদেই ছিলাম।

রাণী। কোথায়?

সুরমা। অন্তঃপুরেই।

রাণী। শোন নি?

সুরমা। শুনেছি।

রাণী। কি শুনেছ?

সুরমা। দাদার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছে।

রাণী। কে ব'ল্লে?

সুরমা। কেন তুমি!

রাণী। কৈ, কখন?

সুরমা। মা! বিমাতা হ'লে কি ভালবাস্‌তে নেই? রমণী স্নেহময়ী —রমণী কি কেবল নিজের গর্ভজাত সন্তানটিকে নৈলে আর ভালবাস্‌তে পারে না?

রাণী। কে ব'লেছে?

সুরমা। মা, আমার আর দাদার উপর তোমার এত জাতক্রোধ কেন? আমরা ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করিনি মা?

রাণী। কে ব'লেছে ক'রেছ!

সুরমা। সেই কালরাত্রির কথা মনে পড়ে মা! যে দিন আমার

মা বাবার হাতে দাদাকে আর আমাকে সঁপে দিয়ে বাবার হাত দুখানি ধ'রে হেসে মৃদুস্বরে বল্লেন 'এদের দেখ, এখন থেকে তুমিই এদের মা।' বাবা চুপ ক'রে রৈলেন। মা আবার বল্লেন 'বল দেখ্‌বে, আমার মত ক'রে দেখ্‌বে? এমনি দেখ্‌বে যেন এরা মায়ের অভাব কখনও না বুঝ্‌তে পারে।' বাবা আস্তে বল্লেন 'দেখ্‌বো'। তার পর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন, দুটি চক্ষুর অপাঙ্গ দিয়ে দুটি বিন্দু জল গড়িয়ে গেল। তার পর—

রাণী। কাঁদ্‌ছিস্ কেন সুরমা?

সুরমা। কাঁদ্‌ছি কেন? তাই আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ মা! জান না? তোমারও ত একদিন মা ছিল। তুমিও ত একদিন মা হারিয়েছিলে। সেইদিনের কথা মনে আছে?

রাণী। কে বলে তোরা মা হারিয়েছিস্? এক মা গিয়েছে আর এক মা এয়েছে। এই যে তোদের মা।

সুরমা। বল, বল, সেই কথা বল মা! বড় মধুর কথা শুনালে মা! বল, আর একবার বল। প্রাণ ভরে' বল, প্রাণ ভরে' শুনি।

রাণী। মহারাজ কোথায় জানিস্ সুরমা?

সুরমা। না, না, ঐ কথা আর একবার বল। বল 'আমিই তোদের মা।' বল, 'তোদের সেই মার মতই তোদের বুক দিয়ে ঘিরে রাখ্‌ব, অকল্যাণের ছায়া তোদের কাছে ঘেঁষ্‌তে পার্ব্বে না।' বল, আবার বল। হয়ত ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তোমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে। সত্যই আমাদের মা হবে। সত্যই আমাদের বুকে জড়িয়ে ধর্ব্বে। বল মা! আবার বল তুমিই আমাদের মা।

রাণী। আমিই তোদের মা।

সুরমা। তবে মন্ত্রীমহাশয়কে ডাক। দাদাকে হত্যা ক'রো না।

রাণী। সে কি সুরমা!

সুরমা। ওকি মা! হঠাৎ ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক কেন? ঐ চক্ষু দুটি অনিমেষ কেন? ঐ মুখ পাংশু কেন?—বল দাদাকে হত্যা কর্ব্বে না বল হত্যা কর্ব্বে না!

রাণী। আমি—আমি—বিজয়কে—হত্যা কর্ব্ব? কে ব'লেছে?

সুরমা। তুমি।

রাণী। আমি!!

সুরমা। তবে এখনই মন্ত্রীর কাছে ফুস্ ফুস্ ক'রে কি ব'ল্‌ছিলে?

রাণী। শুনেছিস্?

সুরমা। শুনেছি। তার কিছু কিছু কাণে গিয়েছে।

রাণী। ও তাই! [কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া] ওরে এই মন্ত্রী বড় কূট। রাজ্যলাভের জন্য সে চক্রান্ত ক'রেছে। বিজয়কে সে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়েছে। তাকে কারাগারে হত্যা কর্ব্বে মনস্থ করেছিল। আমি জান্তে পেরে তাকে ডাকিয়ে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত কর্চ্ছিলাম।

সুরমা। মন্ত্রীমহাশয় দাদাকে হত্যা কর্ত্তে চান?

রাণী। হাঁ সুরমা।

সুরমা। তা বাবাকে বলনা কেন? আমি ব'লে দেবো।

রাণী। না আমিই ব'ল্‌ব। বড় একটা হত্যার চক্রান্ত ধরেছি। রাজকুমারকে—আমার বিজয়কে বাঁচিয়েছি। শুনে মহারাজ বড় খুসী হবেন। আমি ব'ল্‌ব।

সুরমা। আমিও ব'ল্‌ব, তুমি যদি না বল।

রাণী। কি! আমায় সন্দেহ করিস্‌ সুরমা?

সুরমা। করি। আমার মনে হয় না মা, আমি কোনও মতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছি না মা! যে মন্ত্রীমহাশয় দাদাকে হত্যা কর্ব্বেন। এত বড় আস্পর্দ্ধা তাঁর হ'তে পারে না। তিনি দাদাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন। এত নির্ম্মম, এত ক্রূর, এত পৈশাচিক তিনি হ'তে পারেন না।

রাণী। কিন্তু আমি হ'তে পারি?

সুরমা। পার। তুমি যে বিমাতা। কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠিয়েছিলেন। তুমিও হয়ত পার। বিমাতায় কি না পারে? তবু আমরা তোমায় মা ব'লে ডেকেছি। আমাদের ভালবাস্‌তে না পার, হত্যা ক'রো না। আমাদের বাঁচ্‌তে দাও। [করযোড়ে জানু পাতিলেন]

সুমিত্রের হাত ধরিয়া সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। ওকি হচ্ছে সুরমা?

রাণী। সুরমা দিন দিন বড় অবাধ্য হচ্ছে। এমন স্পর্দ্ধার কথা বলে, এত গর্ব্বিত, এত উদ্ধত—

সিংহ। তাই দেখ্‌ছি।

সুরমা। বাবা? জানু পেতে ভিক্ষা চাওয়া কি গর্ব্বের লক্ষণ?

রাণী। দেখ্‌ছ কথার ভঙ্গিমা!

সুরমা। বাবা—

সিংহ। যাও—শুন্তে চাই না।　　[সুরমার প্রস্থান]

রাণী। দেখ্‌লে—চ'লে যাবার ভঙ্গীটা দেখ্‌লে! রাজকন্যা বটে, কিন্তু তাই ব'লে সৎমার উপর দিবারাত্র চোক রাঙ্গায়! সে শুধু মহারাজ তাকে বেশী আস্কারা দিয়েছেন ব'লে। না হ'লে—

সিংহ। ও কিছু মনে ক'রো না।—দেখ সুমিত্র কি কীর্ত্তি ক'রেছে। দেখসে।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার সমুদ্রতীর। কাল—প্রভাত।

বালকবর্গ ও জয়সেন তরুতলে আসীন।

বালকবর্গের গীত।

আজি,　বিমল নিদাঘ-প্রভাতে,
কত,　গীতে, সুগন্ধে শোভাতে,
আহা,　যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি,　স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
যন,　মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি,　কি গান গাহিছে পাপিয়া।
আজি,　প্রভাত কিরণ মহিমোজ্জ্বল,
　　　　শান্ত সুনীল গগন,—
তার,　চরণে নিলীন মধুর ধরণী
　　　　কিরণ মুগ্ধ মগন,
আজি,　কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে,
মম,　হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন,　উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

জয়সেন। কি সুন্দর !

১ম বালক। কি সুন্দর ?

জয়সেন। এই গান। শুন্তে শুন্তে আমার ঘুম আস্‌ছিল।

১ম বালক। ঘুম আস্‌ছিল ?

জয়সেন। উপরে পাতাগুলো নড়্‌ছিল, সমুদ্র চিক্‌মিক্‌ কর্চ্ছিল, নীল আকাশ ডানা ছড়িয়ে পৃথিবীতে তা দিচ্ছিল, আর আমি ভাব্‌ছিলাম, কি ভাব্‌ছিলাম ?

২য় বালক। কি ভাব্‌ছিলে ?

জয়সেন। মনে হচ্ছে না ত। ভাব্‌ছিলাম—না স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, ঘুমোচ্ছিলাম—না জেগেছিলাম ?

২য় বালক। তা বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না ?

জয়সেন। না। আচ্ছা মীনকেতু, এখনও আমি জেগে আছি, না ঘুমোচ্ছি ?

৩য় বালক। কি বোধ হয় ?

জয়সেন। এক একবার বোধ হয় ঐ গাছগুলো দেখ্‌ছি, তোমাদের কথা শুন্তে পাচ্ছি, এই বাতাস এসে আমার গায়ে লাগ্‌ছে। নিশ্চয়ই আমি বেঁচে আছি। তারপরে কিন্তু আবার সব কল্পনায় জড়িয়ে যায় ! কিছুই ঠিক দেখ্‌তে পাই না, ঠিক ধর্ত্তে ছুঁতে পারি না, মনে হয় যে সব একটা হেঁয়ালী, একটা ছায়া, একটা স্বপ্ন।

৪র্থ বালক। তোমার মাথা খারাপ। দস্তুরমত মাথার ব্যারাম হ'য়েছে, এর দস্তুরমত চিকিৎসা দরকার।

জয়সেন। আচ্ছা যদি স্বপ্নই হবে, তবে রোজই এ গাছটাকে সবুজ

দেখি কেন, আকাশকে রোজই নীল দেখি কেন, কোকিলের গান প্রত্যহই কোকিলের গানের মত শোনায় কেন? একদিনও ত কোকিল টিয়ার মত গায় না, একদিনও ত সমুদ্রের জল লাল দেখায় না, একদিনও ত আকাশ—

১ম বালক। কি! একদৃষ্টে উপর পানে চেয়ে রৈলে যে?

জয়সেন। সেই নীল, সেই অসীম, সেই—আশ্চর্য্য।

২য় বালক। কি আশ্চর্য্য?

জয়সেন। যদি স্বপ্ন হয়, ত এমন জ্যান্ত স্বপ্ন কখনও দেখিনি ত! তবু—তবু—কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে, কিছুই ধর্ত্তে পারিনে, সব—সব যেন জড়িয়ে যায়। ভাব্‌তে গেলেই জড়িয়ে যায়।

উৎপলবর্ণের প্রবেশ।

৩য় বালক। এই যে রাজপুরোহিত ঠাকুর।

উৎপল। কি, আমাকে তোমাদের কোনও দরকার আছে বোধ হয়।

৪র্থ বালক। কৈ, না।

উৎপল। সে কি? অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোন দরকার আছে, নৈলে—কোন দরকার নাই—আমি এদিক দিয়ে এলাম কেন? ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি অন্য দিক্ দিয়েও ত যেতে পার্ত্তাম!

১ম বালক। কি ভাব্‌ছিলেন?

উৎপল। পূর্ব্বজন্মে এদের দেখেছিলাম। কোথায় যে দেখেছিলাম সেটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু দেখেছিলাম।

২য় বালক। তা কে অস্বীকার কর্চ্ছে? আমরা রাস্তা ঘাটে বেড়াই, আপনিও—

উৎপল। না এখানে নয়, পূর্ব্বজন্মে। বেশ।—হ'য়েছে। একদিন আমি সকাল বেলায় উঠে তামাক খাচ্ছিলাম, আর তোমরা—তুমি ত তার মধ্যে ছিলেই—পুকুরের ধারে বসে' খাপরা নিয়ে ছি নি নি নি খেল্‌ছিলে—না ?

৩য় বালক। আজ্ঞে না।

উৎপল। মিথ্যা কথা কও কেন বাপু? পূর্ব্বজন্মকার কাহিনী আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি "না" বল্লেই হবে।

৪র্থ বালক। সে ছোকরাটা ছি নি নি নি খেল্‌ছিল বটে।

উৎপল। হাঁ—

৪র্থ বালক। আজ্ঞে, সে আমি।

উৎপল। তুমি?—হাঁ তুমিই বটে।—ঠিক্। মনে প'ড়েছে। সেদিন শীতকালের সকাল বেলায়—ঠিক্—দেড় প্রহর আন্দাজ—সেই পূর্ব্বজন্মে—

৪র্থ বালক। কিন্তু সে ত পূর্ব্বজন্মে নয়।

উৎপল। তবে? তার আগের জন্মে?

৪র্থ বালক। আজ্ঞে না। সে ত পরশু—

উৎপল। পরশু? বালক, মিছে কথা ক'য়োনা। পরজন্মে ইঁদুর হ'য়ে জন্মাবে।

৩য় বালক। মিছে কথা কৈলে বুঝি ইঁদুর হ'য়ে জন্মায়?

উৎপল। হাঁ!

২য় বালক। কেন পুরোহিত মহাশয়! ইঁদুরে কি বড় মিছে কথা কয়?

৩য় বালক। আর সত্য কথা কৈলে কি টিকটিকি হ'য়ে জন্মায়?

উৎপল। কেন? সত্য কথা কৈলে টিকটিকি হ'য়ে জন্মাবে কেন!

৩য় বালক। ঐ যে টিকটিকি প'ড়্লেই মা বলেন "সত্যি সত্যি।"

উৎপল। তুমি ঠাট্টা কচ্ছ বালক?

৩য় বালক। আচ্ছা ঠাট্টা কর্লে কি হ'য়ে জন্মায় পুরোহিত মহাশয়?

৪র্থ বালক। তেলাপোকা হ'য়ে জন্মায়। তেলাপোকা হঠাৎ যদি গায়ে ওঠে ত সে বিষম ঠাট্টা।

৩য় বালক। আর গালাগালি দিলে গুব্‌রে পোকা হয়।

২য় বালক। আর চিমটি কাট্‌লে বিছে হ'য়ে জন্মায়। না ঠাকুর?

উৎপল। [করুণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া] তোমরা পূর্ব্বজন্ম মান না?

জয়সেন। আমি মানি পুরোহিত ঠাকুর।

উৎপল। এই দেখ্‌লে! রাজার ছেলে কিনা। ঠিক্ বুঝেছে রাজপুত্র! কাল তোমায় আমি সন্দেশ কিনে এনে দেবো। আ হা হা পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার কে ছিলে হে?

২য় বালক। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। নৈলে এত আদর!

১ম বালক। শুনুন, আমাদের কথা আছে।

উৎপল্। আছে? তা আমি পূর্ব্বেই জান্তাম, প্রাক্তন সংস্কার—কি বল?

২য় বালক। কথাটা হচ্ছে এই যে, এই রাজপুত্র—আপনার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী—ইহজন্মে একটি বদ্ধ পাগল হ'য়ে জন্মেছেন।

উৎপল। পাগল!

৪র্থ বালক। হাঁ আপনি এখন একটা উপায় কর্ত্তে পারেন?

উৎপল। ইহজন্মে ইনি কি করেন?

৩য় বালক। এই রকম হতাশ ভাবে ব’সে ভাবেন।

৫ম বালক। এবং সন্দেশ খান।

উৎপল। ওঃ! সন্দেশ খান?

৫ম বালক। তা খান।

উৎপল। তবে আর কোন ভাবনা নেই। হতাশ ভাবে ভাবাটা বিয়ে হ’লেই সেরে যাবে ’খনি। আর সন্দেশ—তা খান। আমার কাজ শেষ হ’য়েছে বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আমি এখন যাই। [প্রস্থান]

১ম বালক। ঠিক ব’লেছে ঠাকুর।—তুমি একটা বিয়ে কর।

জয়সেন। বিয়ে কি?

১ম বালক। বিয়ে জাননা? এমন নিরেট রাজপুত্রও ত দেখিনি। বিয়ে জাননা!

জয়সেন। না।

১ম বালক। পুরুষ জান?

জয়সেন। জানি।

১ম বালক। কি রকম বল দেখি?

জয়সেন। এই রকম পোষাক পরে। [স্বীয় পরিচ্ছদ দেখাইয়া]

১ম বালক। আর স্ত্রীলোক?

২য় বালক। যারা ঘাঘরা পরে।

[জয়সেন ইঙ্গিতে এ বাক্যের অনুমোদন করিল।]

৩য় বালক। তা হ’লে প্রাণিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের খুব দৌড় হ’য়েছে ব’ল্‌তে হবে।

জয়সেন। অনেক শিখেছি।

৪র্থ বালক। শিখেছ বৈ কি। রাজপুত্র কিনা ! এখন যারা পোষাব পরে আর যারা ঘাঘরা পরে, তারা যখন চিরজীবন এক সঙ্গে থাক্‌তে চা তখন তাদের প্রেম হয়। তখন তারা বিয়ে করে।

জয়সেন। প্রেম কি ?

৪র্থ বালক। ভালবাসা।

জয়সেন। ভালবাসা কি ?

৫ম বালক। প্রেম।

১ম বালক। বুঝেছ ?

জয়সেন। বুঝেছি।

১ম বালক। তোমার গুষ্টির মুণ্ড বুঝেছ। তোমার কি কাউকে সদা সর্ব্বদা কাছে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় ? তার সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কৈতে তার পানে চাইতে, তাকে স্পর্শ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় ? এরকম কেউ আছে

জয়সেন। আছে।

১ম বালক। কে ?

জয়সেন। এই রাজকন্যা।

৫ম বালক। এই মরেছে। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে হ'য়েছে আর কি !

৪র্থ বালক। কেন ?

৫ম বালক। রাজকন্যা কুবেণী ? সেই ঝটিকাকে এই বেঁধে রাখ্‌বে সেই চাহনির বিদ্যুৎ এই অবোধ বালক সহ্য কর্ব্বে !

১ম বালক। এই রাজকন্যাকে তোমার বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় ?

জয়সেন। হয়।

২য় বালক। তা হ'লে মন্দ নয়। রাজার ওপক্ষের ছেলে ও রাণীর ওপক্ষের মেয়ের, তাঁদের এপক্ষের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্‌বে ভাল।

১ম বালক। তবে তুমি রাজকন্যাকে সে কথা বলনা কেন?

জয়সেন। কি কথা?

১ম বালক। যে "আমি তোমায় বিয়ে কর্ব্ব", ব'ল্‌তে পার্ব্বে?

জয়সেন। পার্ব্বো।

১ম বালক। বেশ ঐ তোমার বাবা আস্‌ছেন। আমরা যাই। বেলা হ'ল।

জয়সেন। তোমরা যাবে কেন? যেও না।

গীত।

আমরা খাসা আছি—
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
তুলে চন্দ্রবদনখানি, গল্পগুজব কর্ত্তে জানি;
চন্দ্রমুখে আহার করি দুগ্ধ-সর-চাঁচি।
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
দাঁড়িয়ে যদি থাক্‌তে পারি, চল্‌তে ফির্ত্তে বেজায় ভারি;
বস্‌তে পেলে দাঁড়াইনাক, শুতে পেলেই বাঁচি,
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।

[সকলের প্রস্থান ও লঙ্কাধিপতি কালসেন তাঁহার মহিষী বসুমিত্রার সহিত গল্প করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।]

বসুমিত্রা। রাজপুত্র জয়সেন—আমার মনে হয় একটু, অর্থাৎ মাথা খারাপ।

কালসেন। তোমার তাই মনে হয় বসুমিত্রা! পাগল?

বসুমিত্রা। না পাগল নয় তবে—তবে কি এক রকম। একদৃষ্টে আকাশের পানে চেয়ে থাকে, গান শুন্তে শুন্তে চোখ্ বুজে ঢোলে, আর রাজকন্যার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে।

কালসেন। তা থাকে দেখিছি। কুবেণীর প্রতি অনুরক্ত বোধ হয়।

বসুমিত্রা। তোমারও তা বোধ হয়? কিন্তু তা কখনও মুখ ফুটে বলে না কেন?

কালসেন। আমিও তাই ভাবি। বলে না কেন? আর আমাকেই বা আজ ব'ল্‌তে গেল কেন!

[উভয়ে কিঞ্চিদ্দূরে অগ্রসর হইলেন।]

কালসেন। জয়সেনের সঙ্গে কুবেণীর বিয়ে দিলে কি রকম হয়?

বসুমিত্রা। আমি ত তাই ভাব্‌ছিলাম। কিন্তু—

কালসেন। তবে তাই হবে। এ বিবাহ হবে। দিন স্থির কর।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দস্যুদের বন-প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি।

অগ্নি প্রজ্বলিত। দস্যুদল আগুন পোহাইতেছিল।

ভৈরবের প্রবেশ।

১ম দস্যু। এই যে সর্দ্দার! আমরা তৈরি হ'য়ে ব'সে আছি।

২য় দস্যু। আজ কোন্ দিকে যাবি সর্দ্দার?

ভৈরব। আজ আর কোন দিকে যাব না। আজ ছুটি !

সকলে। সেকি সর্দ্দার !

ভৈরব। ডাকাতি ত রোজই কচ্ছিস্? ছুটি ত রোজই নেই।

৩য় দস্যু। ছুটি নিয়ে কি কর্ব্ব সর্দ্দার ?

ভৈরব। তাঁকে ভাব্, তাঁর কাছে হাত যোড় কর্! তাঁর পা ধ'রে কাঁদ্।

৪র্থ দস্যু। কার কথা কইছিস্ সর্দ্দার।

ভৈরব। [উপরে হাত দিয়া] ঐ তার কাছে।

৪র্থ দস্যু। কে সে ?

ভৈরব। তার নাম নেই, তার রূপ নেই—সে দুনিয়ার কিছু না, সেই দুনিয়ার সব।

১ম দস্যু। কে সে ?

ভৈরব। জানি না।

২য় দস্যু। সর্দ্দার তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

ভৈরব। মাথা থাক্‌লেই মাঝে মাঝে খারাপ হয়। যাদের মাথা নেই তাদের খারাপ হবার কোনই ভাবনা নেই।

১ম দস্যু। কি বল্‌ছিস্ সব আজ ?

ভৈরব। আমিই জানি না।—দেখ্ আমি ডাকাতি করা ছেড়ে দেবো।

সকলে। সে কি সর্দ্দার !

ভৈরব। ছেড়ে দেবো।

২য় দস্যু। ছেড়ে দিবি ?

ভৈরব। ছেড়ে দেবো। তোরাও ছেড়ে দে। লুট করা খারাপ

৪র্থ দস্যু। কে বলে খারাপ ?

[ভৈরব উপরে দেখাইলেন।]

৫ম দস্যু। লুট কর্ব্ব না ত খাব কেমন ক'রে সর্দ্দার ?

ভৈরব। কেন চাষ কর্ব্বে—

৩য় দস্যু। চাষ কর্ব্ব সর্দ্দার! এ হাত দুখানা একবার দেখ্ দেখি সর্দ্দার! এ লোহার ডাণ্ডা দুটো কি চাষ কর্ব্বার জন্য তৈরি হ'য়েছে? দেখ্ দেখি এই হাত দুটো।

ভৈরব। বস্তা বৈবি।

৩য় দস্যু। বস্তা বয় পীঠ। মার খায় পীঠ, তাই পীঠ পিছন দিকে। হাত দুটো থাক্‌তে বস্তা বৈব সর্দ্দার!

ভৈরব। কিন্তু এই লুট—

১ম দস্যু। লুট কে না কচ্ছে ? দোকানী লুট কচ্ছে খদ্দেরকে, রাজা লুট কচ্ছে প্রজাকে, মানুষ লুট কচ্ছে জানোয়ারগুলোকে। জানোয়ারগুলো লুট কচ্ছে ছোট জানোয়ারকে। দুনিয়াতে লুট কে না কচ্ছে সর্দ্দার ? লাঠি যার মাটি তার।

ভৈরব। আচ্ছা, এখন যা। ভাব্‌তে দে।

২য় দস্যু। আজ কোন্ দিকে যাবি সর্দ্দার—

ভৈরব। ভাব্‌তে দে।

[দস্যুদিগের প্রস্থান]

ভৈরব। তাইত! বলেছে ত ঠিক! বলেছে ত ঠিক্। লুট কে না কচ্ছে!—জোর যার মুলুক তার। ভয়ের উপর দুনিয়া চলেছে।

হাত পাতার উপর—না। হাত পাত্‌লে সমুদ্র মুক্তা দেয় না, ডুব্‌তে হয়। হাত পাত্‌লে মাটি শস্য দেয় না, চষ্‌তে হয়। লুট করা খারাপ?—কে বলে?—ঐ যে [বক্ষে আঘাত করিয়া] এখান থেকে কে ব'লে উঠ্‌ছে —লুট করা খারাপ। কে তুই ভেতর থেকে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠিস্‌। স'রে যা। দূর হ'।

সানুচর সুরমা।

ভৈরব। কে তুই?

সুরমা। একি! ভৈরব দাদা—

ভৈরব। কে তুই! রাজকন্যা না? দেখ্‌ ত ভাল ক'রে, ভুল দেখ্‌ছি নাকি!

সুরমা। না ভৈরব দাদা! ভুল দেখ্‌ছ না। আমি সুরমা।

ভৈরব। সুরমা!—সত্যি? দিদি!—দিদি আমার [হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া] না, না, এ হাতে তোকে ছোঁব না। এ হাত রক্তমাখা!

সুরমা। সে কি ভৈরব দাদা?

ভৈরব। তুই রাজকন্যা আর আমি—ডাকাত।

সুরমা। তুমি ডাকাত?

ভৈরব। ডাকাতের সর্দ্দার।

সুরমা। সে কি ভৈরব দাদা! তুমি ডাকাত?

ভৈরব। তুই কি ভেবেছিলি? ভেবেছিলি যে আমি ঋষি? বনে এসেছি তপ কর্ত্তে!—ভৈরব তোদের পুরোনো চাকর। তোর বাপের মত, রাগ্‌লে যার জ্ঞান থাক্‌ত না; তোর বাপকে ছুরী মার্ত্তে গিয়েছিল;

সে কি চাকরি ছেড়ে একদিনে ঋষি হ'য়ে যাবে? যাক্, তুই এখানে এলি কেমন ক'রে?

সুরমা। আমি ত এখানে আসিনি, আমি কালীর মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলাম।

ভৈরব। ঐ ভাঙ্গা মন্দিরে?

সুরমা। ঐ কালীর মন্দিরে। তারপর মনে হ'ল তোমার গলা শুন্‌লাম। অনেক দিন পরে তোমার গলা শুন্‌লাম। আর লুকিয়ে থাকতে পার্‌লাম না। ভাব্‌লাম একবার তোমায় দেখে যাই।

ভৈরব। তা বেশ করেছিস্ দিদি। অনেক দিন তোকে দেখিনি। আর তোকে দেখেই বা কি হবে? আর কোলে ত নিতে পাব না।

সুরমা। কেন?

ভৈরব। আমি যে ডাকাত।

সুরমা। সত্যি তুমি ডাকাত? না—মিছা কথা।

ভৈরব। ব্রজ ডাকাতের নাম শুনিছিস্?

সুরমা। হাঁ।

ভৈরব। আমিই সেই ব্রজ ডাকাত। কি! হাঁ ক'রে চেয়ে রৈলি যে! এখন হঠাৎ পূজা দিতে এইছিলি কেন শুনি দিদি!

সুরমা। দাদার মঙ্গল-কামনায় পূজা দিতে এসেছিলাম।

ভৈরব। কেন, তোর দাদার কি হয়েছে?

সুরমা। বাবা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। মা তাঁকে বিষ খাইয়ে মার্ব্বেন। তাই পূজা দিতে এসেছিলাম। আমার যে আর কেউ নেই ভৈরব দাদা! তাই মা কালীর কাছে ছুটে এয়েছি।

ভৈরব। ও! বুঝেছি। বিজয় কারাগারে?

সুরমা। হাঁ ভৈরব দাদা।

ভৈরব। ক'দিন ধ'রে সেখানে আছে?

সুরমা। আজ দুদিন। আজ দুপুরে মা তাকে বিষ খাওয়াবার মন্ত্রণা কর্চ্ছিলেন।

ভৈরব। মা বলিস্‌নে সুরমা! অমন ভাল কথাটার অপমান করিস্‌নে। মা বলিস্‌নে। বল্ শয়তানী। বিষ খাওয়াবে?

সুরমা। হাঁ ভৈরব দাদা।

ভৈরব। ঠিক্। মা দুধ খাওয়ায়; সৎমা বিষ খাওয়ায়। ঠিক্!

সুরমা। তাই কালীমায়ের কাছে পূজা দিতে এসেছিলাম। বাবার কাছে বল্‌তে গেলাম। বাবা তাড়িয়ে দিলেন। আমার যে আর কেউ নেই ভৈরব দাদা!

ভৈরব। কেউ নেই?

সুরমা। কেউ নেই ভৈরব দাদা!

ভৈরব। কোন ভয় নেই দিদি! আমি আছি।—মৃত্যুঞ্জয়!

একজন দস্যুর প্রবেশ।

ভৈরব। সব ডাক।

[দস্যুর প্রস্থান]

ভৈরব। আমি আছি দিদি! আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর শয়তানী মা বিজয়ের কাছেও ঘেঁষ্‌তে পার্ব্বে না।

দস্যুগণের প্রবেশ।

দস্যুগণ। কি সর্দ্দার।

ভৈরব। জিজ্ঞাসা কচ্ছিলি না আজ কোন্ দিকে বেরোবি?

সকলে। হাঁ সর্দ্দার।

ভৈরব। ঠিক করেছি। সন্ধ্যার সময় সব তৈরি থাকিস্।

সকলে। বেশ।　　　　[প্রস্থান করিল

ভৈরব। ভয় পাচ্ছিস্ সুরমা! কোন ভয় নেই। এদের সর্দ্দা আমি। বিজয়ের জন্য কোন ভয় নেই দিদি! আমি তাকে বাঁচাব বাঁচিয়ে আবার তোর হাতে ফিরিয়ে দেবো। তারপর দুঃখ হ'লে আমার কাছে আসিস্। তোর চোখের জল মুছিয়ে দেবো। বাড়ী ফিরে যা। কোন ভয় নেই। যাবার আগে আয় একবার বুকে ধরি [সুরমাকে বক্ষে ধরিয়া] তোদের পুরোনো চাকর আমি। তারপর বাড়ীতে কালসাপিনী এল। আর সেখানে রৈতে পার্লাম না। চোখে সৈল না। গায়ে জোর ছিল। ডাকাতের সর্দ্দার হ'লাম। তবে তোর আর বিজয়ের আমি সেই চাকরই আছি দিদি! যখন মনে প'ড়বে আমার কাছে আসিস্। টাকা দিতে পার্ব্ব না, ভাল খেতে দিতে পার্ব্ব না—যা বাড়ীতে পাস্। কিন্তু আদর দিব—যা বাড়ীতে আর পাস্‌নে। চল্, তোকে পঁহুছে দিয়ে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি

শৃঙ্খলিত বিজয়সিংহ আসীন।

সম্মুখে মন্ত্রী পানপাত্রহস্তে দণ্ডায়মান; পার্শ্বে প্রহরী।

বিজয়। মন্ত্রী মহাশয়! এই সর্ব্বৎ খাবার জন্ত আমাকে বারবার ব্যর্থ অনুরোধ কর্চ্ছে´ন কেন? এ সর্ব্বতের সঙ্গে কি গূঢ় উদ্দেশ্য মেশান আছে বলুন ত।

মন্ত্রী। সে কি কুমার!

বিজয়। এ ত বিষ নয়?

মন্ত্রী। না, না। তা কি হ'তে পারে!

বিজয়। নহিলে এতক্ষণ আপনি এক হতভাগ্য বন্দীর সঙ্গে নিষ্ফল কালক্ষেপ কর্চ্ছে´ন কেন? আর মাঝে মাঝেই আমাকে ঐ সর্ব্বৎ পান কর্ত্তে বল্‌ছেন কেন বলুন দেখি। এ কি বিষ?

মন্ত্রী। না, না, তা কি হ'তে পারে?

বিজয়। হ'তে বেশ পারে। আমি রাজ্যের সর্ব্বনাশ, প্রাসাদে সর্প, পুরপথে মুক্ত ব্যাঘ্র। আমি পিতার আপদ, আর তুমি তাঁর মন্ত্রী! হ'তে পার্ব্বে না কেন মন্ত্রী মহাশয়, সোজা উত্তর দাও, এ কি বিষ?

মন্ত্রী। না, বিষ নয়।

বিজয়। ও কি! আশপাশে চাইছ কেন মন্ত্রী মহাশয়! সোজা আমার পানে চাও। [হস্ত ধরিলেন]

মন্ত্রী। যুবরাজ !

বিজয়। নির্ভীক উত্তর। তুমি রাজার যোগ্য মন্ত্রী বটে। তুমি নির্ভীক, প্রত্যুৎপন্নমতি। তুমি রাজ্য চালাবে ভাল। বেশ সোজা চাও [হাত ধরিলেন] আমি রাজপুত্র ভুলে যাও, আমি এদেশের ভাবি রাজা সে কথা ভুলে যাও ! শুধু মনে কর যে তুমি আমায় কোলে পীঠে করেছ, চুম্বন করেছ, বক্ষে ধরেছ ! শুধু মনে কর যে, আমি পিতার স্নেহে বঞ্চিত, শুধু মনে কর, আমার জননী নাই। এইবার বল দেখি—এ ত বিষ নহে ?

মন্ত্রী। এ সন্দেহ কেন যুবরাজ ?

বিজয়। বল [সঙ্গে সঙ্গে হস্ত ধরিয়া] ওকি ! চম্‌কালে কেন ? বল এ কি বিষ ?

মন্ত্রী। না, যুবরাজ।

বিজয়। তবে তুমি অর্দ্ধেক পান কর। [পাত্র মন্ত্রীর মুখের কাছে ধরিলেন]

মন্ত্রী। আমি !

বিজয়। [বিষপাত্র রাখিয়া] ও কি ! সহসা ভগ্নস্বর, ভীত দৃষ্টি, বিকম্পিত কলেবর। কেন মন্ত্রী ? না, না, তুমি বাঁচ ; দীর্ঘজীবী হও ; নৃপতির অবাধিত অনুগ্রহ ভোগ কর। তুমি কেন মর্ব্বে ? না—দাও বিষ। আমি পান কচ্ছি। কিসের ভয় ? যখন পিতা পুত্রের মৃত্যুকামনায় বিষ পাঠাতে পারে, আর পুরাতন ভৃত্য সে গরল-আধার সরল অধরে অনায়াসে ধর্ত্তে পারে, তখন সংসারে কি না সম্ভব !—হে ব্রহ্মাণ্ডপতি ! না—কাকে ডাক্‌ছি ?—দাও বিষ। মন্ত্রী মহাশয় ! তোমার সম্মুখে

আমি প্রাণত্যাগ কর্চ্ছি। সে সংবাদ রাজার কাছে নিয়ে যাও, পুরস্কার পাবে। তাঁকে ব'লো, যে জীবনে আমি তাঁকে বড় ভালবাস্তাম, এত ভালবাসা কোন পুত্র কোন পিতাকে বাসে নাই; আর মরণে তাঁরই নাম—কি আর ব'ল্‌ব—জয় হোক্‌ মন্ত্রী মহাশয়! [বিষপাত্র গ্রহণ] রাজরাজেশ্বর হও। এই বিষ পান কর্চ্ছি! [পান করিতে উদ্যত]

মন্ত্রী। পান ক'রো না [সজোরে বিষপাত্র বিজয়ের হস্ত হইতে ফেলিয়া দিলেন]

বিজয়। ও কি কর্লে?

মন্ত্রী। ও বিষ।

বিজয়। না ও অমৃত। পিতা যদি পুত্রের অধরে বিষ দেয়, ত সে বিষ অমৃত। আমি চিরদিন পিতৃভক্ত পুত্র। পিতার কথার কখন অবাধ্য হইনি। নিয়ে এস নূতন বিষ। রাজ-অন্তঃপুরে তার অভাব নেই। নিয়ে এস আমি অপেক্ষা কর্চ্ছি।

মন্ত্রী। [করযোড়ে] ক্ষমা কর যুবরাজ।

বিজয়। কর্ব্ব। নিয়ে এস হলাহল। কি সাহসে তুমি পিতা আর পুত্রের মাঝে এসে দাঁড়াও! আমার পিতার আজ্ঞা—নিয়ে এস বিষ!

মন্ত্রী। স্থির হও যুবরাজ। এ বিষ মহারাজ পাঠান নি। তিনি এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না।

বিজয়। সে কি!—মিথ্যা কথা!

মন্ত্রী। স্বর্গে সাক্ষী দেবগণ। তোমার পিতা ক্রোধান্ধ বটে—ক্রূর নন; ক্রোধে তাঁর কাছে লুপ্ত নিখিল জগৎ, কিন্তু তিনি শয়তানীর কাছ ঘেঁষেও কখন যান নাই। তিনি দেন নাই বিষ।

বিজয়। কে দিয়েছে তবে ?

মন্ত্রী। মহারাণী।

বিজয়। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] আর তুমি!

মন্ত্রী। প্রতিশ্রুত-মাংসখণ্ড-প্রলুব্ধ কুকুর।—মনুষ্যত্ব বিক্রয় করেছি।

বিজয়। [সভয়ে] কি করেছি! কি করেছি!

মন্ত্রী। কি করেছ যুবরাজ ?

বিজয়। স্বর্গে দেবগণ! আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর যে, পিতাকে এ দোষে দোষী করেছি। আর এমন বাপ—পুত্রস্নেহ-বিগলিত-স্তনধারসম। মেঘ কেটে যাবে। বাবা! ক্ষমা কর যে, স্বপ্নেও ভেবেছি যে এও সম্ভব। আমি হ'লাম কি—মন্ত্রী মহাশয়!

মন্ত্রী। না, না, আমার পানে ওরকম ক'রে চেয়ো না! আমি তোমার মার্জ্জনা চাই না! তার পথ রাখি নি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এক—এই [স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া পতন]

সসৈনিক মহারাণীর প্রবেশ।

রাণী। কি কর্লে মূর্খ!

মন্ত্রী। পালাও! পালাও রাণী!

রাণী। এর শেষ না ক'রে নয়।—সৈনিক! বধ কর।

মন্ত্রী। খবর্দ্দার!

রাণী। আমি রাজ্ঞী আমি আজ্ঞা কর্চ্ছি।—বধ কর।

মন্ত্রী। [উঠিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় পতন] সাবধান!

রাণী। কি! অচল অনড় পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে! সৈনিকগণ এ আজ্ঞা আমার। বধ কর।

[সৈনিকগণ মুক্ত তরবারি লইয়া বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইল।]

বিজয়। আমায় হত্যা ক'রো না। তার আগে একবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দাও।—একবার তাঁর চরণ ধ'রে মার্জ্জনা চাইব। একবার—

রাণী। সৈন্যগণ অগ্রসর হও!

বিজয়। সৈনিকগণ! তোমরা সৈনিক। জল্লাদ নও, বধ কর্ত্তে চাও ত আমায় শৃঙ্খলমুক্ত কর, হাতে তরোয়াল দাও, তার পর শত সৈনিক এক সঙ্গে আমার বিপক্ষে দাঁড়াও। যুদ্ধে বধ কর। হত্যা ক'রো না, মুক্ত ক'রে দাও।

রাণী। তুমি অপরাধী! বিচার-বন্ধনে তোমার যুক্তকর মুক্ত করে কার সাধ্য! অপরাধী তুমি, লও দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম তোমার।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। তুমি দণ্ড দেবার কে মহারাণি?

রাণী। আমি রাজ্ঞী।

সুরমা। যে রাজা সে বিচার করে।

রাণী। উদ্ধত বালিকা!—যাও।

সুরমা। না, আমি দাদাকে হত্যা কর্ত্তে দেবো না। তুমি যদি রাণী—আমি রাজকন্যা।

রাণী। ও কি শব্দ!—সৈন্যগণ! যদি আমার আজ্ঞা পালন না কর—আবার কোলাহল—আমায় জান—ও কি শব্দ! বধ কর—বধ কর। [নেপথ্যে কোলাহল]

সুরমা। [তরবারি খুলিয়া] সৈন্যগণ! আমায় বধ না ক'রে দাদাে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।—ঐ ভৈরবের কণ্ঠ, আর ভয় নাই!

রাণী। তবে আমায় এ কাজ কর্ত্তে হ'ল। তরবারি আমায় দা [অগ্রসর হইলেন]

বিজয়। আর ভয় নাই দাদা—ভৈরব, ভৈরব! এখানে, এখানে

দস্যুদলসহ ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। কৈ?—এই যে! রাণি!—

রাণী। ভৈরব!

ভৈরব। তাই ত! তারা ভাইয়ের হাত দুখানি বেঁধেছে।—সত্যই ত—খুলে দে।

[দস্যুদল শৃঙ্খল মোচন করিতে উদ্যত।]

ভৈরব। খবর্দ্দার সিপাহী সব! এক পা এগিয়েছিস্ কি গিয়েছিস্। ব্রজ ডাকাতের নাম শুনেছিস্? আমি সেই ব্রজ ডাকাত, ঠিক সোজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্!

রাণী। তুই এখানে দস্যু?

ভৈরব। কোন ভয় নাই রাণী! আমি কারো কিছু লুট কর্ে আসিনি। আমি চাকরি ছেড়েছি, ডাকাত হইছি; কিন্তু সুরমা আর বিজয়ের সেই ভাইই আছি। মনে রাখিস্ রাণী। আয় দিদি, আয় দাদা—আমার সঙ্গে আয়। কোন ভয় নাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—শ্যামদেশের রাজগৃহ-প্রাঙ্গণ। কাল—প্রভাত।

বিজয়, ভৈরব ও দস্যুগণ।

বিজয়। বন্ধুগণ তোমরা আমায় মুক্ত করেছ। তোমাদের সাহায্যে আমি শ্যামদেশ জয় করেছি। এখন তোমরা দেশে ফিরে যাও। যাও ভৈরব! এদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ভৈরব। কেন, দেশে ফিরে যাব কেন?

বিজয়। তোমরা আর এখানে কি কর্ব্বে?

ভৈরব। যা করিনা কেন, সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

বিজয়। দেশে ফিরে যাও।

ভৈরব। তোর কথায়?

বিজয়। কেন ভৈরব আর স্বদেশ ছেড়ে আমার সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘুর্ব্বে?

ভৈরব। আমাদের খুসী, তোর তাতে কি?

বিজয়। তোমাদের সাহায্যে আর দরকার নাই।

ভৈরব। বেশ বল্লি, আমাদের আর দরকার কি? আমরা কি ছেঁড়া জুতো যে পুরোনো হ'লেই ফেলে দিতে হবে? আমাদের আর দরকার কি। নেমকহারাম বেটা! সাধে কি তোর বাপ তোকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ করেছে।

বিজয়। আমারও তাই বোধ হয় ভৈরব।

ভৈরব। কি বোধ হয়?

বিজয়। ভৈরব, আগে কখন দেশ ছাড়িনি। বুঝিনি যে দেশ কি জিনিষ। ভাব্‌তাম যে দেশ শুদ্ধ মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে। তার চেয়েও বেশী। জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা, গর্ভে ধরে, স্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে। সেই দেশ ছেড়েছ তুমি আমার জন্য। দেশে ফিরে যাও ভৈরব।

ভৈরব। তবে তুই চল্।

বিজয়। দেশে আমার স্থান নাই। দেশের রাজা আমার প্রতি বিমুখ।

ভৈরব। দেশের রাজপুত্র তুই, তোকে আমরা রাজা কর্ব্ব। ভাবিস্ কি? আমার এই হাজার ডাকাত তোর জন্য প্রাণ দেবে। কি বলিস্ রে ভাই সব?

দস্যুগণ। আমরা যুবরাজের জন্য প্রাণ দেব।

বিজয়। না ভৈরব, সে কি কথা? দেশে ফিরে যাও।

ভৈরব। দেশে ফিরে যাব। কিন্তু তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তোকে রাজা কর্ব্ব। তার পর প্রাণ চায় আমাদের ডাকাত ব'লে ঘৃণা

করিস্, আমাদের ছেড়ে দিস্। চ'লে যাবো। তার আগে নয়। কি বলিস্ সব ?

দস্যুগণ। তার আগে নয়।

বিজয়। কিন্তু—

ভৈরব। বিজয়! মিছে কেন বক্‌ছিস্। তোর মা নেই। তোর বাপ নেই। আছে এক বুড়ো পুরোনো চাকর। এক চাকর। কিন্তু তার শরীরে শক্তি আছে। মনে তেজ আছে। আর বুকে ভালবাসা আছে—যা তোর নেই। সে চাকর বটে কিন্তু সে মানুষ।

বিজয়। কিন্তু ভৈরব—

ভৈরব। আমি আর কোন কথা শুন্তে চাই না। তোর কথা ত শুন্‌লাম। আমরা তোরে ছাড়্‌ব না। ব্যস্—চল্ লাঠিয়াল সব।

[দস্যুসহ প্রস্থান]

বিজয়। এত স্নেহ! এক পুরোনো চাকর! তার এত স্নেহ! আর নিজের বাপ!—যাক্, সে কথা ভাব্‌ব না, পাগল হ'য়ে যাব। [পাদচারণ]

বিজিতের প্রবেশ।

বিজিত। এই যে বিজয়। এখানে একা কি কর্চ্ছ?—ও কি! চোখে জল!

বিজয়। না কিছু না।

বিজিত। সৈন্য প্রস্তুত বিজয়। এখন তুমি প্রস্তুত ?

বিজয়। বিজিত ভাই! দরকার নেই। ভেবে দেখ্‌লাম—দরকার নেই।

বিজিত। কি দরকার নেই?

বিজয়। পিতার সহিত যুদ্ধে। যাই হৌক্ তিনি পিতা।

বিজিত। পিতা! যে পিতা—কি আশ্চর্য্য যুবরাজ! বাপ ছেলের প্রতি বিরূপ হয়? যে বাপের কাজ ছেলে মানুষ ক'রে তোলা, নিজের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা, ছেলের ভবিষ্যতের পায়ে বলি দেওয়া। সেই বাপ যখন ছেলের বিপক্ষে দাঁড়ায়, সে কি অস্বাভাবিক ব্যাপার বল দেখি বিজয়।

বিজয়। বাবার স্বভাবই ঐ রকম। নিমেষের অদর্শনে তিনি আমার জন্য ভেবে আকুল। কখনও বা তিনি ঝড়ের মত অন্ধ হন। আবার কখনও বা বৃষ্টির ন্যায় স্নেহে গ'লে যান। তাঁর স্বভাবই ঐ।

বিজিত। কিন্তু ছেলের বিপক্ষে—

বিজয়। না, না, ছেলের বিপক্ষে তিনি কখন নন। বিজয় ব'ল্‌তে তিনি অজ্ঞান।

বিজিত। তবে এই কারাগারে নিক্ষেপ—এই—

বিজয়। বিমাতা তাঁকে ঐ রকম করেছেন। তিনি ওরকম কখনও নন বিজিত।

বিজিত। সেই তোমার বিমাতার কবল থেকে তোমার বাবাকে মুক্ত কর্ব্বার জন্যই এই যুদ্ধ।

বিজয়। সন্তানকে শাসন কর্ব্বার অধিকার পিতার আছে। কিন্তু পিতাকে শাসন কর্ব্বার অধিকার—

বিজিত। এ ত শাসন নয়। এ পিতাকে বাঁচান, ব্যাধিমুক্ত করা—এই পূর্ণচন্দ্রকে রাহুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করা।

বিজয়। তিনি কুপিত হয়েছিলেন। নিজের উপর প্রভুত্ব ছিল না—তাই, নহিলে তিনি স্নেহবান্, বিজিত—বড় স্নেহবান্।

বিজিত। তা হ'তে পারে।

বিজয়। তা হ'তে পারে শুধু নয় বন্ধু, তাই ঠিক্। একদিন আমি অভিমানবশে আহার করিনি। প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে নদীতটে দেবদারু-মূলে ব'সে আছি, শূন্য প্রেক্ষণে নদীর তরঙ্গক্রীড়া দেখ্‌ছি, আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল, সূর্য্যের কিরণ নদীবক্ষে নৃত্য কচ্ছিল, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী পাহারা দিচ্ছিল—আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখ্‌ছি। হঠাৎ পিছন দিক্ থেকে এক কোমল করস্পর্শ অনুভব কর্লাম—সে আমার বাবার করস্পর্শ। আমার গণ্ডদেশে এক কোমল চুম্বন এসে ছড়িয়ে প'ড়্‌ল—সে আমার বাবার সাদর চুম্বন। আমি ফিরে চাইলাম। অভিমান-কম্পিত স্বরে ডাক্‌লাম 'বাবা'! বাবা অমনি আমায় জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন 'বিজয় ফিরে আয়, আমি বলিছিলাম অন্যায় হ'য়েছে—ফিরে আয়।' আর কি আমি থাক্‌তে পারি বিজিত, কেঁদে উঠ্‌লাম। বাবা কেঁদে উঠ্‌লেন। তখন আমরা—সেই সমুদ্রতীরে, সেই মধ্যাহ্নে, সেই দেবদারু-চ্ছায়ে, সেই—কি ব'ল্‌ব বিজিত—যেন আমরা আর পিতাপুত্র নেই, আমরা দুই বন্ধু, দুই খেলার সাথী, খেলার ঝগড়া মেটাতে বসেছি। সেই মিলিত অশ্রুজলে আমাদের বিচ্ছেদ—

বিজিত। এখন আর তা ভেবে কি হবে? যুদ্ধে বেরিয়েছি যুদ্ধ শেষ ক'রে তখন সে কথা শুন্‌ব।

বিজয়। শোন বিজিত।

বিজিত। শোন্‌বার অবকাশ নেই। [প্রস্থান]

জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।

বিজয়। তুমি বাঙ্গালী—

১ম ব্যক্তি। হাঁ আমি বাঙ্গালী। আপনি? আপনিও কি বাঙ্গালী?

বিজয়। হাঁ আমি বাঙ্গালী—আমার—আপনার নিবাস সিংহপুরে?

১ম ব্যক্তি। না মহাশয়, রাজধানীতেই আমার বাস নয়। আমার নিবাস নবদ্বীপে।

বিজয়। মহারাজ কেমন আছেন?

১ম ব্যক্তি। বেশ আছেন।

বিজয়। আর রাজপুত্র?

১ম ব্যক্তি। নির্ব্বাসিত।

বিজয়। নির্ব্বাসিত নয়। জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী। আর কনিষ্ঠ পুত্র? যুবরাজ?

১ম ব্যক্তি। জানি না। [প্রস্থান]

বিজয়। বিদেশে স্বদেশীর মুখ এত প্রিয়—যার সঙ্গে কথা কইতে অবজ্ঞা কর্ত্তাম, তাকে ডেকে কথা কই। তার একটা কথায় কত কবিত্ব, কত সঙ্গীত, কত অর্থ। ঐ একটি বাঙ্গালী।

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

বিজয়। মহাশয় বাঙ্গালী?

২য় ব্যক্তি। হাঁ।

বিজয়। নিবাস?

২য় ব্যক্তি। সিংহপুরে।

বিজয়। মহারাজের সংবাদ জানেন ?

২য় ব্যক্তি। জানি।

বিজয়। তিনি সুস্থ ?

২য় ব্যক্তি। দেখে ত তাই বোধ হ'ল।

বিজয়। আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল ? তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহের কথা কিছু বলেছিলেন ?

২য় ব্যক্তি। না। মহাশয় আমি আসি। [প্রস্থান]

তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

বিজয়। এই যে একজন বাঙ্গালী—দাঁড়াও।—তুমি সিংহপুর হ'তে আস্‌ছ ?

৩য় ব্যক্তি। আজ্ঞে না আমি কাশী থেকে আস্‌ছি।

বিজয়। মহাশয়ের বাঙ্গালী পোষাক যে ?

৩য় ব্যক্তি। আমার দুর্ভাগ্য।

বিজয়। দুর্ভাগ্য !

৩য় ব্যক্তি। দুর্ভাগ্য বৈ কি। আমাদের দেশের লোক একটু সভ্য হ'লেই বাঙ্গালীর চালচলন অনুকরণ করে।—তুমি কে ?

বিজয়। আমি একজন বাঙ্গালী।

৩য় ব্যক্তি। তোমাদের রাজা সিংহবাহু ?

বিজয়। হাঁ মহাশয়।

৩য় ব্যক্তি। যিনি রাণীর বশ হ'য়ে নিজের ছেলেকে নির্ব্বাসিত করেছেন ?

বিজয়। তিনি নির্ব্বাসিত করেন নাই।

৩য় ব্যক্তি। বন্দী করেছিলেন। সেই নীচ, নরাধম, পশুর—

বিজয়। সাবধান।

৩য় ব্যক্তি। চোখ রাঙ্গাচ্ছ? কিংবা তুমি প্রবাসী। সিংহবাহুর কীর্ত্তি শোন নাই। সেই রক্তপিপাসু, পুত্রঘাতী—

বিজয়। [তাহার গলদেশ ধরিয়া] সাবধান।

৩য় ব্যক্তি। ছেড়ে দাও।

বিজয়। না, না, মার্জ্জনা কর বিদেশী। আমার অন্যায় হ'য়েছে।

৩য় ব্যক্তি। শুধু অন্যায় হ'য়েছে? বেশ একটু অন্যায় হ'য়েছে। ...ক্, এবার আপনাকে মাফ কর্লাম। কিন্তু ফের যদি মহাশয় ঐ রকম ...রেন, ত আর মাফ কর্ব্ব না জান্‌বেন। আমার মেজাজ বড় রুক্ষ।

[প্রস্থান]

বিজয়। পিতার অখ্যাতি—আর আমিই তার কারণ। পিতা! ...াজ অপরিচিতের কাছে আপনার নিন্দাবাদ শুন্‌ছি, আর সে নিন্দাবাদ ...রের মত এখানে বিঁধ্‌ছে। এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি পিতা, যে আপনাকে ...মি কত কত ভালবাসি, কত ভালবাসি।

বিজিতের প্রবেশ।

বিজিত। মহারাজ সৈন্য প্রস্তুত।

বিজয়। সব বিদায় দাও বিজিত।

বিজিত। সে কি মহারাজ!

বিজয়। আমি বিদ্রোহ কর্ব্ব না।

বিজিত। রাজ্যে ফিরে যাবেন না?

[বিজয় নীরব রহিলেন]

বিজিত। গৃহহীন প্রতাড়িত হ'য়ে চিরদিন বিদেশে যাপন কর্ব্বেন?

বিজয়। না, আমি পিতার কাছে ফিরে যাব। আমি গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধর্ব্ব—তিনি গ'লে যাবেন। জানি তিনি গ'লে যাবেন।

বিজিত। কিন্তু সে অশ্রুজল আবার তোমার বিমাতার নিশ্বাসে উত্তপ্ত হ'য়ে উষ্ণ বাষ্প হ'য়ে উঠ্বে। যুবরাজ! যুক্তকর স্নেহ ও ভিক্ষার আকার ধারণ করে। তোমার পিতাকে দেখাও, যে তাঁর স্নেহদান ভিক্ষাদান নয়—এ ন্যায্য অধিকার। নৈলে—

উরুবেল ও অনুরোধের প্রবেশ।

বিজয়। কি সংবাদ উরুবেল—ও ভেরীধ্বনি!

উরুবেল। বিপক্ষশিবির; বঙ্গরাজ সিংহবাহু আদেশ প্রচার কচ্ছেন

বিজয়। সত্য! সত্য! কি আদেশ? মহারাজ আমায় ক্ষমা করেছেন? তাঁর বক্ষে আবার আমায় ডাক্‌ছেন?

অনুরোধ। না যুবরাজ।

বিজয়। তবে?

অনুরোধ। মহারাজের আদেশ যে, যে যুবরাজের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে গিয়ে মহারাজকে দেখাতে পার্ব্বে, সে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাবে।

বিজিত। কি বিজয়! নীরব রৈলে যে?

বিজয়। এতদূর!—বিজিত আমার মাথা ঘুচ্ছে।

বিজিত। বিজয় দৃঢ় হও। এ দৌর্ব্বল্য তোমায় সাজে না। তুমি বীর। বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে জ্ঞাতিত্ব নেই

বিজয়। ঠিক্ বলেছ বিজিত।

বিজিত। ঐ শুন তূরীধ্বনি। যুবরাজ যুদ্ধে অগ্রসর হৌন।

বিজয়। যুদ্ধে অগ্রসর হও। কার্য্য চাই, কার্য্য চাই। না হ'লে নিজের বেদনার ভারে নিজে নুয়ে প'ড়্ব। আর পারি না। সৈন্য সাজাও, সৈন্য সাজাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

——(*)——

স্থান—লঙ্কা, সমুদ্রতীর। কাল—প্র

কুবেণী ও সখীগণ।

সখীগণের গীত।

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঁঝের কিরণমাখা।
উড়্ছে যেন বিশ্বশোভার শুভ্ররঙ্গিন জয়-পতাকা।
আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চ'লে যাই ঐ পরীর দেশে ;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ্না কেমন দেখ্তে মানুষ, দেখ্না কেমন দেখ্তে ধরা।
জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য্য করা ?
কি হবে রে সে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ ক'রে নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধূলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

কুবেণী। সন্ধ্যার কিরণ আসি' চুম্বিছে ধরণী
তরঙ্গিত নীলসিন্ধু কাঁপিছে আলোকে

জুমেলিয়া। সত্য সখি।

কুবেণী। সমুদ্রশীকরস্নিগ্ধ বহিছে বাতাস
শিহরিয়া কলেবর।

জুমেলিয়া। সুন্দর বাতাস!

কুবেণী। সুন্দর! সুন্দর সখি? বিষাক্ত বাতাস।

জুমেলিয়া। কেন সখি!

কুবেণী। না, না ভ্রম! এ বাতাস নহে, এ বাতাস নহে সখি—

জুমেলিয়া। তবে?

কুবেণী। কণ্টকিত শূন্য স্থল, অলক্ষ্যে বিস্তৃত
বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা!

জুমেলিয়া। কি আশ্চর্য্য সখি!

কুবেণী। কেন, কি আশ্চর্য্য সখি?

জুমেলিয়া। হতাশ প্রণয়ে
শুনি এইরূপ হয়; দাম্পত্য কলহে
এইরূপ হয় শুনি; অন্তিমে পাপীর
এইরূপ হয় শুনি। কিন্তু সুখে, সুখে
কনকপালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ সেবি'
নিষ্কর্ম্মার এইরূপ হয়—সে স্বজনি
এ প্রথম দেখ্‌লাম। এ নূতন ব্যাপার।

কুবেণী। নূতন ব্যাপার বটে।
বালিকা বয়সে হেন অনুভব আমি
কখনও করি নাই। একি অস্থিরতা—

একি ব্যাকুলতা—সখি বুঝ্‌তে না পারি ।
ক্ষণে ক্ষণে যেন বা নিশ্বাস রোধ হ'য়ে
আসে সখি ।

জুমেলিয়া । কাহারে কি ভালবাসিয়াছ ?

কুবেণী । আমি ভালবাসিব ! সে ধাতু দিয়ে গড়েন নি কভু
বিধাতা আমারে । ভালবাসিব কাহারে ?
কে আছে জগতে, পারে এ ভালবাসার
বহিতে উদ্দাম ভার ? কে আছে জগতে,
সহিতে পারিবে তার প্রবল ঝটিকা ?

জুমেলিয়া । কেহ নাই ?

কুবেণী । কেহ নাই ।

জুমেলিয়া । অসীম জগতে
কেহ নাহি পারে ভালবাসিতে কাহাকে ?

কুবেণী । অসীম জগতে ! এরে বল কি জগৎ ?
এই এক ক্ষুদ্র দ্বীপ ! এই দ্বীপটুকু,
তরঙ্গপ্রাচীরে ঘেরা এই কারাগার,
ইহারে জগৎ বল তুমি ? ধিক্ সখি ।

জুমেলিয়া । কি হেতু ? আর কি চাও ?

কুবেণী । কি চাই শুনিবে ?
আমি চাই ছুটে যেতে অবারিত গতি
অসীম অনন্ত মুক্ত ব্যাপ্তির উপর দিয়া
অনন্ত কিরণে । চাই চলিয়া যাইতে

দলিয়া চরণতলে ঐ ঘন নীল
প্রসারিত উদ্বেলিত স্ফীত সঙ্কুচিত
প্রশ্বাসিত সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন।
আমি চাই দেখিতে কি আছে পরপারে—
কি গুপ্ত সৌন্দর্য্য রাশি, বিচিত্র সঙ্গীত,
বিশাল আলোক ছন্দ, মৃদু গন্ধবহ—
কিন্তু হায়! সে বাসনা মরে গুমরিয়া
নিভৃত অন্তরে!

জুমেলিয়া। ঐ রাজপুত্র আসে।

কুবেণী। কে আসে?

জুমেলিয়া। কুমার।

কুবেণী। জয়সেন?

জুমেলিয়া। জয়সেন।

কুবেণী। আসুক, আসিতে দাও, উন্মাদ প্রলাপ তার
ভাল লাগে। রাজপুত্র নিরীহ সরল।

জুমেলিয়া। তুমি সর্ব্বনাশ তার করিয়াছ সখি!

কুবেণী। কেন, আমি কি করেছি?

জুমেলিয়া। যাহা করিবার,
ঐ রূপ আঁকিয়াছ চিত্তপটে তার।

২ সখী। তদবধি তার চক্ষে নিদ্রা নাই আর—

৩ সখী। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কর্ম্ম নাই তার,
পাগলের মত চাহে, উন্মাদের মত

কথা কহে, বাতুলের মত সদা হাসে,
রমণীর মত কাঁদে।

কুবেণী। কেন সহচরী?

৪ সখী। হতভাগ্য পুরুষের স্বভাব স্বজনি!
যদি কোন রমণীর—অবশ্য যুবতী—
যুবতীর নাসা হয় তিলফুল সম
চক্ষু হয় নীলপদ্ম-পলাশ-সঙ্কাশ
আজানুলম্বিত ঘন কুঞ্চিত চিকুর
পক্কবিম্ব সম রক্ত সরস অধর
আর যাবি কোথা! তায় দেখিয়া স্বজনি
বায়ুবেগে যেন তার ঘূর্ণিত মস্তক
ঘন ঘন হৃৎকম্প, উন্মত্ত হইতে
সমুদ্যত—বিমূর্চ্ছিত।

কুবেণী। বুঝিতে পারি না
কি হেতু তাহার এই অবস্থা স্বজনি!

১ সখী। তুমিই কারণ তার—

কুবেণী। আমিই কারণ?
কি প্রকার?

২ সখী। তুমি হায় করিয়াছ তার
সর্ব্বনাশ সখি!

কুবেণী। আমি?

৩ সখী। রূপবিদ্ধ করি'
তাহাকে—বেচারী।

৪ সখী। আহা—নেহাইৎ বেচারী

কুবেণী। কি বলিলে জুমেলিয়া? এই জয়সেন—
ভালবাসে আমারে সে!—

১ সখী। ভালবাসে সখি—

কুবেণী। কুগ্রহ তাহার তবে অতি সন্নিকট।

১ সখী। কি হেতু?

কুবেণী। পতঙ্গ যবে চাহে ঝাঁপ দিতে
জ্বলন্ত অনলে, তার কি ঘটে স্বজনি?

১ সখী। মরণ?

কুবেণী। মরণ সখি। ভুবনে রমণী
আছে যারা, চায় শুদ্ধ—

জয়সেনের প্রবেশ।

কুবেণী। কি সংবাদ জয়সেন?

জয়সেন। একটা শ্যামাপাখী ঐ গাছে ব'সে ছিল।

কুবেণী। ছিল নাকি? তারপর কি কর্ল? শিষ দিল না?

জয়সেন। উড়ে গেল।

কুবেণী। বেশ করেছে। আর কোনও সংবাদ আছে জয়সেন?

জয়সেন। আমি গান গাইতে জানি।

কুবেণী। জান? একটা গাও দেখি।

জয়সেন একটি গীত আরম্ভ করিতেই কুবেণী তাহাকে থামাইয়া কহিলেন "তোমার স্বর বেশ মিষ্ট—"

জয়সেন। [সাগ্রহে] মিষ্ট ? আমায় গান শেখাবে ?

কুবেণী। শেখাব। তুমি পড়াশুনো কখন কিছু করনি কেন ?

জয়সেন। আমি তোমার কাছে শিখ্‌ব।

কুবেণী। আমি কি তোমার গুরুমহাশয় ?

জয়সেন। তুমি আমায়—তুমি আমায় ভালবাস না ?

কুবেণী। বাসি বৈকি। আর তুমি ?

জয়সেন। আমি ? কুবেণী ! জান কি—

কুবেণী। কি ?

জয়সেন। তুমি আমার কুবেণী। ভাষায় প্রকাশ কর্ত্তে পার্চ্ছি না। আমি তোমার পানে চাইলে—তার উপরে অশিক্ষিত। কিন্তু শিখিয়ে নিও কুবেণী। তোমার কাছে—কুবেণী তুমি আমায় বিয়ে কর্ব্বে ?

[কুবেণী উচ্চ হাস্য করিলেন]

কুবেণী। তোমায় বিয়ে কর্ব্ব আমি ? জয়সেন এ খেয়াল তোমার মনে এল কোথা থেকে ? ওকি কাঁদ্‌ছ কেন ভাই ? এস চোখের জল মুছিয়ে দিই। যাও বাড়ী যাও, ছোট ভাইটি আমার। আমি বিয়ে কর্ব্বার জন্য তৈরি হই নাই।

কালসেন ও বসুমিত্রার প্রবেশ।

বসুমিত্রা। কুবেণী এখানে ? আমি সমস্ত দিবস
অন্বেষণ করিতেছি তোমারে প্রাসাদে।

কুবেণী। কেন মা ?

কালসেন। কুবেণী ! তুমি রাজার নন্দিনী,
নিতান্ত বালিকা নহ ; সাজেনা তোমারে
এই হীন আচরণ—

কুবেণী। [উঠিয়া] হীন আচরণ !
মহারাজ—

কালসেন। অকস্মাৎ একি ! উঠিলে যে
দলিতফণিনীসম ফণা বিস্তারিয়া ?
হীন আচরণ আমি কহি পুনরায়।
বয়স্থা কুমারী তুমি, ছাড়িয়া প্রাসাদ
ভ্রম অবারিতগতি কান্তারে, প্রান্তরে,
সাগরসৈকতে, বনে, পর্ব্বত-শিখরে।

কুবেণী। এইমাত্র ! সত্য কথা, তাহাতেও আমি
তৃপ্ত নহি মহারাজ ! দেহের বন্ধন
বাঁধিয়া রেখেছে মর্ত্ত্যে, দৈহিক দৌর্ব্বল্য
আমারে করেছে বন্দী। নহিলে ভূপতি !
আমি চ'লে যেতে চাই, দলি' পদতলে
ঐ মহানীল সিন্ধু, ভেসে যেতে চাই,
পক্ষ বিস্তারিয়া ঐ দূর নীলাকাশে—
যতক্ষণ চক্ষে মম এ ক্ষুদ্র পৃথিবী
নাহি লুপ্ত হ'য়ে যায়। ছুটে যেতে চাই,
নক্ষত্রমণ্ডল হ'তে নক্ষত্রমণ্ডলে ;
জীবন হইতে মৃত্যু, মরণ হইতে

জীবনে ; আবার জন্ম হ'তে জন্মান্তরে ;
জান কিহে মহারাজ! নিয়ত আমার
জীবন, হৃদয়, প্রাণ—নিয়ত আমার—
দগ্ধ হ'য়ে যায় শ্বেতদীপ্ত বহ্নিসম
তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, নিত্য ক্ষয় হ'য়ে যাই,
জান কি, জান কি ? না, না, তুমি কি জানিবে ?

কালসেন। স্তব্ধ হও। আসি নাই শুনিতে হেথায়
তোমার প্রলাপ।

কুবেণী। তবে ?

বসুমিত্রা। কহিতে তোমায়
কর্ত্তব্য তোমার কন্যা—

কুবেণী। কর্ত্তব্য আমার!
বুঝিয়াছি পিতা। কহ কর্ত্তব্য আমার
বুঝিয়াছ যদি। আমি কিছু বুঝি নাই।

বসুমিত্রা। কুবেণী বিবাহ কর।

কুবেণী। বিবাহ! বিবাহ!!
বন্ধনের উপরে বন্ধন! সাধ করি'
যূপকাষ্ঠে গলদেশ বাড়াইয়া দিতে
অধম পশুর মত! ক্ষমা কর মাতা!
বদ্ধ আছি কারাগারে, তদুপরি বেড়ি
দিও না চরণে বাঁধি' দিও না জননি!

কালসেন। কি কহিছ রাজকন্যা!

কুবেণী। তুমি বুঝিবে না।

কালসেন। শুন কন্যা! তোমারই মঙ্গল কামনায়
কহি আমি, কর পরিণয়।

কুবেণী। কি কারণ?
মহারাজ! কি করেছি আমি—
কোন্ মহা অপরাধ?

কালসেন। কর পরিণয়। করিয়াছি পাত্র স্থির।

কুবেণী। [চমকিয়া] পাত্র স্থির! কে সে পাত্র?

কালসেন। যুবরাজ।—ওকি?
হাস কেন?

কুবেণী। জয়সেনে বিবাহ করিব?
আমি রাজকন্যা। এ ত পরম কৌতুক—

কালসেন। কৌতুক কুবেণী—

কুবেণী। অতি, অতি হাস্যকর।

কালসেন। কি হেতু কুবেণী?

কুবেণী। চেয়ে দেখ মহারাজ!
আমার মুখের পানে, আর তারপর—
তোমার পুত্রের পানে। তারপর যদি
কহিতে গম্ভীর ভাবে পার মহারাজ!
'এই জয়সেনে কর বিবাহ কুবেণী'
—বিবাহ করিব—সত্য বিবাহ করিব।
—একি হাস্যকর কথা।

কালসেন। কিসে হাস্যকর ?

জয়সেন এ লঙ্কার ভাবী অধিপতি—

কুবেণী। যেইরূপ অধিপতি তুমি মহারাজ ?

বসুমিত্রা। ছি কুবেণী। কি কহিছ ? ইনি পিতা তব।

কুবেণী। কি স্বত্বে জননি ?

বসুমিত্রা। ধীরে ধীরে কথা কহ।

কুবেণী। পিতা কি পুত্রের সঙ্গে আপন কন্যার
বিবাহ প্রস্তাব করে ? ইনি পিতা মম !
এই ক্ষুদ্র জীব, এই পথের ভিক্ষুক !
পথের কর্দ্দম হ'তে তুলিয়া যাহারে
বসায়েছ তব পার্শ্বে—ইনি পিতা মম !!!
হইতে পারেন তিনি নরপতি তব
কিন্তু নয় মম পিতা—হয় না জননী।

কালসেন। আমার ক্ষমতা তুচ্ছ করিছ কুবেণী ?

কুবেণী। ইহাই প্রকৃত কথা। এক পিতা চিনি—
যাঁহার আদেশ তুলে লইতাম শিরে
ঈশ্বরের আজ্ঞা সম, যাঁর উপদেশ
কৌস্তুভ-রত্নের সম রাখিতাম হৃদে ;
স্নেহের আহ্বানে যাঁর ছুটিয়া যাইয়া
ধরিতাম পদযুগ, যাঁর অশ্রু ছিল
আমার বর্ষার রাত্রি, ছিল হাস্য যাঁর
শরতের রঞ্জিত প্রভাত, ছিল যাঁর

জ্ঞানগর্ভবাণী—সম সমুদ্র সঙ্গীত ;
তুষ্টস্বর মিষ্টতর—বসন্তের নব
পল্লবিত মৃদুতম মর্ম্মরের মত।
রূঢ় বাণী বজ্রাঘাত ; সেই পিতা চিনি—
সেই এক পিতা চিনি। তিনি স্বর্গে। আর—
অন্য পিতা চিনিনাক ; মানিব না কভু।

কালসেন। চিন, নাহি চিন বালা, করিতে হইবে—
পালন আদেশ তার।

কুবেণী। তার পূর্ব্বে রাজা
আমার গলায় দড়ি দিব।

কালসেন। অত্যুত্তম !
বসুমিত্রা ! কন্যা তব অবাধ্য, স্পর্দ্ধায়
টানিয়া আনিছে রাণী মৃত্যু আপনার।

বসুমিত্রা। ক্ষান্ত হও মহারাজ ! আমি বুঝাইব—
অবোধ কন্যায় প্রভু !

কুবেণী। মা ! আজি প্রথম
শুনিলাম এই রাজ-ভিক্ষুকের কাছে
কাতর কম্পিত এই কাকুতি তোমার।
তবে কি সত্যই তুমি দাসী এ প্রাসাদে,
আর প্রভু এই তব নূতন ভূপতি ?
—কি ! নীরব রহিলে যে ?—ওহো বুঝিয়াছি,—
বুঝিলাম কর্ত্তব্য আপন।

বসুমিত্রা। বুঝিয়াছ—
বুঝিয়াছ প্রাণাধিকা দুহিতা আমার ?

কুবেণী। থাকুক—উচ্ছ্বাসে কাজ নাই মহারাণী !
বুঝিয়াছি কর্ত্তব্য আপন। এতদিন
জানিতাম তুমি রাজ্ঞী। আজ বুঝিলাম,
গিয়াছে সে পদ তব। আজ তুমি দাসী
আপন প্রাসাদে। তবে রাজ্ঞী ব'লে ডাকি,
শুদ্ধ সৌজন্যের জন্য—শূন্য সম্বোধন।
জানিলাম কর্ত্তব্য আপন।

কালসেন। বুঝিয়াছ—
পালন করিতে হবে আদেশ আমার ?

কুবেণী। না—তা বুঝি নাই, তবে বুঝিয়াছি স্থির,
এখানে আমার স্থান নাই !

বসুমিত্রা। সেকি কন্যা !

কুবেণী। পিতৃহীনা আমি মাতা, ভাবিয়াছিলাম
মাতা আছে, তাঁর ক্রোড়ে পাইব আশ্রয়,
তাঁর বক্ষে সিক্ত মুখ লুকায়ে কাঁদিব।
ভাবিয়াছিলাম, তবু আছে একজন
আমার সংসারে, পারি কহিতে যাহারে
নিভৃতে প্রাণের কথা। দেখিলাম নাই,
কেহ নাই সংসারে আমার। পিতা নাই—

ছিল মাতা, তাও নাই। জানো কি জননী—
জানো কি? না, তুমি কি জানিবে? এত ভাল
বাসিতে না কভু, ভালবাসিতে শিখনি—
কৌমার্য্যে হারাওনি একসঙ্গে পিতা মাতা।
বিলাসে জনম তব, বিলাসে বর্দ্ধিতা,
বিলাসে বিবাহ তব, বিলাসে বিধবা,
বিলাসের আদরিণী তুমি, কি বুঝিবে এ মুহূর্ত্তে
আমার মর্ম্মের ব্যথা।

বসুমিত্রা। ক্রুদ্ধ হইও না—

কুবেণী। না, না ক্রুদ্ধ হইব না;
উদ্ধতের প্রতি ক্রোধ সম্ভবে জননী!
ক্রোধ না সম্ভবে অতি পতিতের প্রতি।
তোমার উপরে ক্রোধ—জানো কি জননী!
তোমার এ দাস্য দেখিতেছি, মন্ত্রমুগ্ধ
উচ্চফণা ফণিনীর ধূলাবলুণ্ঠিত
দেখিতেছি এই শির, আর মরিতেছি
মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া।

কালসেন। কি করিলে স্থির?
পালিবে কি পালিবে না আদেশ আমার?

কুবেণী। তোমার আদেশে মহারাজ! পদাঘাত করি।
তোমার আদেশ! ক্ষমা কর মহারাজ!
কিন্তু কেন বৃথা কর উত্তেজিত মম

শৃঙ্খলিত ক্রোধের শার্দ্দূলে। মানিব না
তোমার আদেশ কভু; যাহা ইচ্ছা কর।

কালসেন। রাখিব তোমারে বন্দী করিয়া বালিকা।

কুবেণী। আমারে করিবে বন্দী! [হাস্য] শুনিয়াছ কভু
কেহ বাঁধিয়াছে সিন্ধু-তরঙ্গ নর্ত্তনে,
কেহ করিয়াছে বন্দী দীপ্তি দামিনীর
প্রলয় মেঘের রোল—ঝঙ্কার গর্জ্জনে?
লঙ্কার রাজ্ঞীর পতি! তোমার এ আস্ফালন
তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু রহিব না আমি
আগুলিয়া ক্রোধভরে তোমার সম্পৎ—
তোমার সুখের পথ। দেখিবে না আর
কুবেণীর কৃষ্ণছায়া লঙ্কার প্রাসাদে।

বসুমিত্রা। সে কি কন্যা? কোথা যাবে?

কুবেণী। কোথায় জানি না। কিন্তু কোথা নহে জানি—
নহে আর লঙ্কার প্রাসাদে।

বসুমিত্রা। সে কি বৎসে!

কুবেণী। জননী বিদায় তবে।

বসুমিত্রা। সে কি কুবেণী; আমারে
ছাড়িয়া কোথায় যাবে অবোধ বালিকা?
গৃহে চল বালা—

কুবেণী। গৃহ, গৃহ নহে আর
যেইখানে স্নেহ নাই। জন্মভূমি নহে

জন্মভূমি—আর ; যেইখানে স্নেহ নাই,
যেইখানে স্নেহ নাই, মাতা নহে মাতা।
—জননী! বিদায় দাও।　　　[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কারাগার। কাল—মধ্যাহ্ন।
সিংহবাহু ও অনুরোধ।

সিংহবাহু। আমি কার বন্দী বল্লে ?

অনুরোধ। মহারাজ বিজয়সিংহের।

সিংহবাহু। মহারাজ বিজয়সিংহ! কোথাকার মহারাজ ?

অনুরোধ। বঙ্গদেশের মহারাজ।

সিংহবাহু। বঙ্গদেশের মহারাজ ত আমি।

অনুরোধ। আজ্ঞে—

সিংহবাহু। বল "মহারাজ!" বঙ্গদেশের মহারাজ একা আমি। ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এক ঈশ্বর—দুই ঈশ্বর নাই। আকাশে এক সূর্য্য। রাজ্যের এক রাজা। গৃহের কর্ত্তা একজন, দুজন হয় না। যতদিন জীবিত আছি, বঙ্গদেশের রাজা একা আমি।

অনুরোধ। আর বিজয়সিংহ ?

সিংহবাহু। দস্যু। যে এই সোণার বঙ্গভূমি লুঠ করে' নিয়েছে,

আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু মাণিক—এ চুরি গেলেও সেই মাণিক, মাণিকই থাকে! আমি পরাজিত হই, পদচ্যুত হই, বন্দী হই, যা'ই হই—যত দিন বেঁচে আছি, একা আমি মহারাজ। বিজয়সিংহ নয়, মনে রেখ।

অনুরোধ। বিজয়সিংহ আপনার পুত্র।

সিংহবাহু। বাপ বেঁচে থাক্‌তে মহারাজের পুত্র মহারাজ হয় না,—যুবরাজ হয়। মহারাজ আমি।

অনুরোধ। উত্তম, পদবীর বিচার কর্ত্তে এখানে আসি নাই। মহারাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন—

সিংহবাহু। বল যুবরাজ বিজয়সিংহ।

অনুরোধ। তিনি বলে' পাঠিয়েছেন—

সিংহবাহু। আগে বল যুবরাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন; নৈলে, চলে' যাও। আমি তোমার কোন কথা শুন্তে চাই না। চলে' যাও—

অনুরোধ। আজ্ঞে আমি ভৃত্য মাত্র।

সিংহবাহু। আমার কাছে কেউ নাই যে এই ব্যক্তিকে কায়দা শেখায়? মহারাজের সঙ্গে কথা কৈতে, আগে জানু পেতে মহারাজ বলে' সুরু কর্ত্তে হয়। বল মহারাজ, যুবরাজ বিজয়সিংহ নিবেদন করে' পাঠিয়েছেন যে—তারপর বলে' যাও।

অনুরোধ। উত্তম, যুবরাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন যে, তিনি একবার মহারাজের সাক্ষাৎ চান। যদি মহারাজ দয়া করে' একবার—রাজসভায় আসেন—

সিংহবাহু। রাজসভায়?

অনুরোধ। অর্থাৎ যুবরাজের কাছে আসেন।

সিংহবাহু। কে যাবে? কার কাছে? মহারাজ যাবে,—যুবরাজের কাছে?—বলগে যুবরাজকে, যে এরকম দস্তুর নাই! তার কিছু আবেদন থাকে, এখানে এসে প্রকাশ করুক।

অনুরোধ। এ কারাগার—

সিংহবাহু। আমি যেখানে থাকি সেখানেই আমার রাজত্ব। এই কারাগারই এখন আমার রাজ্য। আর এই সিন্দুক [বসিয়া] আমার সিংহাসন। এখানে বসে' আমি তার নিবেদন শুন্‌বো।

অনুরোধ। তবে মহারাজ এইখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন?

সিংহবাহু। এইখানেই।—যাও!—না—যাও, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আমি তার বক্তব্য শুন্‌বো।

অনুরোধ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান]

সিংহবাহু। এতদূর দর্প হয়েছে তার! এত দম্ভ! [ক্রুদ্ধভাবে পরিক্রমণ]

সুরমার প্রবেশ।

সিংহবাহু। কে!

সুরমা। আমি সুরমা।

সিংহবাহু। সুরমা কে?

সুরমা। আপনার কন্যা সুরমা।

সিংহবাহু। ওঃ—এখানে কি প্রয়োজন?

সুরমা। কন্যা পিতার কাছে কি বিনা প্রয়োজনে আসে না?

সিংহবাহু। তোমায় তারা বন্দী করেনি ?

সুরমা। ভাই ভগ্নীকে বন্দী কর্ব্বে !

সিংহবাহু। না! শুধু পুত্র পিতাকে বন্দী কর্ব্বে। এই মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে লেখে—না ?

সুরমা। আপনি বন্দী ?

সিংহবাহু। এই দেখ্ সুরমা। তারা আমার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছে, হাত বেঁধে দিয়েছে। [অশ্রুগদ্‌গদস্বরে] হাত বেঁধে দিয়েছে, এই দেখ্ !

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। কাঁদ্‌ছ ? মেয়ের গলা ধরে শিশুর মত কাঁদ্‌ছ মহারাজ! ছেলে বাপের উপর চোখ রাঙায় আর বাপ কাঁদে—এই আমি প্রথম দেখ্‌লাম।

সুরমা। কার কুমন্ত্রণায় এই রকম হয়েছে মা ?

রাণী। আমার ?

সুরমা। নিশ্চয়ই; দাদা আমার তেমন দাদা নয়—বাবা বলে' অজ্ঞান। তুমি বাপকে ছেলের পর করেছ, ছেলেকে বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে' তুলেছ, দুটো স্নেহার্দ্র হৃদয়কে আগুন করে' তুলেছ। ধন্য তুমি !

রাণী। মায়ের প্রতি কন্যার উপযুক্ত উক্তি বটে, উচিত আচরণ বটে! দুর্দ্দিনে সুকন্যা সান্ত্বনা দেয়, ভর্ৎসনা করে না।

সুরমা। সান্ত্বনা!—তাই দিতে এসেছিলাম, আমার সহবেদনার অশ্রুজলে পিতার হৃদয়ের ক্ষত ধুয়ে দিয়ে স্নেহের প্রলেপ দিতে এসেছিলাম,

কিন্তু বঙ্গের মহারাজের—আমার পরম স্নেহাস্পদ পিতার হাত বাঁধা দেখে আমার নিজের অশ্রু শুকিয়ে গেছে। বাবা—তোমার এ অপমান!

রাণী। এই পুত্র বল্‌তে মহারাজ চিরদিন যে অজ্ঞান! রাজ্যের ভিতরে তার দুর্দ্দান্ত উপদ্রবে রাজ্যকে অরাজক করে' তারপর—রাজ্যের বাহিরে গিয়ে সেই অরাজক রাজ্যকে ভেঙে চুরে ভাসিয়ে দিতে বসেছে। এ পুত্র না শত্রু?

সিংহবাহু। কথা কোয়োনা রাণী!

রাণী। কেন কৈব না—

সিংহবাহু। চুপ!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। চুপ সুরমা! আমার মধ্যে রক্তস্রোত টগ্‌বগ্‌ করে' ফুট্‌ছে, মাথায় আগুন ছুটেছে। আমি বিজয়ের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েছি।

রাণী। সে কৈফিয়ৎ দেবে! সে এতক্ষণ দস্যু-পরিবৃত হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে বসে' বিজয়ের অট্টহাস্য ধ্বনিতে সভাগৃহ ধ্বনিত কর্চ্ছে; সে পিতৃহত্যার মন্ত্রণা কর্চ্ছে।

সুরমা। অসম্ভব!

রাণী। [রাজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] এ সম্ভব বিবেচনা করেছিলে? তোমার পিতার হাতে রজ্জু, পায়ে শিকল—এ সম্ভব ভেবেছিলে সুরমা!

সুরমা। মা তুমি আবার কি মন্ত্রণা কর্চ্ছ? আর কি সর্ব্বনাশ কর্ব্বে?

রাণী। আমি ত সর্ব্বনাশই কর্চ্ছি! আর তোমার গুণনিধি ভাই রাজ্যের ইষ্টদেব, পুণ্যের কল্পতরু—

সিংহবাহু। চুপ্—বিজয়সিংহ আস্ছে।

অনুরোধ ও উরূবেলের সহিত বিজয়সিংহের প্রবেশ।

সুরমা। দাদা! দাদা! এ কি?

বিজয়। কি সুরমা? দাঁড়াও।—বাবা—[প্রণাম]

রাণী। উত্তম অভিনয়।

বিজয়। কে ' মহারাণী! মহারাণী মহারাজার কক্ষে কেন অনুরোধ? মহারাণীকে কক্ষান্তরে নিয়ে যাও উরূবেল!

উরূবেল। আসুন মহারাণী।

সুরমা। দাঁড়াও। দাদা! এ সব কি? তোমার দ্বারা এও কি সম্ভব?

বিজয়। কি সম্ভব নয় সুরমা? যে একটা দুঃখাচ্ছন্ন পরিবারের শনি হ'য়ে প্রবেশ করে, যে মাতৃহীন অভাগা পুত্রের কাছে থেকে তার বাপকে ছিনিয়ে নেয়, পুত্রের অন্ধকারে সেই এক দীপ, তাও নির্ব্বাণ করে', তাকে অন্ধ করে' দেয়, যে বাপকে ছেলের পর করে, তার প্রতি কি অন্যায় আচরণ হয়েছে ভগ্নী!

সুরমা। কিন্তু—

বিজয়। দাঁড়াও।—হাঁ সমুচিত আচরণ এখনও হয় নি। দেখ্বে। পরে দেখ্বে—এখনও হয় নি।

সুরমা। কিন্তু মহারাজের প্রতি?—

বিজয়। বিদ্রোহ করেছি? কেননা দেখেছি ভিক্ষা নিষ্ফল।

সুরমা। কিন্তু তাঁকে এই কারাগারে নিক্ষেপ করে' তাঁর হাতে পায়ে শিকল পরানো!—

বিজয়। [সাতিবিস্ময়ে] সে কি! [নিরীক্ষণ করিয়া] তাইত! কে বাবার হাত বেঁধে দিয়েছে—অনুরোধ?

অনুরোধ। আমি বুঝেছিলাম যুবরাজের আজ্ঞাক্রমে সে কাজ হয়েছে।

বিজয়। আমি আজ্ঞা দেবো বাবাকে বাঁধ্‌তে! অনুরোধ! এতদিনে আমায় চিন নি?

অনুরোধ। যুবরাজ এ আজ্ঞা দেন নি?

বিজয়। আমি আজ্ঞা দিয়েছিলাম, রাণীকে বাঁধ্‌তে। বাবা! কোন মহাভ্রমে এ কাজ হয়েছে। আমি নিজে এ বন্ধন খুলে দিচ্ছি। [উক্তবৎ কার্য্য] এই বেড়ী মহারাণীকে পরিয়ে দাও সুরমা!

সুরমা। সে কি দাদা?

বিজয়। তুমি বাবাকেও জানো দাদাকেও জানো। যা গোঁ তা কর্ব্বই। দাও পরিয়ে দাও।

সুরমা। এ কাজ আমাদ্বারা হবে না।

বিজয়। তবে আমাকেই এ কাজ কর্ত্তে হোলো [বন্ধন পরাইয়া দিলেন] এখানেই শাস্তির শেষ নয় মহারাণী! কাল প্রজাবর্গ সমক্ষে মহারাণীর মস্তক মুণ্ডন করে' সহরের বাহির করে' দেওয়া হবে। নিয়ে যাও মহারাণীকে।　　　　[অনুরোধ মহারাণীকে লইয়া গেল]

বিজয়। এখন, বাবা আমার নিবেদন আছে।

সিংহবাহু। বন্দী অবস্থায় আবেদন শোনা দস্তর আছে কি বিজয়-সিংহ?

বিজয়। মহারাজ বন্দী নন। মহারাজ পূর্ব্বে যেরূপ মুক্ত ছিলেন,

আজও তেমনি মুক্ত। শুদ্ধ মহারাণীর সমক্ষে যাবার অধিকা নাই।

সিংহবাহু। কার আজ্ঞায় ?

বিজয়। আমার আজ্ঞায়।

সিংহবাহু। আমার চক্ষের সম্মুখে তোমার হুকুম খাটাচ্ছ বালক! স্পর্দ্ধা বটে! যে পিতার হাত পা বাঁধ্‌তে পারে, সে কি না পারে ?

বিজয়। আমার আজ্ঞায় কি জ্ঞাতসারে এ কাজ হয় নি। আমায় বিশ্বাস করুন মহারাজ।

সিংহবাহু। হোক্ না হোক্, একই কথা!

বিজয়। আমায় মার্জ্জনা করুন।

সিংহবাহু। তারপর ?

বিজয়। আমার আবেদন শুনুন।

সিংহবাহু। বঙ্গের মহারাজ সিংহাসনে বসে' আবেদন শোনে!

বিজয়। উত্তম, তবে তাই শুন্‌বেন। বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করে' বসি নাই—রাজ্যে আমার স্পৃহা নাই। শুদ্ধ এক অধিকার চাহি। সে অধিকার থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে পাবে না। মহারাজ নিজেও নয়।

সিংহবাহু। বিজয়সিংহ, তুমি রাজদ্রোহী। তার বিচার কর্ব্ব। তারপর তোমার আবেদন শুন্‌বো।

বিজয়। উত্তম, বিজিত! মহারাজ মুক্ত ও স্বেচ্ছাগতি। প্রণাম মহারাজ! [প্রস্থান]

সিংহবাহু। সেই দর্প! সেই অভিমান! আমার পশুত্ব গলে'

[য]াচ্ছে। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে—আমার পুত্র বটে! সুরমা! কন্যা আমার!

সুরমা। বাবা! দাদা মহৎ, তাঁকে ক্ষমা করুন।

সিংহবাহু। রাগ জল হ'য়ে গেল—জল হ'য়ে গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

কালসেন ও বিরূপাক্ষ কথোপকথন করিতেছিলেন।

কালসেন। কুবেণীর কোন সন্ধান পাও নাই?

বিরূপাক্ষ। না মহারাজ।

কালসেন। খোঁজ করেছ?

বিরূপাক্ষ। করেছি। নগরে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, গ্রামে, অরণ্যে, সর্ব্বত্র খোঁজ করেছি।

কালসেন। যাও।—না, শোন! হারীতকে সপরিবারে ধরে আন।

বিরূপাক্ষ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

কালসেন। তাকে সপরিবারে শূলে দেবো। তার গচ্ছিত সম্পত্তির সন্ধান এবার দেয় কিনা দেখি। যাও ধরে নিয়ে এস।

বিরূপাক্ষ। যে আজ্ঞা।　　[প্রস্থান]

কালসেন। প্রজাদের স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব। কুলবধূদের কলঙ্কিত

কর্ব্ব । গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবো । চরম রাজত্ব কর্চ্ছি ! কে ? জয়সেন ?

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জয়সেনের প্রবেশ ।

কালসেন । জয়সেন ! এ বেশ !

জয়সেন । তাইত মহারাজ ! বদ্‌লে আসি । [গমনোদ্যত]

কালসেন । দাঁড়াও—শোন জয়সেন ! তোমার দিন দিন পাণ্ডুর মুখ, শীর্ণ তনু, অপাঙ্গে কালিমা—তোমার হয়েছে কি ?

জয়সেন । কৈ ! কি হয়েছে ?

কালসেন । খেতে পাওনা ?

জয়সেন । পাই বৈ কি ? মহারাজ ! কুবেণীর সন্ধান পেয়েছি ।

কালসেন । সে কি ! কোথায় কুবেণী ?

জয়সেন । জলধির তলে ।

কালসেন । সে কি ?

জয়সেন । দেখেছি । কাল সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়ে ছিলাম— তাকে দেখ্‌লাম ।

দূরে বসুমিত্রার প্রবেশ ।

কালসেন । সে কি !

জয়সেন । কুবেণী সিন্ধু থেকে সূর্য্যের মত উঠ্‌ল । তারপর সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে এসে আমার হাত ধর্ল, আমার পানে অনেক ক্ষণ চেয়ে রৈল । তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে জলধির জলে আবার মিলিয়ে গেল । তারপর আকাশ পানে চাইলাম । সেখানে দেখ্‌লাম, উজ্জ্বল কনক বেশে ভূষিত কুবেণী—শেষে আকাশে মিশে গেল ।

কালসেন। কি বল্‌ছ জয়সেন! প্রলাপ বোকো না।

জয়সেন। সত্য দেখ্‌লাম।

কালসেন। যাও বেশ পরিবর্ত্তন করে' এস।

জয়সেন। মহারাজ! স্পষ্ট দেখ্‌লাম।

কালসেন। যাও জয়সেন।

[জয়সেন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

কালসেন। শুন্‌লে বসুমিত্রা?

বসুমিত্রা। [অগ্রসর হইয়া আসিয়া] কুমার উদ্‌ভ্রান্ত—প্রেমে!

কালসেন। অসম্ভব।

বসুমিত্রা। অসম্ভব নয় প্রিয়তম! তুমি প্রেমের গতি বুঝ্‌বে কি—যে কখন ভালবাসে নি।

প্রেম গোস্পদের বারি
নহে মহারাজ, প্রেম গৈরিক নির্ঝর।
প্রেম নহে ক্ষণিকের প্রমোদ উল্লাস,
প্রেম নিত্য কর্ত্তব্যের তীর্থ দরশন।

কালসেন। বটে, তুমি আমায় সেই রকম ভালবাস?

বসুমিত্রা। বাসি না? বাসি। নৈলে তোমায় আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্ত্তে পার্ত্তাম না।

কালসেন। বটে!—কি দিয়েছ?

বসুমিত্রা। [উত্তেজিত ভাবে] কি দিয়েছি জানো না! প্রাণ, মন, দেহ, আত্মা, লোকলজ্জা, ধর্ম্মভয়, বিভব, সম্পৎ, স্বর্ণলঙ্কা,—সব তোমার পায়ে ঢেলে দিয়েছি। তার পর আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ কি দিয়েছ?

কালসেন। এত!

বসুমিত্রা। তার পর—এই আমার জাতির উপর—এই তুমি রাজত্ব কর্চ্ছ, তাদের পদতলে দলিত কর্চ্ছ, তাদের ঘন আর্ত্তনাদ—একটা জাতির আর্ত্তনাদ, আমি কান পেতে শুন্‌ছি, তাদের জননী আমি—সেই আর্ত্তনাদ শুন্‌ছি, শিশুর চক্ষে জননীর প্রতি সেই সজল নিষ্ফল যাচ্ঞা দেখ্‌ছি, আর কিছু কর্ত্তে পার্চ্চি না। সে দুঃখ—যে জননী, সেই বুঝে।

কালসেন। কেন আমার হাতে এ রাজ্য দিয়েছিলে রাণী?

বসুমিত্রা। কেন? কেন? কেন? তাই আমি বারবার ত জিজ্ঞাসা করি,—প্রভাতে সন্ধ্যায় আপনাকে সেই কথা জিজ্ঞাস অমনি হৃদয় থেকে একটা আত্মগ্লানির বুদ্বুদ উপর দি গলা টিপে ধরে। নিশীথে কৃষ্ণ আকাশের পানে চেয়ে জিজ্ঞা কেন? অমনি বিশ্ব জুড়ে অট্ট হাহাধ্বনি উঠে, আর বুকের মধ্যে সমুদ্র ঢেউ খেলে যায়। তুমিও জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন!!

কালসেন। এত যদি অনুতাপ হয় ত, রাজ্য ফিরে নাও, ফিরে নাও।

বসুমিত্রা। তা কি যায় মহারাজ! রমণী যা একবার দেয়,—তা কি আর ফিরে নেওয়া যায় মহারাজ! সে যা হারায় জন্মের মত হারায়।

কালসেন। সেটা হচ্ছে কি?

বসুমিত্রা। ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্ম হারিয়েছি! ধিক্, শত ধিক্ আমাকে।

কালসেন। অনুতাপ হচ্ছে?

বসুমিত্রা। প্রথম যৌবনে একাকিনী অসহায়া যুবতী বিধবা,—অঙ্গে অঙ্গে তরল যৌবন ছুটে যাচ্ছে, ঐশ্বর্য্যের মদভরে মত্ত, কামনা মদিরা

পানে জ্বালাময়, অর্দ্ধেক উন্মাদ আমি—একসঙ্গে সব হারিয়ে বসে' আছি। তারপর—

কালসেন। তারপর ?

বসুমিত্রা। এখন আর বলে' কি হবে মহারাজ! তারপর আমার এক সম্পত্তি—আমার শেষ সম্পত্তি বল্‌তে অলস জিহ্বা জড়িয়ে আসে—আমার একমাত্র সন্তান আমার মৃত পতির একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ;—শেষরত্ন, মুমূর্ষুর হরিনাম—সেই কন্যাও আমার কামের অনলে আহুতি দিয়েছি !—ওঃ [ঘাম মুছিলেন]

কালসেন। সুন্দর! নিজের পাপের এমন বিস্তৃত ব্যাখ্যান—মুখস্থ পাঠের মত এমন আবৃত্তি পূর্ব্বে কখন শুনি নি।

বসুমিত্রা। সব গেছে। সব নাও। শুধু মহারাজ। আমার কন্যা ফিরে দাও। এক কন্যা নিয়ে বৈধব্য সমুদ্রে ভাস্‌লাম ;—তারপর কূল পেলাম—ভুজঙ্গবেষ্টিত ক্রূর গহ্বরসঙ্কুল অরণ্য। সে কন্যাটীকে সাপে কামড়াল, ছটফট করে' সে মারা গেল, আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম।

কালসেন। অনুতাপ হচ্ছে ?

বসুমিত্রা। না, না—কি বল্‌ছি! উন্মাদিনী! যা গিয়েছে যাক্। তুমি থাক। তোমার ভুজঙ্গপিচ্ছিল গলদেশ জড়িয়ে থাকি। শূন্য চেয়ে তাও ভাল, তাও ভাল! [ক্রন্দন]

কালসেন। কাঁদ, চিরদিন কাঁদ। এ জন্মে এ রোদন আর থাম্‌বে না। তুমি কিছু শুনেছ প্রেয়সী ?

বসুমিত্রা। কিছু না। লঙ্কা সমুদ্রের জলে ডুবে যাক্, এস নাথ! আমরা প্রেমের ভরে আকাশে বিচরণ করি। যা হবার তা হবে।

কালসেন। কি বল্‌ছ প্রিয়ে?

বসুমিত্রা। ডুব্‌তে বসেছি, ডুব্‌ব, তুমিও ডুব্‌বে, আমিও ডুব্‌ব। এত জাতির রক্তের উষ্ণ ঢেউয়ে দুজনেই ডুব্‌ব। এস ডুবি। এস এই সম্পদের পর্ব্বতশিখর থেকে হাত ধরাধরি করে' নাচ্‌তে নাচ্‌তে গভীর গহ্বরে নেমে যাই। যাক্ লঙ্কা—রসাতলে যাক্।

উৎপলবর্ণের প্রবেশ।

কালসেন। কি সংবাদ পুরোহিত?

উৎপল। মহারাজ! আজ আমি পুরোহিতরূপে তোমার কাছে আসিনি।

কালসেন। তবে? কি রূপে এসেছ?

উৎপল। জাতির প্রতিভূরূপে আজ প্রজাদের দীন আবেদন জানাতে এসেছি।

কালসেন। কি আবেদন?

উৎপল। তোমার স্বেচ্ছাচার সম্বরণ কর। রাজ্যের পিতার মত রাজ্য শাসন কর। রাজ্যের আর নিজের সর্ব্বনাশ ক'র না।

কালসেন। কেন? আমি করেছি কি?

উৎপল। তুমি রাজ্যে দস্যুর অধম ব্যবহার করেছ, লঙ্কার ললনার প্রতি ব্যভিচার করেছ, শিশুপূর্ণ তরণী নিমজ্জিত করে' মজা দেখেছ; আর নগরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, সেই দৃশ্য দেখে হাততালি দিয়ে প্রেতের ন্যায় নৃত্য করেছ।

কালসেন। মিথ্যা কথা!

উৎপল। সাবধান মহারাজ! সময় থাক্‌তে এর প্রতিকার কর; নৈলে এর প্রতিকার ভগবান্ কর্ব্বেন।

কালসেন। কি বল্‌ছ উন্মাদ!

উৎপল। না আমি উন্মাদ নই, আমি শুধু কালের পৃষ্ঠায় নিয়তির অক্ষর প'ড়ে যাচ্ছি, তোমাদের যার বর্ণপরিচয় হয়নি সাবধান, এইটুকু বলে' যাচ্ছি, আর বেশী বল্‌বো না।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গের রাজসভাস্থান। কাল—প্রভাত।

বিজয়সিংহ সিংহবাহুর হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

বিজয়। মহারাজ! এই আপনার সিংহাসনে বসুন। আমি বঙ্গের সিংহাসন অধিকার কর্ব্বার জন্য এ যুদ্ধ করি নাই। আমি সিংহাসন চাই না। শুদ্ধ আমি আপনার হৃদয়ে নিজের সিংহাসন দাবী করি। সে সিংহাসন আমার। তা থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে পারে না—মহারাজ নিজেও না।

সিংহবাহু। তুমি দাবী কর বিজয়সিংহ—আশ্চর্য্য তোমার দম্ভ! এখনও সেই দর্পিত দৃষ্টি, স্ফীত বক্ষ, উদ্ধত শির!

বিজয়। আমি আপনারই ত পুত্র।

সিংহবাহু। আমার পুত্র বটে—

বিজয়। হাঁ আপনারই পুত্র। নৈলে, এই বাহুতে এত বল কোথা থেকে এল? অন্তরে এই দর্প, এত স্নেহ কোথা থেকে এল মহারাজ! আপনার পুত্র না হ'লে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে সে রাজ্য আপনার পদে দান করে' আপনার স্নেহভিক্ষা করি?

সিংহবাহু। দান! বিজয়সিংহ! আমি সিংহাসন এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ কর্চ্ছি। পারি, ত এই বাহুবলে উদ্ধার কর্ব্ব। নহিলে বনে যাব। পুত্রের দান!

বিজয়। পুত্রের অর্ঘ্য। মহারাজ! সিংহাসনে বসুন।

সিংহবাহু। কদাপি না।

বিজয়। মিনতি করি [করযোড়ে]।

সিংহবাহু। পুত্রের দান শিরে বহন কর্ব্বে সিংহবাহু?

বিজয়। পুত্রের অর্ঘ্য কোন পিতা চরণে ঠেলে না।

সিংহবাহু। তার পূর্ব্বে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। দান!

বিজয়। পুত্রের দান কি তুচ্ছ মহারাজ! পিতা যে পুত্রের জন্মদান করে, আশৈশব অন্নবস্ত্র দান করে, স্নেহদান করে, পুত্রের শিক্ষাদান করে, সে সব কি পুত্র ভিক্ষাদান স্বরূপ গ্রহণ করে মহারাজ! সে সকল কি তার প্রাপ্য নয়? আবার বৃদ্ধ মরণোন্মুখ পিতাকে যখন পুত্র আহার, আশ্রয়, শক্তি, ভক্তি দান করে—সেই বা কি ভিক্ষা দান? এ প্রকৃতির সাম্যতাজন্য পরিশোধ। মহারাজ এ পুত্রের দান—দেবতা যেমন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে—তদ্রূপ আপনিও গ্রহণ করুন। সিংহাসনে বসুন।

সিংহবাহু। তার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার আজ্ঞা রাজার আজ্ঞা বলে' গ্রহণ কর্ব্বে।

বিজয়। নিশ্চয়। চিরদিন যা মাথায় করে' বহন করেছি, হৃদয়ে ধারণ করেছি, আজ তা পেশীর বল হয়েছে বলে'—রক্তের তেজ হয়েছে বলে' কি ছুড়ে ফেলে দেব? দিতে পারি! বিজয়সিংহ চিরদিনই আপনার প্রজা, চিরদিনই আপনার পুত্র, চিরদিনই আপনার ভৃত্য।

সিংহবাহু। তবে শোন বিজয়সিংহ! তোমার বিপক্ষে যে গুরুতর অভিযোগ তার কৈফিয়ৎ চাই।

বিজয়। কিসের কৈফিয়ৎ মহারাজ!

সিংহবাহু। তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে কারাগার ভেঙে পালিয়েছ। তার পর, এ রাজ্যের প্রজা হ'য়ে এই রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে কলিঙ্গের পঙ্গপাল নিয়ে বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ করেছ। এ গুরুতর অপরাধ। এর উত্তর চাই।

বিজয়। এর কৈফিয়ৎ দিব। কিন্তু তার পূর্ব্বে পুত্র একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ ভিক্ষা করে।

সিংহবাহু। তার অর্থ?

বিজয়। তার অর্থ এই যে, এই মন্ত্রী, এই ভৃত্যদের, এই পারিষদবর্গদের বিদায় দিন। এই ঘরে একবার নিভৃতে পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ হোক্। করযোড়ে মহারাজ বলে' ডাক্‌বার পূর্ব্বে একবার তোমার গলাটি জড়িয়ে গালের উপর গাল রেখে একবার 'বাবা' বলে' ডাকি। আপনার প্রাণে আমার রাজা, আমার অধিকার আমি বুঝে নেই, ঐ প্রসারিত বক্ষে একবার প্রাণের উচ্ছ্বাসে, আবেগে মুখ লুকিয়ে কাঁদি, তার পর কৈফিয়ৎ দিব।

সিংহবাহু। ভণ্ড তপস্বী—

বিজয়। না আমি ভণ্ড নই। আমি উদ্ধত হ'তে পারি, মূঢ় হ'তে পারি, নরহন্তা হ'তে পারি। শুধু আমি ভণ্ড নই। রাজা! আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

সিংহবাহু। তার প্রমাণ যথেষ্ট দিয়েছ। এখন কৈফিয়ৎ দাও, রাজদ্রোহ গুরুতর অপরাধ।

বিজয়। এ গুরুতর অপরাধ স্বীকার করি।

সিংহবাহু। তার উত্তর?

বিজয়। মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করি।

সিংহবাহু। ক্ষমা! রাজার বিচারে ক্ষমা নাই।

বিজয়। তবে কার বিচারে ক্ষমা আছে মহারাজ! অশক্তের ক্ষমার মূল্য কি? যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে না, সে ক্ষমা করুক বা না করুক, সংসারের কি যায় আসে? যে শাস্তি দিতে পারে, যে আততায়ীর পদাঘাতের ঋণ সেই আততায়ীর রক্ত দিয়ে ধৌত করে' দিতে পারে, সে যদি সেই পদাঘাত ক্ষমা করে, সেইখানেই ক্ষমার প্রয়োজন—সেইখানেই ক্ষমার মাহাত্ম্য। মহারাজ! যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তপদে কারাগারে ছিলেন; তখন আমি মহারাজের ক্ষমা চাই নাই। মহারাজ এখন আবার বাঙ্গলার সিংহাসনে, এখন ইচ্ছা কর্লে, আমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিতে পারেন। এখনই ত মহারাজের ক্ষমার সময়, ক্ষমার ক্ষমতা।

সকলে। সাধু বিজয়সিংহ।

সিংহবাহু। বিজয়সিংহ! আমি ক্ষমা জানি না। আমি পূর্ব্বেই

তোমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম। সে দণ্ড প্রত্যাহার কর্লাম। কিন্তু আমি তোমায় দেশ থেকে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম।

বিজয়। দণ্ড মাথা পেতে নিচ্ছি পিতা! আর মহারাজের রাজ্যে বিজয়সিংহের নাম কেউ শুন্তে পাবে না। আমি যাচ্ছি, আপনায় ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, জন্মের মত যাচ্ছি—তবে তার আগে একবার আমায় তেমনি করে' বক্ষে টেনে নিন, যেমন আগে নিতেন, আমায় স্নেহ-গদ্‌গদস্বরে তেমনি করে', বিজয় বলে' ডাকুন, যেমন আগে ডাক্‌তেন—একবার, একবার—বাবা—

সিংহবাহু। দূর হও ভণ্ড।

বিজয়। বাবা [পদধারণ]।

সিংহবাহু। আমি তোমায় বিষচক্ষে দেখি, দূর হও।

[পদাঘাত ও প্রস্থান]

বিজয়। এতদূর! শেষে মহারাণী তোমারই জয়! আমারই পরাজয়, উঃ কি পরাজয়! পিতার স্নেহভিক্ষা করে'—তারপর পদাঘাত! আমার অগাধ স্নেহের এই প্রতিদান—জগদীশ! এ হৃদয়ে এত স্নেহ দিয়েছিলে কেন? পিতার পদাঘাত! পিতার পদাঘাত!! উঃ—সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে, মাথা ঘুর্চ্ছে—কি পরাজয়!—কি পরাজয়! উঃ—ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও। একি! মাথা ঘুর্চ্ছে। একি! [মূর্চ্ছিত]

উরুবেল। যুবরাজ! যুবরাজ! হো অনুরোধ। জল নিয়ে এসো। যুবরাজ মূর্চ্ছিত। জল নিয়ে এসো—শীঘ্র।

[অনুরোধের প্রস্থান]

বিজিত। যুবরাজ!

জল লইয়া অনুরোধের প্রবেশ।

বিজিত। [মুখে জল দিয়া] যুবরাজ !

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। কৈ—আমার বিজয় কৈ ?

বিজিত। মূর্চ্ছিত।

ভৈরব। মূর্চ্ছা গিয়েছে ? বিজয়—দাদা।

বিজয়। বাবা ! বাবা ! [চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ] বাবা কৈ ?

ভৈরব। বাবা ! কোথায় তোর বাবা ? তোর দাদা আছে, বাপ নাই ! তুই আমার দাদা, আমি তোর দাদা ; সংসারে বাবা কেউ নেই।

বিজয়। [উঠিয়া] ভৈরব ! ভৈরব ! কেন এসে আবার দাদা বলে' ডাক্‌লে ? আমার হেন সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বাবা যেন স্নেহে গলে' গিয়ে আমায় বাবা বলে' ডাক্‌ছেন, আর স্বর্গে যেন বীণা বেজে উঠ্‌লো, মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গের আলোক ছেয়ে গেল ! তারপর, তারপর—

বিজিত। বিজয় !

ভৈরব। ভাই তুই বীর ! এত অধীর হওয়া কি তোর সাজে ?

বিজয়। না ভৈরব ! তবে দেশ ছেড়ে যাই। স্বদেশ আমার ! প্রিয় জন্মভূমি ! এখন একা তুমিই আমার মা। তোমাকেও ছেড়ে যেতে হ'ল !—তবে বিদায় দাও মা। বৃথাই তোমার দুরন্ত ছেলেকে তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার ফলমূল, তোমার মিষ্টরস দিয়ে মানুষ করে' তুলেছিলে। কিছু কর্ত্তে পার্‌লাম না। আজ আমি পিতৃমাতৃহীন, গৃহহীন, লক্ষ্যহীন যুবক। আমার কেউ নেই। বিদায় দাও মা !

ভৈরব। দেশ ছেড়ে যাবে কেন বিজয় ? বহির্দ্বারে পঞ্চসহস্র

তরবারি তোমার এক ইঙ্গিতের অপেক্ষা কর্চ্ছে। বল—আজ্ঞা দাও, এই রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে, ভূমিসাৎ করে' দিয়ে চলে' যাই। তার উন্মাদ রাজাকে বন্দী করে' রেখে দেই। তুমি আবার নূতন রাজা স্থাপন কর। দেশ ছেড়ে যাবে কেন বিজয়?

বিজয়। না ভৈরব! পিতা সাক্ষাৎ দেবতা।

বিজিত। এই পিতা?

বিজয়। সন্তান পিতা বেছে নিতে পারে না বিজিত! চল বিজিত রাজ্য ছেড়ে যাই।

ভৈরব। রাজ্য ছেড়ে যেতে যাবি কেন রে বিজয়! আয় আমার কুড়ে ঘরে রেখে দেবো—কেউ টের পাবে না। আমার বুকের মধ্যে রেখে দেবো—কেউ টের পাবে না।

বিজয়। না ভৈরব! পিতা সাক্ষাৎ দেবতা। আমি দেশ ছেড়ে যাবো। বন্ধুগণ! বিদায় দাও।

বিজিত। বিদায় দিব? না বিজয়! তোমাকে বিদায় দেব না! তুমি এখানে থাকতে না চাও, আমি তোমায় ছাড়্‌ব না। তুমি যেখানে যাবে, আমি সঙ্গে যাবো।

বিরূপাক্ষ। আমরা তোমায় ছাড়্‌বনা।

বিশালাক্ষ। আমরা কেউ তোমাকে ছাড়্‌ব না।

বিজয়। আমার সঙ্গে যাবে!

বিশালাক্ষ। যাব ভাই।

বিজয়। আমি কোথায় চলেছি জানো?

বিরূপাক্ষ। যেখানে হয়, কিছু যায় আসে না।

বিজয়। আমি যেখানে চলেছি, সেখানে মানুষ নাই, আনন্দ নাই, মৃত্যুভয় নাই। যেখানে কেউ হাসে না, কাঁদে না, ভালবাসে না। ওঃ—সংসারে কি বিশাল ভ্রম! কি ভয়ানক শক্তির অপচয়! মানুষ! কাকে বিশ্বাস কর্ব্ব—যখন বাপ ছেলেকে পদাঘাত করে—সে ছেলে, যে সেই বাপের স্নেহের জন্য পাগল। সংসারে সব চৌর। সব পর্ব্বতের মত স্বার্থমগ্ন, সমুদ্রের মত স্বেচ্ছাচারী, আকাশের মত উদাসীন, ঈশ্বরের মত কঠিন। ন্যায়, মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস কিছু নাই। তবে চল সবাই, সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দেই।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গরাজপ্রাসাদ।

সুরমা ও লীলা।

সুরমা। শুনেছ বোন্?

লীলা। শুনেছি।

সুরমা। স্বদেশ থেকে চিরনির্ব্বাসন! এত বড় দণ্ড!—

লীলা। তার আর অন্যায় কি হয়েছে? তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন, মহারাজ বিদ্রোহীর দণ্ড দিয়েছেন। অন্যায় কিছু হয় নি।

সুরমা। সে কি বলিস্ লীলা!—এত স্নেহের বিনিময়ে—

লীলা। রাজার বিচারে স্নেহের স্থান নাই। পাত্রাপাত্রের ভেদ নাই। এই ত বিচার।

সুরমা। সে কি! তুই খুব সন্তুষ্ট হয়েছিস্?

লীলা। অত্যন্ত। এমন কি, এ সময়ে যুবরাজের স্ত্রীর যদি নাচা প্রথা থাকৃত, ত হয় ত আমি নাচ্তাম।

সুরমা। তুই যে বলেছিলি যে,—তুই কাছে থাকৃতে কেউ তার কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না।

লীলা। তা বলেছিলামই ত।

সুরমা। কিন্তু এ নির্ব্বাসন দণ্ড থেকে ত তাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্লি নে?

লীলা। না, তা পার্লাম না। কিন্তু—আমি কিন্তু বলিনি—কেউ তাঁহাকে নির্ব্বাসন কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমি বলিছিলাম যে, কেউ তাঁকে রে রাখ্তে পার্ব্বে না। তা কেউ পার্ল?

সুরমা। তুই যেন দেখাচ্ছিস্ যে, এই নির্ব্বাসন দণ্ডে তুই খুব সী।

লীলা। খুসীই ত—

সুরমা। এ নির্ব্বাসন দণ্ড ভাল হয়েছে?

লীলা। মন্দ কি!—

সুরমা। তোকে আমি বুঝ্লোম না।

লীলা। কাল বুঝ্বে। [প্রস্থান]

সুরমা। কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি!

সুমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র। দিদি! দাদা কোথায়?

সুরমা। দাদা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুমিত্র। কোথায় ?

সুরমা। জানি না। সুমিত্র! কাল থেকে দাদাকে দেখ্‌তে পাবিনে, দাদা জন্মের মত দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুমিত্র। আমিও সঙ্গে যাবো!

সুরমা। অবোধ বালক! কিছু জানে না, যে তাকে এ রাজ্যের রাজা কর্ব্বার জন্যই এই মন্ত্রণা।

সুমিত্র। আমি এ রাজ্যের রাজা হব না, যদি দাদা দেশ হ'তে যায় আমি মাকে গিয়ে বল্‌ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

সুরমা। তোর মা সেই কথা শুন্‌লেন আর কি!

সুমিত্র। শুন্তে হবে। স্পষ্ট কথা বলি শোন দিদি! আমি মায়ের চেয়ে দাদাকে ভালবাসি।

সুরমা। ঐ যে বাবা আর বিমাতা আস্‌ছেন! কি মন্ত্রণা কচ্ছেন শুনি।

সিংহবাহু ও রাণীর প্রবেশ।

সিংহবাহু। পূর্ব্বেই জান্তাম!

রাণী। বিদ্রোহ কর্ত্তে পারে।

সিংহবাহু। তা পারে। অর্দ্ধেক প্রজা ত ক্ষেপেছে।

রাণী। বিদ্রোহ কর্ব্বে বলে' বোধ হয় ?

সিংহবাহু। বোধ কিছু হয় না রাণী!—কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, চোখ রাঙ্গানিতে আমি ভয় পাই না। তবে—

রাণী। তবে ?

সিংহবাহু। না—সে কথা যাক্। যখন দণ্ড দিয়েছি—দিয়েছি ; হবার হবে।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। প্রণাম হই মহারাজ !

সিংহবাহু। কে ? বিজয়।

বিজয়। [অগ্রসর হইয়া] হাঁ বাবা, আমি।

সিংহবাহু। কবে যাচ্ছ ?

বিজয়। এই দণ্ডেই। তরণী প্রস্তুত। [প্রস্থানোদ্যত]

সুমিত্র। আমি তোমায় যেতে দেব না দাদা ! [পথ আগলাইলেন। বিজয় চলিয়া গেলেন]

সুরমা। বাবা ! আপনি কি করেছেন ?

সিংহবাহু। কি করেছি ?

সুরমা। এই নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করুন।

সিংহবাহু। প্রত্যাহার কর্ব্ব ?

সুমিত্র। দাদাকে ফিরিয়ে আনো বাবা ! নৈলে—

সুরমা। এখনও দাদা দেশে আছেন। কাল সন্ধ্যায় আর তাঁকে খুঁজে পাবেন না। মাথা খুঁড়্‌লেও পাবেন না,—এখনও সময় আছে। দণ্ড প্রত্যাহার করুন।

সিংহবাহু। এখনও সময় আছে !

রাণী। কি বল্‌ছ সুরমা ? এ বিচার ; পিতা পুত্রের কলহ নয়। এখান থেকে চলে' যাও।

সুরমা। কাল তাকে মাথা খুঁড়্‌লেও আর পাবেন না। দাদা বড় অভিমানী। আর সে ফিরে আস্‌বে না। চিরজীবন কাঁদ্‌তে হবে। চিরজীবন অনুতাপ কর্ত্তে হবে। চিরজীবন—

রাণী। চলে' যাও বালিকা!

সুরমা। মা! রাজ্য নাও—প্রাসাদ নাও—স্বর্গ নাও। দাদাকে ফিরিয়ে দাও। তিনি রাজ্য চান না।

রাণী। উদ্ধত বালিকা! চলে' যাও এখান থেকে।

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। [ধীরে] যাও।—এদিকে এস।

[সুমিত্রের হাত ধরিয়া ধীরে প্রস্থান।

রাণী তাহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।]

সুরমা। [জানু পাতিয়া] পরমেশ্বর! দয়াময়! দাদাকে ফিরিয়ে দাও। দাদাকে ফিরিয়ে দাও।

বালকবেশিনী লীলার প্রবেশ।

লীলা। দেখ দেখি কেমন দেখাচ্ছে দিদি!

সুরমা। এ আবার—কি!

লীলা। দেখাচ্ছে কেমন?

সুরমা। লীলা! একি তোর ছেলেমানষি কর্ব্বার সময়?

লীলা। এস দিদি কথা আছে।

———

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—বিজয়সিংহের শিবির। কাল—প্রভাত।

বিজিত, উরুবেল ও অনুরোধ।

বিজিত। মহারাজ বিজয়কে দেশে থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

উরুবেল। হাঁ, যুবরাজ।

বিজিত। মাথা খারাপ!—এ পরিবারের সব পাগল।

অনুরোধ। কুমার মহারাজের পায়ে ধরে' মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছিলেন।

বিজিত। বিজয়?

অনুরোধ। হাঁ, যুবরাজ।

বিজিত। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!—এত গর্ব্বী, এত অভিমানী পুত্র—

অনুরোধ। কুমারের সেই অশ্রুগদ্গদ প্রার্থনায় সভায় একজনও ছিল না যে কাঁদেনি!

বিজিত। বিজয় এখন কি কর্ব্বে?

উরুবেল। তিনি দেশ ছেড়ে চলে' যাবেন।

বিজিত। কোথায়?

উরুবেল। জানি না।

বিজিত। কবে?

উরুবেল। আজই।

বিজিত। মাথা খারাপ।

অনুরোধ। প্রজারা কিন্তু তাঁকে যেতে দিতে চায় না।

বিজিত। তারা কি বলে ?

অনুরোধ। বলে—"বিদ্রোহ কর্ব্ব", তারা বল্‌ছে "বঙ্গের মহারাজ সিংহবাহু নয়। বঙ্গের মহারাজ কুমার বিজয়সিংহ।"

বিজিত। তাতে বিজয় কিছু বল্‌ছে ?

অনুরোধ। কুমার তাদের বোঝাচ্ছেন।

বিজিত। মাথা খারাপ।

অনুরোধ। ঐ যে কুমার আস্‌ছেন।

বিজিত। তাইত! তারই ত গলা।

অনুরোধ। সঙ্গে প্রজাবর্গ। কুমার তাদের বোঝাচ্ছেন।

বিজিত। এই যে বিজয়!

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। এই যে বিজিত!

বিজিত। তুমি নাকি দেশ ছেড়ে যাচ্ছ বিজয়!

বিজয়। হাঁ, বিজিত।

বিজিত। তুমি ক্ষেপেছ ?

বিজয়। কেন বিজিত ? মহারাজ আমাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। দেশে থাক্‌বার আর আমার অধিকার কি ?

বিজিত। মহারাজ যখন তাঁর ভার্য্যার অধীন, তখন মহারাজ আর মহারাজ নহেন।

বিজয়। তার উপরে তিনি পিতা।

বিজিত। যে পিতা এমন স্নেহময় পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন!

বিজয়। পিতা চিরদিনই পিতা।

বালকবেশিনী লীলার প্রবেশ।

বিজিত। এ কে আবার ?

বালক। আমি একজন পিতৃমাতৃহীন বালক।

বিজয়। এখানে কি চাও ?

বালক। আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন ?

বিজয়। তুমি চাকরি কর্ব্বে ?

বালক। তা ছাড়া ত আর কোন উপায় দেখ্ছি না। তবে চাকরিই করি।

বিজয়। কার ?

বালক। এই ধরুন যে আপনার—

বিজয়। আমি কে বল দেখি ?

বালক। মানুষ। তার চেয়ে বেশী চাইনে। তার চেয়েও কম হ'লে, তোমার চাকরি কর্ত্তাম না। আপনি—আপনি ত মানুষ ?

বিজয়। না—আমি নিতান্ত হতভাগ্য।

বালক। আমিও তাই। তা হ'লে আপনার কাছেই ঠিক পোষাবে।

বিজয়। তুমি এই বয়সে চাকরি খুঁজ্তে বেরিয়েছ ?

বালক। আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন।

বিজয়। তুমি কি জানো ?

বালক। আমি এমন একটা বিদ্যা জানি, যাতে আপনি খুসী না হ'য়ে থাক্তে পার্ব্বেন না।—একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র।

বিজিত। বটে ! সে কি বিদ্যা ?

বালক। খোসামোদ।

বিজিত। খোসামোদ কর্ত্তে পারো?

বালক। খুব।

বিজিত। কি রকম! একটা নমুনা দেখাও দেখি বালক?

বালক। দেখ্‌বেন? আচ্ছা, ধরুন প্রথমতঃ আপনি ত খুব বিশ্রী দেখ্‌তে—

বিজিত। খুব বিশ্রী!

বালক। অত্যন্ত।

বিজিত। কে বল্লে?

বালক। সকলেই বল্‌বে।

বিজিত। এই রকম করে' বুঝি তুমি খোসামোদ কর্ব্বে!

বালক। আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। আপনি ত বেশ লোক মহাশয়! ভদ্রতা জানেন না?

বিজিত। বেশ খোসামোদ কচ্ছ ত বালক!

বালক। খোসামোদ আমি খুব কর্ত্তে পারি। আপনি কবিতা লেখেন?

বিজিত। লিখি।

বালক। সেগুলো কিছুই হয় না।

বিজিত। কেমন করে' জান্‌লে?

বালক। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঐ চেহারায় কখন কবিতা হয়?

বিজিত। এ চেহারায় বুঝি কবিতা লেখা চলে না?

বালক। আচ্ছা, আপনি যখন যুদ্ধ করেন, তখন তরোয়ালের কোন্ দিকটা ধরেন?

বিজিত। দামাটটা।

বালক। কোন বিশেষত্ব নেই। প্রতিভার কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিজিত। কেন?

বালক। তলোয়ারের দামাট ত সকলেই ধরে। আপনি যখন লেখেন, তখন কলমের কোন্ দিক্ দিয়া লেখেন?

বিজিত। আগা দিয়ে।

বালক। যে দিকটা কালিতে ডোবান?

বিজিত। হাঁ

বালক। কোন বিশেষত্ব নেই। আপনি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি। এই দেখুন আপনার কোনই গুণ নেই ত। এখন খোসামোদের জোরে আপনাকে কি করে' তুল্‌তে পারি দেখুন। প্রথমতঃ, যদি বলি যে আপনি দেখ্‌তে চমৎকার! আপনি কিছুতে বিশ্বাসই কর্ব্বেন না। টক্ করে' একটা উদ্দেশ্য ধরে' ফেল্‌বেন। আমি কি রকম করে' আরম্ভ কর্ব্ব জানেন?

বিজিত। কি রকম করে'?

বালক। প্রথমতঃ, ক্রমাগত আপনার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃতে হবে। আপনি আমার দিকে চাইলেই চোখ নামাতে হবে। তারপর, আর একজনকে দিয়ে আপনার কাছে বলাতে হবে যে, আমি বল্‌ছিলাম যে আপনি দেখ্‌তে নবকার্ত্তিকটি। এ রকম উত্তরসাধক যত জোটাতে পারি—ততই আমার জয়।

বিজিত। ওরা কারা আসে?

বিজয়। আবার! মেলা লোক।

প্রজাবর্গের প্রবেশ।

বিজিত। এরা কারা বিজয়?

বিজয়। রাজ্যের প্রজা।

১ম প্রজা। আমরা তোমায় ছাড়্‌ছিনে, তুমি যাই বল।

২য় প্রজা। আমাদের ছেড়ে তুই যাবি কোথায় রাজা!

৩য় প্রজা। তুই এখানে থাক্। দেখি কার বাবার সাধ্যি যে, তোকে দেশ থেকে তাড়ায়।

বিজয়। প্রজাগণ।

৪র্থ প্রজা। আমরা ছেড়ে দেবো না।

৫ম প্রজা। যাবি কোথা?

২য় প্রজা। আমরা তোকে রাজা কর্ব্ব।

১ম প্রজা। তুমিই বঙ্গের মহারাজ। আমরা অন্য রাজা মানি না।

বিজয়। ভাই সব! পিতার আজ্ঞা—

৩য় প্রজা। আমরা জানিনে।

৪র্থ প্রজা। আমরা তোকে যেতে দেবো না। সোজা কথা।

বিজয়। এ রাজার আজ্ঞা—

৫ম প্রজা। তুইই আমাদের রাজা। আমরা অন্য রাজা মানি না—

সকলে। জয় মহারাজ বিজয়সিংহের জয়—

বিজয়। বন্ধুগণ! আমার কথা শোন—তারপর তোমাদের যা ইচ্ছা তাই ক'র।

৫ম প্রজা। আচ্ছা, শোন শোন!

বিজয়। ভাই সব। ভগবান রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন। পুরু পিতার জরা নিজে যেচে নিয়েছিলেন। পিতার আজ্ঞা—সে ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, পিতার আজ্ঞার বিচার কর্ব্বার অধিকার পুত্রের নাই। পুত্র পিতার আজ্ঞা ঘাড় পেতে নেবে। এই সংসারের নিয়ম। পুত্র পিতার উপর যে দিন বিচার কর্ত্তে বস্‌বে—সেদিন সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠ্‌বে, সংসার উল্টে যাবে, মানুষ আবার পশুত্বের দিকে অগ্রসর হবে ; গৃহে অশান্তি, রাজ্যে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খল অহঙ্কারে সংসার ছেয়ে যাবে। পিতা পরম গুরু। যিনি আমাদের এই সুন্দর সংসারে এনেছেন, যাঁর জন্য ঐ নীল আকাশ, ঐ প্রভাতের অরুণচ্ছটা, মানুষের স্বর্গীয় মুখমণ্ডল দেখ্‌তে পাচ্ছি, যাঁর প্রসাদে মায়ের মধুর স্নেহ অনুভব করি ; যিনি শৈশবে পালক, যৌবনে শিক্ষক, দুঃখে বন্ধু, পীড়ায় বৈদ্য, বিপদে সহায়, দৈন্যে আশ্রয় ; বার্দ্ধক্যে যাঁর স্নেহমুখচ্ছবি আর দেখ্‌তে পাই না, যতদিন আছেন,—তিনি ভ্রান্ত হৌন, মত্ত হৌন, ততদিন—তিনি পরম গুরু, তাঁর আজ্ঞা—ঈশ্বরের আজ্ঞা। পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব। তা কর্ত্তে যদি চক্ষে জল আসে, কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবো—যদি বুক শতখান হ'য়ে ভেঙ্গে যায়—যাক্। পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা কর্ব্ব না,—পাপ হবে। তোমরা আমায় পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে বোলো না, তোমাদেরও পাপ হবে।

১ম প্রজা। ঠিক বলেছেন যুবরাজ! পাপ হবে, পাপ হবে।

২য় প্রজা। তবে আমরা তোমার সঙ্গে দেশ ছেড়ে যাবো—

বিজয়। সে কি!

৩য় প্রজা। আমরা তোমায় ছাড়্‌বো না।

বিজয়। তোমরা কোথায় যাবে?

৪র্থ প্রজা। যেখানে তুমি যাবে রাজা!

বিজয়। আমি রাজা নই।

৪র্থ প্রজা। আমরা অন্য রাজা মানি না। এখানে না হোক, চল, অন্য কোন থানে চল, সেখানে নূতন রাজ্য তৈরি কর্ব্ব, তোকে সেখানকার রাজা কর্ব্ব।

বিজয়। কিন্তু—

৫ম প্রজা। আমরা শুন্‌বো না। কোন কথা শুন্‌বো না। আমরাও তোর সঙ্গে যাবো রাজা!

বিজয়। বিজিত! তুমি এদের বোঝাও।

বিজিত। আমার মনে হচ্ছে, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো!

বিজয়। সে কি!

অনুরোধ ও উরুবেল। আমরাও যাবো!

বিজয়। তোমরা কি বল্‌ছ সব!

বালক। এদের কথা শুন্‌বেন না, যুবরাজ। এরা ষড়যন্ত্র করেছে।

প্রজাবর্গ। আমরা—তোমায় ছাড়্‌বো না। আমরা সঙ্গে যাবো—

বালক। কিন্তু তোমাদের স্ত্রীরা যদি ঐ বায়না ধরে, যে আমরা তোমাদের ছাড়্‌বো না। তা হ'লে?

বিজয়। স্ত্রীপুত্র ছেড়ে কোথায় যাবে?

বালক। হাঁ, যুবরাজ যেন স্ত্রীর কোন ধার ধারেন না, কিন্তু তোমরা ত স্ত্রীর ধার ধারো।

১ম প্রজা। তারাও সঙ্গে যাবে!

২য় প্রজা। আমরা সপরিবারে যাবো।

বালক। এ ভাল কথা। তবে যুবরাজ আর আপত্তি কল্লে চল্‌ছে না।

বিজয়। তবে তাই চল। কিন্তু—

বালক। আর এতে কিন্তু নেই—

বিজিত। রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজ্যের যুবরাজকে এত ভালবাসে, এ কখন দেখিনি, শুনিনি! বিজয় তুমি সত্যই মহারাজ; তুমি মানুষের হৃদয়রাজ্যের রাজা। এত বড় রাজ্য কার আছে?

বালক। তবে এসো ভাই সব—সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দেই!

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—শূন্য সমুদ্রতীর।

সিংহবাহু। ঐ জাহাজ যাচ্ছে—বিজয়! বিজয়! ফিরে আয় বাবা,—ফিরে আয়।

সুমিত্র। দাদা! দাদা!

[জাহাজ অদৃশ্য হইল।]
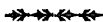
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—সমুদ্রবক্ষে তরণী। কাল—প্রত্যুষ।

তরণীর সম্মুখে কুবেণী একাকিনী।

কুবেণী। আন্দোলিত বারিধির দিগন্তবিতত
অগাধ ভীষণ এই লবণাম্বুরাশি ;—
প্রকৃতির কি প্রকাণ্ড অপচয়! তবু—

নাবিকের প্রবেশ।

কুবেণী। আমরা কি কুমারিকা অন্তরীপ ছাড়িয়ে এলাম নাবিক ?

নাবিক। বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

কুবেণী। কি বোধ হয় ?

নাবিক। ছাড়িয়ে আস্‌বার ত কথা নয়। সেতুবন্ধ ধ'রে ক্রমাগত উত্তরমুখে চ'লে এসেছি। কুমারিকা ছাড়িয়ে আস্‌বার ত কথা নয়।

কুবেণী। তবে এতদিনে কূল পাচ্ছিনা কেন ?

নাবিক। বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে—এ দিকে খাবার আর জল ফুরিয়ে এল।

কুবেণী। তাইত। আচ্ছা ও পারে যারা আছে, তারা যক্ষ না রাক্ষস ?

নাবিক। না, তারা মানুষ।

কুবেণী। মানুষ? মানুষ কি রকম দেখ্‌তে নাবিক?

নাবিক। আমাদেরই মত মা! তবে চেহারার কিছু প্রভেদ আছে।

কুবেণী। আমি সেই মানুষ দেখ্‌ব। নাবিক কূলে চল।

নাবিক। তাইত বরাবরই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কূল পাচ্ছিনে যে!

কুবেণী। মেঘ ক'রে আস্‌ছে।

নাবিক। হ্যাঁ, ঝড় উঠ্‌বে বোধ হয়—দেখি।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান]

কুবেণী। বাতাস উঠেছে। কাল মেঘের ছায়া সমুদ্রের বুকের উপর এসে পড়েছে। কি বিরাট্! কি ভীম! কি সুন্দর! উঃ! ঢেউ উঠ্‌ছে দেখ। যেন এক একটা ছোট পাহাড়! আবার নেমে যাচ্ছে। কি ভীম তাণ্ডব নৃত্য! কে আছ গো ওপারে? ঐ মাঝিরা গাইছে। সঙ্গে আমিও গাই—

গীত।

কে আছ ওপারে গো, কে আছ দাও না সাড়া।
অকূল এ সিন্ধু মাঝে আমি যে দিশেহারা॥
উঠিছে চারিদিকে সমুদ্র ঝঞ্ঝনা,
গভীর প্রশ্বাসি' প্রসারি' কোটি ফণা
জ্বলিছে বিদ্যুৎ—খেলিছে অনলকণা—
ধ্বনিছে অশনি—নামিছে মুষলধারা॥

বাহবা! কি গান! কি সঙ্গীত! প্রাণ নেচে উঠ্‌ছে। "কে আছ গো ওপারে"—উত্তর দাও। ওকি! মাঝিরা চীৎকার কর্চ্ছে কেন?

নাবিকের পুনরায় প্রবেশ।

কুবেণী। কি নাবিক! তোমরা চীৎকার কর্চ্ছিলে কেন?

নাবিক। তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন মা? ভয় পেয়েছ?

কুবেণী। ভয়? কিসের জন্য নাবিক! তুমি চীৎকার কর্চ্ছিলে না?

নাবিক। একি! জাহাজ ঘূর্চ্ছে কেন?

কুবেণী। ঘুর্চ্ছে কেন?

নাবিক। বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না—এ ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা! একি হ'ল মা?

কুবেণী। কি হ'ল?

নাবিক। এই সমুদ্রের মাঝখানে ঘূর্ণিতে প'ড়ে গেলাম! বুঝি বা এবার—কপালে কি আছে? কে জানে। [দ্রুত প্রস্থান]

কুবেণী। কি ভীম তরঙ্গরাশি চারিদিকে ঐ
করিছে তাণ্ডব নৃত্য, ভীষণ কল্লোল!
—যেন কোটি ফণী, কোটি ফণা বিস্তারিয়া,
বেষ্টিয়া নিশ্বাসে তারে, করিছে গর্জ্জন।

নাবিকের পুনঃ প্রবেশ।

নাবিক। মা! মা!

কুবেণী। কি নাবিক?

নাবিক। বুঝি আর রক্ষা নাই—ভগবানের নাম কর মা! যিনি এই অকূল সমুদ্রের কাণ্ডারী—তাঁকে ডাক।

কুবেণী। তাইত ডাক্‌ছিলাম।

নাবিক। কাকে?

কুবেণী। ওপারে যে আছে তাকে। তাকে ডাক্‌ছিলাম—যদি ওপার থেকে কেউ উত্তর দেয়।

নাবিক। ওপার থেকে কে উত্তর দেবে?

কুবেণী। যদি কেউ দেয়। যদি দিত, তা' হ'লে কি রকম একটা ব্যাপার হ'য়ে যেত নাবিক! এপার থেকে ওপারে ডাক্‌ছে, ওপার থেকে এপারে ডাক্‌ছে, মধ্যে প্রকাণ্ড ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে! পরস্পর শুন্তে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ এক পা এগোতে পাচ্ছে না। আর একদিন ডেকেছিলাম মনে আছে? সেদিন ডেকেছিলাম এপার থেকে—

[নেপথ্যে মাঝিদিগের চীৎকার]

নাবিক। ঐ আবার! আমি যাই। [প্রস্থান]

কুবেণী। কে আছ ওপারে গো—আজ ডাক্‌ছি সমুদ্রের মাঝখান থেকে। এই অন্ধকারে, এই গভীরে, এই অকূলে, এই বিপদে, এই বারিরাশির উদ্বমিত গর্জ্জনে, এই মৃত্যুর মত পরিত্যক্ত ভীষণ নির্জ্জনে—ডাক্‌ছি কে আছ গো ওপারে? উত্তর দাও।

নাবিক। নৌকা ডোবে মা!

কুবেণী। ডোবে যদি ডুবুক।

নাবিক। মৃত্যু সম্মুখে!

কুবেণী। বেশ! এই ত চাই! কুবেণী—এক সামান্য বালিকার মত—ঘরের মধ্যে বিছানার উপরে শুয়ে, ছোট, তুচ্ছ, সাধারণ মরণ মর্ব্বে! তার চেয়ে, এই উদার আকাশের নীচে, উদার সমুদ্রের বক্ষে, এই প্রকাণ্ড

নর্ত্তনে দুল্‌তে দুল্‌তে, এই প্রলয় সঙ্গীত শুন্‌তে শুন্‌তে, গান গাইে গাইতে মর্ব্বে। আমিও গাই—

কে আছ ওপারে গো, কে আছ দাও না সাড়া।

কেউ নেই ওপারে, নৈলে ডাক শুনে আস্‌তই।

নাবিক। ঐ দূরে আর একখানা জাহাজ বুঝি! হাঁ তাইত জাহাজই ত।

কুবেণী। তবে আমার ডাক শুন্‌তে পেয়েছে। ঐ আস্‌ছে। আমার বর আস্‌ছে—আমায় নিতে। নিশ্চয় আমার বর—গলায় মাল হাতে মালা, চন্দনচর্চ্চিত ললাটে, পীতবাসে, নূপুর-ঝঙ্কারে—ঐ আমা বর আস্‌ছে।

নাবিক। আরো কাছে, আরো কাছে।

[নেপথ্যে—মাঝিরা। সামাল, সামাল।]

নাবিক। নৌকা ডোবে—আর একটু কাছে, আর একটু কাছে।

কুবেণী। ঐ যে! ঐ যে! ঐ যে আমার বর। ঐ জাহাজে মাস্তলের উপর থেকে চারিদিক চেয়ে দেখ্‌ছে—এই দিকে—এই দি চেয়েছে, আর ভয় নেই। বর এয়েছে, বর এয়েছে, বাদ্যি বাজা, শাঁখে

[নেপথ্যে—সামাল সামাল]

দূরে বিজয়। ভয় নেই—

কুবেণী। ঐ আমার বর এয়েছে—তার ডাক শুনেছি।

[ঝম্প প্রদান]

নাবিক। মা! কি কর্লি মা!

[দূরে বিজয়সিংহ অপর জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝম্প দিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—সমুদ্রবক্ষে বিজয়ের তরণী। কাল—প্রত্যুষ।

উরুবেল একাকী।

উরুবেল। ঝড়ের বেগ বাড়্‌ছেই। সমস্ত সমুদ্রটাকে যেন তোলপাড় রে তুলেছে। আর রক্ষা নাই, চারিদিকে মেঘ—উঃ।

অনুরোধের প্রবেশ।

অনুরোধ। উরুবেল! উরুবেল! বিজয়সিংহ কোথায়?

উরুবেল। কেন? ঐ ঘরে।

অনুরোধ। ঘরে ত নেই—

উরুবেল। অসম্ভব।

অনুরোধ। না, এসে দেখ।

উরুবেল। সে কি?

অনুরোধ। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

বিজিত ও অন্যান্য সৈন্যগণের প্রবেশ।

বিজিত। কোথাও খুঁজে পেলে না?

সৈন্যগণ। কৈ না।

বিজিত। ভাল ক'রে দেখ। তন্ন তন্ন ক'রে দেখ! জাহাজের ত্যেক কোণ, প্রত্যেক গর্ত্ত, প্রত্যেক খোপ খুঁজে দেখ। তাতেও দি না পাও, তবে জাহাজের তলদেশ চিরে দেখ। বিজয়কে চাই।

প্রথম সৈন্য। সব জায়গায় খুঁজেছি, আর কোথায় খুঁজ্‌বো ?

বিজিত। উদ্ধত সৈনিক! যাও, আজ্ঞা পালন কর। নৈলে এ
তরবারি দেখ্‌ছ ?

সৈনিক। তরবারির ভয় কি দেখাচ্ছ বিজিত ? [তরবারি নিষ্কাশন

অন্যান্য সৈনিক। খবর্দ্দার। [তরবারি নিষ্কাশন]

দ্বিতীয় সৈন্য। আমরা সব জায়গায় খুঁজেছি মহাশয় !

বিজিত। সব জায়গায় খুঁজেছ, তবে এস আমার সঙ্গে, সমুদ্রের জ
খুঁজি [তরবারি ফেলিয়া দিয়া বেগে প্রস্থানোদ্যত] ওকি! ঐ
বিজয়ের স্বর! ঐ ত সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে
গেছে, বিজয় সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে। কে আমার সঙ্গে সমুদ্রে
জলে ঝাঁপ দেবে এস। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে নিষ্ক্রমণ]

তৃতীয় সৈনিক। সর্ব্বনাশ! বিজিত ক্ষেপে গিয়েছে—ধর, ধর—
[পশ্চাৎ গমন]

চতুর্থ সৈনিক। ঐ যে মহারাজের স্বর! ঐ আবার। এ কি ভৌতি
ব্যাপার! ঐ যে আবার—

[উদ্‌ভ্রান্ত বিজিতকে ধরিয়া অনুরোধ ও উরুবেলের প্রবেশ।]

অনুরোধ। ক্ষিপ্ত হয়োনা বিজিত। এই অন্ধকার, এই প্রব
ঝটিকায় অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ বিজয়কে খুঁজ্‌তে !

বিজিত। আমি তার স্বর শুনেছি—সমুদ্রের নীচে থেকে ডাক্‌ছে
ঐ শোন—আমি তাকে রক্ষা কর্ব্ব, ছেড়ে দাও। [ছাড়াইবার চেষ্টা

উরুবেল। উঃ! কি গর্জ্জন! কি ঝড়! আজ কি প্রলয়ে
প্রভাত! ছিঃ বিজিত, কথা শোন।

বিজিত। ছাড় ভীরু, কাপুরুষ বিদ্রোহী! ঐ যে শুন্‌ছ না? এত উচ্চ স্বর শুন্‌তে পাচ্ছনা?

[সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।]

নেপথ্যে। দড়ি ফেল! শীগ্‌গীর!

অনুরোধ। ঐ যে—

উরুবেল। ঐ ত!—নাবিক!—[প্রস্থানোদ্যত] চল, চল।

[সকলের প্রস্থান]

সিক্ত বসনে বিজয় ও সৈনিকগণের প্রবেশ।

স্কন্ধে এক সিক্ত কন্যা—অজ্ঞান অবস্থায়।

বিজয়। বন্ধুগণ! দেহ উদ্ধার করেছি। কিন্তু বুঝি মরে গেছে।

সকলে। কে এ!

বিজয়। স্থির হও। শোন! এ বেচারীর জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে। মাঝিরা সব মরেছে।

সকলে। সে কি! সে কি!

বিজয়। চেঁচিও না! দাঁড়াও। শেষ পর্য্যন্ত শোন। তাদের মধ্যে বেঁচেছে একজন—এই মেয়েটা। বেঁচে আছে কি না জানি না। তবে তার শরীর উদ্ধার করেছি। আর কাউকে উদ্ধার কর্ত্তে পার্‌লাম না।

বিজিত। তুমি তবে এতক্ষণ—

বিজয়। বল্‌ছি, দাঁড়াও। আমি মাস্তুলের উপর উঠে সমুদ্রের ঐ আন্দোলিত বারিরাশির ঘর্ষণে উত্থিত বিদ্যুজ্জাল দেখ্‌ছিলাম—আর তার গম্ভীর গর্জ্জন শুন্‌ছিলাম। তার পরে সেই গর্জ্জন ছাপিয়ে আর্ত্ত চীৎকার শুন্‌লাম! দূরে জাহাজ থেকে সেই চীৎকার আস্‌ছিল। আমি—তাড়া-

তাড়ি নেমে চার জন মাঝি ডেকে নিয়ে এই জাহাজের একখানি নৌকা ক'রে সেই জাহাজের দিকে ভাস্‌লাম, কিন্তু অর্দ্ধ পথে যেতে যেতে সে জাহাজ জলমগ্ন হ'ল। চক্ষে শূন্য দেখ্‌লাম! সমুদ্র আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য কর্ত্তে লাগ্‌ল। তারপর একটা কি যেন নৌকায় এসে ঠেক্‌ল। তুলে দেখি, এই নারীর দেহ, মৃত কি জীবিত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

[কেহ কেহ সেই শরীর পরীক্ষা করিয়া কহিল 'বেঁচে আছে', কেহ কেহ কহিল 'না ম'রে গিয়েছে।']

বিজিত। বেঁচে আছে বিজয়! ঐ যে চোখের পাতা নড়্‌ছে।

বিজয়। দেখ, তোমরা ওকে বাঁচাও। কার কাছে ওকে রেখে যাই?

বালক। আমার কাছে রেখে যাও যুবরাজ! আমি শুশ্রূষা ক'রে তাকে বাঁচাব।—ঠিক বাঁচাব। আমার মত শুশ্রূষা কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

বিজয়। তুমি বালক।

বালক। এও বালিকা। আপনি যান যুবরাজ, ভিজা কাপড় বদ্‌লান। তোমরা সবাই যাও।

বিজয়। কিন্তু—

বালক। কোন চিন্তা নাই যুবরাজ, আমায় বিশ্বাস করুন।—যান

[কুবেণী ও বালক ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

বালক। সুন্দরী! অপূর্ব্ব সুন্দরী! ঘনকৃষ্ণ-সলিলসিক্ত কেশদাম বটের জটার মত পৃষ্ঠ বেয়ে জানুর নীচে এসে পড়েছে। দর্পণস্বচ্ছ ললাট—যেন ভৃত্যো প্রভুসম আদেশ কর্চ্ছে। দীর্ঘ নেত্রদুটি সায়াহ্নে পদ্মপলাশের মত মুদে রয়েছে। তার ভিতরে কি দৃষ্টি নিহিত আছে

চ বল্‌তে পারে। সমুন্নত সরল নাসা! তার নীচে অধর রাজ্জী র্পিত হাস্যকে আচ্ছাদন ক'রে রয়েছে। তার নীচে চিবুক—সুধাপাত্র সম । বিগলিত হাস্য ধর্ব্বার জন্য যেন উদ্যত রয়েছে। উন্নত বঙ্কিম গ্রীবায় ার দর্পিত ভঙ্গিমা এখনও প্রকট। গৌরতনুখানি, কুঞ্চিত সিক্ত সনের তলে জলদজড়িত প্রত্যুষের মত শুয়ে আছে। ঐ সূর্য্য ঠ্‌ছে, তার স্বর্ণকররাশি ঐ সমুদ্রজলে ছড়িয়ে প'ড়্‌ল। চোখ মেলেছে। র্য্য উঠেছে, আর কি চোখ দুটি ঘুমিয়ে থাক্‌তে পারে?

কুবেণী। আমি কোথায়?

বালক। নিরাপদ তুমি ভগ্নী।

কুবেণী। তুমি কে?

বালক। কোন চিন্তা নাই। উঠ্‌তে পার্ব্বে? [কুবেণী উঠিলেন।]

বালক। এস।

কুবেণী। কোথায়—?

বালক। আমার সঙ্গে। কোন চিন্তা নাই। এস। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর প্রাসাদ-ভবন। কাল—প্রভাত।

সিংহবাহু ও সুরমা দণ্ডায়মান।

সিংহবাহু। বিজয়ের কোনই সংবাদ পেলে না সুরমা?

সুরমা। না বাবা!

সিংহবাহু। "না বাবা।" রোজ ঐ এক উত্তর "না বাবা"—ন তোমার দোষ কি? দোষ আমার!—যাও সুমিত্রকে এখানে ডেকে দাও

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। [কঠোর স্বরে] যাও। [সুরমার প্রস্থান]

সিংহবাহু। যাক্, পরম স্নেহবান্ পুত্রকে দেশত্যাগী ক'রে পরমানন্দে আছি। পুত্র অবনত শিরে দোষ স্বীকার ক'রে, মার্জ্জনা চেয়েছিল—দিই নাই। স্নেহভিক্ষা করেছিল—দিই নাই। বাড়ী থেকে কুকু তাড়া ক'রে বিদায় দিয়েছি। ক্রোধ কি বিষম শত্রু! কি অন্ধ! ঐ গা অন্ধকারের চেয়েও অন্ধ—বিজয়! বিজয়!

সুমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। কে? সুমিত্র?

সুমিত্র। আমায় ডেকেছিলেন?

সিংহবাহু। ডেকেছিলাম—হাঁ ডেকেছিলাম, কিন্তু—না, যা ফিরে যা

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। ফিরে যা।

[সুমিত্র নীরবে অবনতমুখে রহিল]

সিংহবাহু। না, না—তোরই বা কি অপরাধ? তুই কি কর্ব্বি?—ওরে পশু! ভিতরে আবার গর্জ্জাচ্ছিস্? থেমে যা।—না সুমিত্র! তোর কোন অপরাধ নাই। দোষ আমার। সুমিত্র! বিজয় তোকে ভালবাস্‌ত?

সুমিত্র। বাস্‌তেন বাবা! তিনি আমায় বড় ভালবাস্‌তেন।

সিংহবাহু। আমাকেও বাস্‌ত। তেমন ভাল বুঝি কোন ছেলে কোন

পকে বাসেনি—হেন পুত্রকে আমি নির্ব্বাসিত করেছি—সেই সুন্দর, সেই মহৎ, সেই উন্নত ললাট, সেই শৌর্য্য—বিস্ফারিত বক্ষ—সেই উদার! হেন পুত্রকে—বিজয়! বিজয়!!

সুমিত্র। বাবা! [হাত ধরিলেন]

সিংহবাহু। না, তুই কি কর্ব্বি? তোর দোষ নাই [অর্দ্ধ স্বগত] তার পরিবর্ত্তে এই ভীরু, এই চকিতদৃষ্টি, এই নারী-কোমল, লোল মাংসপিণ্ড, এই অসার! না—তোর দোষ কি, দোষ আমার, আমার, আমার! [বক্ষে করাঘাত]

সুমিত্র। ওকি কর্চ্ছেন বাবা!

সিংহবাহু। স'রে যা,—না, না, ওকি কচ্ছি? না, না, রাজকুমার! তোমার তরোয়াল কৈ?

সুমিত্র! এই যে।

সিংহবাহু। বা'র কর্।

[সুমিত্র বাহির করিলেন।]

সিংহবাহু। আয়, তরোয়াল খেলা শিখাই; [শিখাইতে লাগিলেন] এই রকম ক'রে মাথা রক্ষা কর্ত্তে হয়—এই খোঁচ দিতে দিতে মাথা রক্ষা কর্ত্তে হ'লে, এই রকম ক'রে ঘূরে যেতে হয়, ঘোর। না—হ'ল না। এই, তারপর—

সুমিত্র। পা রক্ষা কর্ত্তে হয় কি রকম ক'রে বাবা?

সিংহবাহু। পা রক্ষা কর্ত্তে হবে না। পা দুখানা আছে, একখানা গেলে ক্ষতি নেই; কিন্তু মাথা মোটে একটা। বিপক্ষের প্রধান লক্ষ্য, ঐ তোর মাথাটার দিকে।

সুমিত্র। মাথাটার দিকে ?

সিংহবাহু। হাঁ, ঐ মাথাটা। পা গেলে কাঠের পা হয়; কিন্তু মাথা গেলে কাঠের মাথা হয় না। মাথা বাঁচিয়ে তারপর আর সব—

সুমিত্র। বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ত্তে হয় ত এমনি ক'রে ?

সিংহবাহু। হাঁ, কিন্তু নিজের মাথা বাঁচিয়ে।

সুমিত্র। বাবা! আপনি যে সেদিন বল্লেন, যে আত্মরক্ষা এই রকম ক'রে কর্ত্তে হবে, যাতে আত্মরক্ষা থেকেই সহজে আক্রমণ করা যায়।

সিংহবাহু। সে সব ভুল শিখিয়েছি, তা সব ভুলে যা। নতুন রকম শেখাচ্ছি। এই—এই—

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। বাবা! বাবা!

সিংহবাহু। তারপর, তরোয়াল—এই—

সুরমা। বাবা! দাদার সংবাদ পেয়েছি।

সুমিত্র। বাবা! দিদি কি বল্‌ছে শোন।

সুরমা। দাদা জীবিত!

সুমিত্র। শোন বাবা! দাদা জীবিত।

সিংহবাহু। মিথ্যা কথা!

সুরমা। না বাবা! মিথ্যা কথা নয়। তিনি—

সিংহবাহু। বেরো বল্‌ছি। [সুরমার প্রস্থান]

সিংহবাহু। ঘোরা—দাঁড়িয়ে রৈলি যে!

সুমিত্র। বাবা—

সিংহবাহু। ঘোরা! মাথা বাঁচা নৈলে বধ কর্ব্ব।

সুমিত্র। কর বধ। [তরবারি ফেলিয়া দিলেন]

সিংহবাহু। কি!—ভেবেছিস্ পার্ব্বনা? পার্ব্বনা? সে আমার পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চেয়েছিল। আমি তাকে পদাঘাতে দূর করেছি—বাপ হ'য়ে!—ওরে বোকা ছেলে! আমি কে জানিস্? আমি সিংহবাহু। সিংহ আমার বাপ। সিংহ সন্তানের রক্ত পান করে জানিস্? নে, তরোয়াল নে, বীরের মত যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্।

সুমিত্র। [করযোড়ে] বাবা!

সিংহ। চোপ্‌রও, আমার মন গলাবি ভেবেছিস্? সেও বাবা ব'লে ডেকেছিল,—কিছু কর্ত্তে পারে নি। আমার নাম সিংহবাহু—নে তরোয়াল নে।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ!

সিংহবাহু। মন্ত্রী!

মন্ত্রী। মহারাজ [অভিবাদন]

সিংহবাহু। ভিষক্ ডাকো, যুবরাজের বিকার হ'য়েছে। মৃত্যুর বেশী বিলম্ব নেই [কঠোর স্বরে] যাও। [মন্ত্রীর প্রস্থান]

সুমিত্র। ভগবান্! এত স্নেহময় পিতা, এত স্নেহময়! তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রো না। দাদাকে ফিরিয়ে দাও—আমার অভিমানী, মহৎ, উদার দাদাকে ফিরিয়ে দাও। বড় অভিমানী—কিন্তু বড় স্নেহময়। ভগবান্! [রুদ্ধকণ্ঠে] বাবা! আমায় বধ কর, কিন্তু জ্ঞান হারিও না। [সিংহবাহুর গলদেশ ধরিয়া] বধ কর্ত্তে চাও বাবা!

সিংহবাহু। [তরবারি ফেলিয়া দিয়া] আয় কোলে আয়, বাছা!

আহা! কি শীতল স্পর্শ! আমার পশুপ্রবৃত্তি জল হ'য়ে গেল! ওরে অবোধ বালক! আমার ভিতরে কি হ'চ্ছে জানিস্—তাকে পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি—ও হো হো হো [ক্রন্দন] আর একদিন ছিল, যখন তার—তার নিমিষের অদর্শনে মনে হোত, বুঝি বাছা আমার নাই—ক্ষণিকের বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলনে মনে হোত, যেন এ হারানো ধন ফিরে পেলাম। সে ত শুধু ছেলে ছিল না, সে যে আমার খেলার সাথী, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার ইহজীবনের সব। তাকে আমি কুকুর তাড়া করেছি। ও হো হো হো—

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। মহারাজ! ভৈরব ডাকাত ধরা প'ড়েছে।

সিংহবাহু। শূলে দাও।—না, সে বিজয়কে বাঁচিয়েছিল। তাকে পেট ভ'রে খাইয়ে ছেড়ে দাও।

সেনাপতি। সে একবার মহারাজের সাক্ষাৎ চায়।

সিংহবাহু। সাক্ষাৎ চায়?—কেন?

সেনাপতি। কিছু বল্‌তে চায়—

সিংহবাহু। কি বিষয়ে?

সেনাপতি। মহারাণীর সম্বন্ধে—

সিংহবাহু। দরকার নাই—

সেনাপতি। বিজয়সিংহের বিষয়ে—

সিংহবাহু। চল।　　[প্রস্থান]

সুমিত্র। বাবার এ রকম হ'ল কেন, এ রকম হ'ল কেন? [জানু পাতিয়া] ভগবান্! বাবাকে রক্ষা কর। দাদাকে ফিরিয়ে দাও—

রাণীর প্রবেশ।

সুমিত্র। মা!—মা!

রাণী। সুমিত্র! মহারাজ কোথায়?

সুমিত্র। জানি না ত মা!—মা! বাবা কি রকম হ'য়ে গিয়েছেন—

রাণী। তিনি এখানেই ত ছিলেন?

সুমিত্র। ছিলেন। তারপর—ভৈরব ডাকাত এসেছে ব'লে মন্ত্রী হাশয় তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন, ও কি মা!—ও রকম ক'রে চেয়ে য়েছ কেন মা!

রাণী। তারপর?

সুমিত্র। তারপর বাবা হঠাৎ তাঁর সঙ্গে চ'লে গেলেন।

রাণী। সর্ব্বনাশ!—

সুমিত্র। কি মা?

রাণী। তিনি কতক্ষণ হ'ল এখান থেকে গিয়েছেন?

সুমিত্র। এই কতক্ষণ।—মা! বাবা কেন এমন হ'লেন?

রাণী। জানি না। [দ্রুত প্রস্থান]

সুমিত্র। আশ্চর্য্য!

মন্ত্রী ও ভিষকের প্রবেশ।

মন্ত্রী। রাজকুমার! মহারাজ কোথায়?

সুমিত্র। মন্ত্রীমহাশয়! বাবা হঠাৎ এ রকম হ'লেন কেন, আপনি কিছু জানেন?

ভিষক্। রাজকুমার! হাত দেখি? [পরীক্ষা]

সুমিত্র। কেন? [হাত বাড়াইলেন। ভিষক্ নাড়ী দেখিলেন]

ভিষক্। জিভ।

সুমিত্র। জিভ দেখাইলেন।

ভিষক্। তাইত!

মন্ত্রী। কি দেখ্‌লেন?

ভিষক্। অবস্থা খারাপ।

মন্ত্রী। কেন! কেন মহাশয়?

ভিষক্। আর কেন! [করুণ ভাবে মাথা নাড়িলেন] রাজকুমার তোমার অবস্থা খারাপ।

সুমিত্র। কেন?

ভিষক্। রাত্রে ঘুম হয় না ভাল—না?

সুমিত্র। চমৎকার ঘুম হয়।

ভিষক্। কিন্তু যদি ঘুম ভাঙে, তখন ত ঘুম হয় না? আর—আর ক্ষুধা—?

সুমিত্র। আজ্ঞে, ক্ষুধা বেশ হয়।

ভিষক্। বেশ ত হবেই। কিন্তু যখন ক্ষুধা হয়—তখন খেতে ইচ্ছা হয়?

সুমিত্র। তা হয়।

ভিষক্। খারাপ। ক্ষুধা হ'লে খেতে ইচ্ছে হওয়াটা—উঁহু—খারাপ। আর একবার নাড়ীটা দেখি। [পরীক্ষা] হুঁ—বাপুহে তোমার বিকার।

সুমিত্র। বিকার!—সে কি।

ভিষক্। বিকার!—জ্বর-বিকার।

সুমিত্র। কৈ। আমি ত বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে।

ভিষক্‌। ঐ ত খারাপ!—আরে বাপু, বুঝ্‌তেই যদি পার্ব্বে, তা হ'লে ত সোজা জ্বর! কিন্তু ঐ যে বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না, ঐ ত খারাপ।

সুমিত্র। আজ্ঞে আমার জ্বর হ'ল!

ভিষক্‌। বাপুহে। আমি চিকিৎসক, আমি বল্‌ছি তোমার জ্বর। তুমি ত এ শাস্ত্র পড়নি।

সুমিত্র। কিন্তু—

ভিষক্‌। তর্ক ক'রো না—তোমার জ্বর-বিকার। শোও গে যাও। ঔষধের ব্যবস্থা আমি কর্চ্ছি। তুমি শোও গে যাও।

নেপথ্যে সিংহবাহু। [ক্রুদ্ধ স্বরে] রাণী কোথায়, ডাক তাঁকে।

মন্ত্রী। ঐ যে মহারাজ আস্‌ছেন।

ক্রুদ্ধভাবে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহবাহু। এ কি! ভিষক্‌ এখানে! রাজ-অন্তঃপুরে?

ভিষক্‌। মহারাজের অনুমান ঠিক। কুমারের বিকার হয়েছে।

সিংহবাহু। বাতুল! বাতুল!

ভিষক্‌। বাতুলই বটে—কুমার আবোল তাবোল বক্‌ছেন।

সিংহবাহু। আবোল তাবোল তুমি বক্‌ছ মূর্খ।

মন্ত্রী। ভিষক্‌ কি উন্মাদ হয়েছে?

ভিষক্‌। মহারাজ!

সিংহবাহু। বা'র ক'রে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ!

সিংহবাহু। আগে একে বা'র ক'রে দাও, তারপর কথা ক'য়ো।

ভিষক্। আমি ঔষধের—

সিংহবাহু। বেরোও　　[ভিষকের প্রস্থান]

মন্ত্রী। মহারাজ কিন্তু ভিষক্‌কে—

সিংহবাহু। এরা আমায় পাগল না ক'রে ছাড়্‌বে না, বেরোও বৃদ্ধ—

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

সিংহবাহু। আর তুমি দাঁড়িয়ে রৈলে যে? ভেবেছ রাজ্য পাবে? তা পাচ্ছ না। তার আগে, রাজ্য ভেঙ্গে, চূরে, পুড়িয়ে, ভস্ম ক'রে দিয়ে, সেই ভস্ম রাণীর মুখে ছড়িয়ে দেবো।—না—না, রাণী কোথায়? রাণী কোথায়? দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ।

সিংহবাহু। রাণীকে খবর দেও, বল এই মুহূর্ত্তে আমি তার সাক্ষাৎ চাই, এই মুহূর্ত্তে।　　[দৌবারিকের প্রস্থান]

সিংহবাহু। আজ রাণীর রাজ্য গেল! রাণী গেল, রাজা গেল, রাজপুত্র গেল—আজ আমি আর তুই পুত্র—একি! আমার পশুপ্রকৃতি আবার জেগে উঠ্‌ছে—হুঙ্কার দিচ্ছে—না কোন ভয় নেই পুত্র! দাঁড়াও, আমি স্থির হ'য়ে নেই। বিচার কর্ব্ব। [পরিক্রমণ] আমি এ ত ভাবিনি! কিন্তু কেন যে ভাবিনি তা জানিনে—এই যে রাণী!

রাণীর প্রবেশ।

সিংহবাহু। দাঁড়াও রাণী! আমার সম্মুখে দাঁড়াও। হাত যোড় ক'রে দাঁড়াও।

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। চুপ; রাণী! এতদিন পরে সমস্ত চক্রান্ত, কথা ক'য়ে উঠেছে, রণতুরীর শব্দে চেঁচিয়ে উঠেছে।

রাণী। চক্রান্ত!

সিংহবাহু। জান না? পাপ এমন সুন্দর মুখোস পর্ত্তে পারে! আশ্চর্য্য! পাপীয়সী!—না ভুল হচ্ছে—ধীরভাবে বিচার কর্ব্ব। ধীর ভাব—যতদূর সম্ভব। বিধাতঃ! এই কর, যেন দণ্ড দেবার আগে আমি ক্ষেপে না যাই—দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ।

সিংহবাহু। জল্লাদকে ডাক। [দৌবারিকের প্রস্থান]

সিংহবাহু। আজ তোমায় কুকুর দিয়ে—না ধীরভাবে বিচার কর্ব্ব। রাণী! দাঁড়াও, হাত যোড় কর, কম্পিত হও। তোমার বিপক্ষে কি অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে জান?

রাণী। আমার বিপক্ষে!

সিংহবাহু। হাঁ তোমার বিপক্ষে। রোস, স্থির হ'য়ে নিই [পরিক্রমণ] এ কথনও ভাবিনি; কিন্তু ভাবিনি কেন তা জানি না। রাণী! দাঁড়াও, আমার সম্মুখে অপরাধীর মত হাত যোড় ক'রে দাঁড়াও। [সপদদাপে] দাঁড়াও। [রাণী উক্তবৎ দাঁড়াইলেন]

সিংহবাহু। শোন, আমার পুত্র বিজয়সিংহের বিরুদ্ধে তোমার ষড়্‌যন্ত্র প্রমাণ হয়েছে। তুমি এই অভিযোগ আনিয়েছিলে—

রাণী। [সাশ্চর্য্যে] আমি!

সিংহবাহু। একেবারে আকাশ থেকে প'ড়্‌লে যে?

রাণী। আমি কুমার বিজয়সিংহের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করেছি?

সিংহবাহু। হাঁ রাণী!

রাণী। প্রমাণ?

সিংহবাহু। প্রমাণ চাও? প্রহরী! ব্রাহ্মণকে ডাক—

[ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল।]

সিংহবাহু। প্রমাণ এই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ! কে তোমায় এ অভিযো আস্তে বলেছিল?

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী।

সিংহবাহু। মন্ত্রী কার মন্ত্রণায় এ অভিযোগ এনেছিল জান?

ব্রাহ্মণ। জানি—

সিংহবাহু। কার প্ররোচনায়?

ব্রাহ্মণ। মহারাণীর।

সিংহবাহু। প্রমাণ শুন্‌লে রাণী!

রাণী। উত্তম! এই এক দরিদ্র ভিক্ষুক—মহারাজ! প্রকৃতিস্থ হৌন্। আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না।

সিংহবাহু।—দাঁড়াও, আরও আছে। তারপর, তুমি যুবরাজকে হত্যা কর্ব্বার জন্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছিলে।

রাণী। কি রকম ক'রে?

সিংহবাহু। বিষ দিয়ে।

রাণী। তারও কি প্রমাণ—

সিংহবাহু। এই দরিদ্র ভিক্ষুক নয়, তার প্রমাণ মন্ত্রী; মৃত্যু শয্যায় সে আমার কাছে তা স্বীকার ক'রে গিয়েছে। আমি কিন্তু তখন তা' বিশ্বাস করিনি—কি! মুখ যে পাথরের মত হ'য়ে গেল।

রাণী। তারপর ?

সিংহবাহু। তারপর তুমি নিজে যুবরাজকে হত্যা কর্ত্তে গিয়েছিলে, ার প্রমাণ—এই ডাকাত—ভৈরব !

ভৈরবের প্রবেশ।

সিংহবাহু। তার প্রমাণ এই ভৈরব [ভৈরবকে সম্মুখে ধরিলেন]

রাণী। উত্তম ! বঙ্গের মহারাণীর বিপক্ষে অভিযোগ—মহারাজের ত্রহত্যার চেষ্টা ; তার সাক্ষী—এক ভিক্ষুক, এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, ার এক ডাকাত !—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি একটা রাজ্য শাসন কর— অবজ্ঞায় ফিরিলেন]

সিংহবাহু। দাঁড়াও। আমার কথা শেষ হয় নি। শোন ; আমি চার করি শোন—ব্রাহ্মণ ! তোমার কন্যা গিয়েছে, আমার পুত্র গিয়েছে, —আমরা সমদুঃখী। কিন্তু বঙ্গের যুবরাজের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ ানার শাস্তি কি জান ?—কাঁপ্‌ছ কেন ব্রাহ্মণ ! তোমায় বেশী শাস্তি বো না। তোমায় রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম। মন্ত্রী শাস্তির াহিরে। আর ভৈরব ডাকাত ! তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা করেছ, ুমি আজ থেকে আমার রাজ্যের সেনাপতি।

ভৈরব। মহারাজ মার্জ্জনা কর্ব্বেন—আমি মহারাজের হস্তে কোন ুরস্কার নেবো না, শপথ করেছি।

সিংহবাহু। যেরূপ তোমার ইচ্ছা—আর মহারাণী ! বঙ্গের যুবরাজের প্রাণনাশের ষড়্‌যন্ত্রের শাস্তি কি জান ?

রাণী। প্রাণদণ্ড !

সিংহবাহু। জল্লাদ! [জল্লাদের প্রবেশ] রাণীকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাও। যাও, আমার আজ্ঞা।— [জল্লাদ রাণীকে বাঁধিল]

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। সুমিত্র!

সুমিত্র। বাবা! মাকে মেরো না।

সিংহবাহু। আচ্ছা, তবে তোমার প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে এই দণ্ড দিলাম।—জল্লাদ! তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে এই নারীকে অন্ধ ক'রে পুরপথে ছেড়ে দাও।—না আর একবার আমার কাছে নিয়ে এসো।—একবার দেখ্‌ব কি চেহারা হয়।—নিয়ে যাও।

[রাণীকে লইয়া জল্লাদ প্রস্থানোদ্যত]

সিংহবাহু। আর শোন্! তার আগে ওর—জিভ কেটে দিবি! জিভ থাক্‌তে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই।—সে এত মিথ্যা কথা কৈতে পারে!—যাও, নিয়ে যাও!—রাণী! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্রকে আমার পর ক'রে দিয়েছ, আমার চোখ থাক্‌তে আমায় অন্ধ করেছ, আমি যদি বিনিময়ে—

সুমিত্র। বাবা! বাবা! মাকে মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর।

সিংহবাহু। কি? পুত্র? তোকে এই রাজ্যের রাজা ক'রে যাবো ভেবেছিস্? তা মনেও করিস্ না। ঐ রাক্ষসীর গর্ভে মানুষ জন্মায় না, রাজা ত দূরের কথা। তোকেও ওর সঙ্গে নির্ব্বাসিত কর্ব্ব। বেরো বেটা!

সুমিত্র। বাবা! ক্রোধে ক্ষিপ্ত হবেন না।

সিংহবাহু। ক্রোধে! না, না, কর্ছি কি? না—কিছু না—কিন্তু ওঃ!—যাকে পথের কর্দ্দম হ'তে তুলে এনে, গোলাব জলে স্নান করিয়ে,

সিংহাসনে আমার পাশে বসিয়েছিলাম, তার এই উচিত প্রতিদান বটে! ঠিক শাস্তি দিয়েছি।

সুমিত্র। ঐ মা আর্ত্তনাদ কর্চ্ছেন! মা—মা! [দৌড়িয়া নিষ্ক্রান্ত]

রাজা। ঐ—ঐ—আহা হা! বেচারী। ওরে, অন্ধ ক'রে দিস্ না—অন্ধ ক'রে দিস্ না। [দৌড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই সহসা নিবৃত্ত হইয়া] না, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!—আশ্চর্য্য! না, আর না। পদাঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে।

অন্ধ রাণীকে লইয়া জল্লাদের প্রবেশ।

সিংহবাহু। অন্ধ ক'রে দিয়েছিস্? [দেখিয়া সভয়ে মুখ ফিরাইয়া] ও কি! এ কে? এ কি রাণী!—কি ভয়ানক!—দুঃখ! কোন দুঃখ নাই। এখন আমরা দুজনাই অন্ধ—আমি চোখ থাক্‌তে অন্ধ, আর তুমি!—হাঃ, হাঃ, হাঃ, বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে!—পিশাচী! শয়তানী! [কেশ ধরিলেন]

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। বাবা! বাবা! কি কর্চ্ছেন?

সিংহবাহু। কেন? কি কর্চ্ছি? [ছাড়িয়া দিলেন]

সুরমা। এও কি আপনার দ্বারা সম্ভব বাবা!

[সিংহবাহু লজ্জায় অধোমুখ হইলেন]

সুরমা। বাবা! এখন নিষ্ফল ক্রোধ ক'রে কি হবে? পুত্র ত আর ফিরে পাবেন না।

সিংহবাহু। কি অন্যায় করেছি? রাজা আমি, বিচার করেছি। তাকেও পুত্র ব'লে রেয়াৎ করিনি, একে রাণী ব'লে রেয়াৎ কর্ব্ব? আমি

মহারাজ সিংহবাহু—বিনা দোষে পুত্রকে নির্ব্বাসিত করেছি। নিয়ে যাও এই পিশাচীকে—দেশ থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দাও।

সুরমা। তা'হলে আমিও চল্লাম বাবা!

সিংহবাহু। যা না, কে তোকে ধ'রে রাখ্‌ছে?

সুরমা। এস মা অভাগিনী! আজ তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্লাম। আজ আমি তোমার মা হ'লাম। এসো মা! [পিতাকে প্রণাম করিয়া রাণীকে লইয়া প্রস্থান]

সিংহবাহু। ব্যস, ব্যস। পুত্র গেল, কন্যা গেল, স্ত্রী গেল। রাজ্য যাক্‌। আর কেন? আমিও যাই। বম্ ভোলানাথ!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার উপকূল। কাল—সন্ধ্যা।

বিজয় একাকী।

বালক সমুদ্রতীরে গান গাহিতেছিল। বিজয় দূরে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় তাহাই শুনিতেছিলেন।

গান।

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে
দশদিক তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে
রাখিতে—রাখিতে নাহি পারি॥

চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন ঘন
গরজনে কাঁপে হিয়া সখিরে—
ঝর ঝর অবিরল ঝরে জলধারা,
ঝর ঝর চোখে বহে বারি ॥
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে,
বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে
শূন্য-নয়নে রহি চেয়ে—
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত,
হৃদয়ে জাগিয়ে উঠে সখিরে—
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা,
ধিক্ ধিক্ জনম আমারি ॥

বিজয় । কি আশ্চর্য্য !

[গাইতে গাইতে লীলা বিজয়ের কাছে আসিলেন ।]

বিজয় । বালক ! এত কিশোর বয়সে কি দুঃখ তোমার ? এই তরুণ বয়সে তুমি কি কাউকে ভালবেসেছ ?

লীলা । কে বল্লে ? আমার দুঃখ ! আমার অপার সুখ ।

বিজয় । তবে দুঃখের গান গাইছিলে যে—

লীলা । দুঃখের গানের মত মিষ্ট গান আছে ?

বিজয় । ঠিক বলেছ ভাই ।

লীলা । আচ্ছা, তুমি কি ভাব্‌ছিলে ভাই ?

বিজয় । বিশেষ কিছু নয় ।

লীলা । আমার মনে হচ্ছে, যে বিশেষ কিছু ।

বিজয়। কেন ?

লীলা। আমি চিরকাল দেখে এসেছি যে, যখনই কোন যুবা পুরু মানুষ, 'কি ভাব্‌ছিলে'র উত্তরে বলে, 'এঁ্যা—এমন বিশেষ কিছু নয়' তখনই তারা বিশেষ কিছুই ভাব্‌ছে।

বিজয়। কে বল্লে ? কখন না।

লীলা। অত রাগ কেন ? বল্লেই ত হয়—'এই স্ত্রীর কথ ভাব্‌ছিলাম' ; তা ভাব্‌লে কেউ তোমায় দোষ দিতে পার্ত্তো না ; কিংবা—"ভাব্‌ছিলাম—পশু চার পায়ে হাঁটে, আর মানুষ দু পায়ে হাঁটে কেন" সে সমস্যাটার মীমাংসা এতদিন কেউ কর্ত্তে পারেনি—কিন্তু—"না—তা—এমন কি—হাঁ—তা বিশেষ কিছু—এঁ্যা" এর একটা নিগূঢ় অর্থ আছে

বিজয়। তুমি এখন যাও।

লীলা। তুমি কি ভাব্‌ছিলে—আমি বল্‌বো ?

বিজয়। কি ? বল দেখি।

লীলা। তুমি ভাব্‌ছিলে, যে দুই আর দুইয়ে চার হয় কেন ? কখন পাঁচ হয় না কেন ?　　　　[বিজয় হাসিলেন।]

লীলা। তার উত্তর কি বল্‌বো ?

বিজয়। [সহাস্যে] কি ?

লীলা। তার উত্তর—চিরকাল তাই হ'য়ে এসেছে, অন্য রকম হবার যো নেই, কি কর্ব্বে বল।

বিজয়। না। [হাসিলেন।]

লীলা। এটা কিন্তু কাষ্ঠ হাসি।—কেমন ধরেছি কি না ?—আচ্ছা বন্ধু ! তুমি এত গম্ভীর কেন ?

বিজয়। আমি কি অত্যন্তই গম্ভীর ?

লীলা। ভয়ানক! সংসারে এসে এত গম্ভীর! যে সংসারের দিকে—চেয়ে দেখি—একটু যদি ভাবি—অমনি ভয়ানক হাসি পায়।

বিজয়। খুব বেশী হাসি পায় না কি ?

লীলা। ভয়ানক। আমার মনে হয়, মানুষ পরস্পরের পানে চেয়ে দেখেও কি রকম ক'রে গম্ভীর হ'য়ে থাকে!

বিজয়। গম্ভীর হ'য়ে থাকা কি ভারি শক্ত ?

লীলা। ভারি শক্ত। এ যে ভয়ানক বেশী জোরে হাস্‌বার বিষয়।

বিজয়। কি রকম ?

লীলা। এই দেখ বন্ধু! মানুষ কাপড় চোপড় জড়িয়ে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু ক'রে দেখায় যে, সে মানুষ। কিন্তু ভিতরে সে পশু।

বিজয়। পশু কেন ?

লীলা। নগ্ন অবস্থায় চার পায়ে হাঁট্‌লেই সে পশু! দ্বিতীয়তঃ, যা নিকট, যা ধ্রুব, যা মুষ্টিগত, যা সহজ, তা ছেড়ে, যা দূর, যা অজ্ঞেয়, যা অস্পষ্ট, তারই পিছনে ছুটেছে! তাই, সে ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে, পরের লক্ষ্মীর দিকে ধেয়ে যায়, দীপ ছেড়ে জোনাকি ধর্ত্তে ছোটে। তাই, সে এমন সুন্দর, সরল, প্রত্যক্ষ জগৎ ছেড়ে, অবোধ্য, অন্ধকার, নিগূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়। ঐ আকাশের পিছনে কি আছে, মৃত্যুর পরপারে কি আছে—সেই চিরন্তন "কি ?" আর "কেন"র পিছনে ছুটেছে, যা—জান্‌বার যো নাই।

বিজয়। বালক! তুমি কে ? আমি সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হই যে—

লীলা। আশ্চর্য্য হ'বার কথা বটে!

বিজয়। যে—তুমি এই কিশোর বয়সে বাড়ী ছেড়ে একদল গৃহহীন ডাকাতের সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্চ্ছ কেন?—আশ্চর্য্য!

লীলা। আশ্চর্য্য বটে—

বিজয়। কেন ঘুর্চ্ছ?

লীলা। কৌতূহল মাত্র।

বিজয়। মিথ্যা কথা।

লীলা। ঠিক বলেছ—মিথ্যা কথা। বন্ধু তুমি অন্তর্য্যামী।

বিজয়। কিসে?

লীলা। কিংবা মিথ্যা কথা তোমার এত পরিচিত, যে দেখ্‌লেই তাকে চিন্তে পার। তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়।

বিজয়। কেন?

লীলা। পাছে সত্য কথাগুলি মিথ্যা হ'য়ে যায়।—একে মিথ্যা কথা কহা অভ্যাস আমার—তার উপরে—ঐ শোন ঘুঘু ডাকে।

বিজয়। তুমি এক প্রহেলিকা।

লীলা। ঠিক বুঝেছ।

বিজয়। কি বুঝেছি?

লীলা। যে আমি এক প্রহেলিকা—ঠিক—এত বুদ্ধি!

বিজয়। যে হেতু বুঝেছি যে তুমি প্রহেলিকা?

লীলা। তাই কয় জন জানে? মানবজীবনই যে এক মহা প্রহেলিকা। কে কাকে জানে বন্ধু? কতটুকু জানে? আপনাকেই বা কে জানে? তথাপি মানুষ, কে সৎ, অসৎ, সরল, উদার, কূট, তাই বিচার

কর্ত্তে বসে—আস্পর্দ্ধা বটে! জান কি বন্ধু যে, সম্পদে যে সাধু, দারিদ্র্যে হেন কত "সাধু" চোর হয়, আর কত শত চোর প্রাচুর্য্যে "সাধু" নামে খ্যাত হ'তে পার্ত্ত! জান কি হে বন্ধু—যাকে আজ অবজ্ঞা কর, যার সঙ্গে কথা কৈতে ঘৃণা কর—সে যদি তোমার প্রভু হ'য়ে বসে, তবে তার সঙ্গে একটি কথা কৈবার জন্য তুমি লালায়িত হ'তে? শুধু আমি প্রহেলিকা? না মনুষ্যজীবনই এক প্রহেলিকা—এ বিশ্বসংসারই এক মহা প্রহেলিকা। মূর্খ ভাবে বুঝেছি—জ্ঞানী ভাবে কিছু বুঝি নাই—তাই সে জ্ঞানী।

বিজয়। এসব কোথায় শিখ্‌লে বালক?

লীলা। [মস্তকে হাত দিয়া] এইখানে—তুমি যে উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছ! যাও নিজের কাজ কর। এক বালকের প্রলাপ শুনে, আলস্যে এ দীপ্ত প্রভাত কাটিয়ে দিচ্ছ! লজ্জা করে না? কর্ম্ম কর, নহিলে এ দীর্ঘ জীবন কাট্‌বে কিসে? কর্ম্ম কর্ব্বার যা আছে, তার পক্ষে এ জীবন অতি ক্ষুদ্র, যে কর্ম্ম না করে, তার পক্ষে এ জীবন অতি দীর্ঘ। যাও বীর কর্ম্ম কর।

[প্রস্থান]

বিজয়। কি আশ্চর্য্য! এত ক্ষুদ্র বালক—সংসারের কিছু জানে না—কিন্তু এত প্রাজ্ঞ! কখন কখন তার কথোপকথন ক্ষুদ্র তটিনীর তরল কল্লোলের মত অলস-মধুর। আর কখন কখন তার সরল বিজ্ঞান মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করে—হৃদয়ের নিহিত ঝঙ্কারকে গিয়ে আলোড়িত করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যে সে প্রাণের কোন নিহিত ব্যথা গোপন ক'রে আছে। তার হাসি হাসি মুখ, নত চক্ষু, বিকম্পিত স্বর। তথাপি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনেক শান্তি পাই।

অনুরোধের প্রবেশ।

অনুরোধ। মহারাজ!

বিজয়। [চমকিয়া] কে—অনুরোধ! কি সংবাদ?

অনুরোধ। বন্দীর প্রতি কি আজ্ঞা হয়েছে?

বিজয়। বন্দী! কোন্ বন্দী?

অনুরোধ। মেতুরার মহারাজ।

বিজয়। ওঃ! তাকে মুক্ত ক'রে দাও।

অনুরোধ। যে আজ্ঞা।

বিজয়। সুন্দর সুনীল ঐ প্রগাঢ় আকাশ,
সুন্দর এ শৈলতট—নিস্তব্ধ নির্জ্জন,
কিন্তু, এ হৃদয়ে এক অশান্তি গভীর।
সুন্দর সে মুখখানি! কি মহিমাময়!

উরুবেল ও বিজিতের প্রবেশ।

বিজিত। বিজয়! তুমি এ স্থান পরিত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছ?

বিজয়। দিয়েছি।

বিজিত। আবার কোথায় যাবে?

বিজয়। জানি না, পাল তুলে দাও, যেখানে গিয়ে পড়ি।

বিজিত। বিজয়! তোমার মাথার ঠিক নাই।

বিজয়। আমারও তাই বোধ হয়।

বিজিত। কি বোধ হয়?

বিজয়। যে আমার মাথার ঠিক নাই।

বিজিত। সেটা বুঝেছ? তা হ'লে একেবারে মাথার ঠিক নাই বলি

কেমন ক'রে? যদি বা মাসাধিক কাল পরে একটা উপকূলে এসে পড়্লে, দুর্জ্জয় বাহুবলে সেই মেচুরা জয় ক'রে মহারাজ হ'য়ে বস্লে, তিন দিন না যেতে যেতেই আবার মেচুরা ছাড়্বার সংকল্প ক'রে বস্লে!

বিজয়। আর ভাল লাগে না।

বিজিত। কোথা যাবে বিজয়? দেখ, এই সুন্দর রাজ্য—একটা শান্তিময় শ্যামল সুন্দর রাজ্য—এমন রাজ্যের রাজা হ'য়ে বস্তে পার। না আবার ছুট্‌তে চলেছ।

বিজয়। এত শান্তি, এত সৌন্দর্য্য, এত সেবা, সহ্য হচ্ছে না—তাই যেতে চাই বন্ধু।

বিজিত। কোথায়?

বিজয়। যেখানে অরাজক, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খল, উৎপীড়ন, প্রাণঘাতী ক্রোধ। যেখানকার রাজা—'কে আমার অংশ কেড়ে খেতে এলো?' ব'লে মার্ত্তে ধেয়ে আসে, যেখানে অগ্নিবর্ণ চক্ষু আর উদ্যত তরবারি আর সরল শত্রুতা। ঢাকাঢাকি নাই, ধূর্ত্ততা মাখামাখি নাই, সোজা সরল শত্রুতা পাই।

বিজিত। কিন্তু দশদিন এক জায়গায় স্থির থাক্‌তে পার না?

বিজয়। পারি কেমন ক'রে বন্ধু?

বিজিত। আমি পারি কেমন ক'রে বিজয়?

বিজয়। তুমি! হুঁ—তুমি কখন নিজের বাপকে ক্রমে ক্রমে অপরিচিতের ন্যায়, শেষে শত্রুর মত ব্যবহার কর্ত্তে দেখেছ? বাপের কোলে উঠ্‌তে গেলে, বাপ তোমায় কখন লাথি মেরেছে? যে তোমায় হাতে ক'রে মানুষ করেছে, সে কি তোমার অধরে বিষপাত্র ধরেছে? তুমি কি—না আমার এ জীবন-সমুদ্র মন্থন ক'রে কি হবে? গরল উঠ্‌বে বৈ ত নয়।

বিজিত। চাকা ঘুরে যেতে পারে।

বিজয়। ভাগ্যের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে থাক্‌বার লোক বিজয়সিংহ নয়।

বিজিত। তবে কি কর্ব্বে?

বিজয়। নূতন দেশ আবিষ্কার কর্ব্ব, নূতন রাজ্য স্থাপন কর্ব্ব, নূতন ধর্ম্ম প্রচার কর্ব্ব।

বিজিত। কি ধর্ম্ম?

বিজয়। যে—সংসারে ভাই নাই, বাপ নাই, মা নাই। সব মায়া। সব ভ্রান্তি। সব মিথ্যা। সব শ্বেততপ্ত মস্তিষ্কের ধূমায়িত কল্পনা। সংসার মায়া, স্বজন মায়া, স্নেহ মায়া, ভক্তি মায়া।

বিজিত। তবে সব সত্য?

বিজয়। নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাবাদ, ধাপ্পাবাজি, শয়তানী। পরমেশ্বর যদি থাকেন—থাকুন। অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকুন। তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

বিজিত। আমরা কি এক উন্মাদের পিছনে ছুটেছি!

বিজয়। তাই কি তোমার বোধ হয়?

বিজিত। তাইত বোধ হচ্ছে।

বিজয়। তবে তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।

বিজিত। যাব, তোমাকে নিয়ে।

বিজয়। পার্ব্বে না।

বিজিত। চেষ্টা ত করি।

বিজয়। নিষ্ফল প্রয়াস। আগে ভেবেছিলাম আর লোকালয়ে

মুখ দেখাব না। অকূল গভীর সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দিয়ে—চ'লে যাই—যেখানে বাতাস ও ঢেউয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তার পর তোমরা আমার সঙ্গ নিলে।—কেন নিলে,—ভগবান্ জানেন।

বিজিত। আমরা তোমায় ভালবাসি ব'লে।—

বিজয়। তোমার তাই বোধ হয়?

বিজিত। বোধ হয় কি রকম!

বিজয়। আমার ত তা ঠিক বিশ্বাস হয় না।

বিজিত। আমার ব'য়ে গেল।

বিজয়। আচ্ছা—এরা না হয় গৃহহীন দস্যু; এরা আমার শক্তির পরিচয় পেয়েছে—লুটের আশায় আমার পশ্চাৎ নিয়েছে। কিন্তু তুমি—রাজপুত্র তুমি—না, এ বেশ একটু খট্‌কা।

বিজিত। তা হোক্। এখান থেকে আজই যেতে হবে?

বিজয়। হাঁ।

বিজিত। কিন্তু—

বিজয়। দোহাই বিজিত! আপত্তি ক'রোনা, আমি আর থাক্‌তে পার্ব্ব না। যাও প্রস্তুত হও গে। [বিজিতের প্রস্থান]

বিজয়। উত্তাল সমুদ্র করে প্রবল আঘাত
মেহুরার শৈলতটে মেঘমন্দ্রসম;
উঠিছে সে মেহুরায় ঘন আর্ত্তনাদ,
তথাপি সিন্ধুর অন্ধ অস্থির হৃদয়ে
দয়া নাই, অনুকম্পা নাই—কি অসীম,
কি অস্থির, কি গম্ভীর, ঐ পারাবার!

অলক্ষ্যে কুবেণীর প্রবেশ।

বিজয়। কে !—ওঃ !

কুবেণী। বঙ্গ-যুবরাজ ! করিতেছ পরিত্যাগ মেহুরার শৈলতট ?

বিজয়। সত্যকথা দেবি !

কুবেণী। কোথায় যাইবে ?

বিজয়। কোন লক্ষ্য নাই দেবি !
তরণী ভাসায়ে দিব অকূল সাগরে।
তারপর তরঙ্গ ও বায়ু যেথা ল'য়ে যায়।

কুবেণী। কোথায় যাইব আমি ?

বিজয়। যথা অভিলাষ।

কুবেণী। যাইতে ছাড়িয়া মোরে পারিবে কুমার ?

বিজয়। কেন পারিব না দেবি ?

কুবেণী। পারিবে না তুমি।
আমি ভালবাসিয়াছি তোমারে কুমার !
নীরব কি হেতু ? আমি ছাড়িয়া দিব না
তোমারে কুমার আর। পাইয়াছি খুঁজি
নিজ অধিকার আজ।

বিজয়। বিবাহিত আমি।

কুবেণী। না, তাহার নহ তুমি, তুমি যে আমার—
বুঝিলাম সে মুহূর্ত্তে, যে মুহূর্ত্তে আমি
দেখিলাম তোমারে কুমার !
আমারে ছাড়িয়া যাবে ? সাধ্য কি তোমার !

বিজয় । বিবাহিত আমি দেবি !

কুবেণী । চেয়ে দেখ দেখি

আমার এ মুখপানে । শুধু একবার
ভাল ক'রে চেয়ে দেখ । তার পর তুমি
পার যদি, যেও যুবরাজ ! চেয়ে দেখ ।

বিজয় । অনিন্দ্যসুন্দরী তুমি, হেন রূপ কভু
দেখি নাই—কিন্তু দেবি !

কুবেণী । আর 'কিন্তু' নাই ।—
আর চিন্তা নাই । তুমি আমার—আমার ।
বাখানি কন্যার রূপ—বিবাহপ্রস্তাবে—
কহিতেন মাতা গর্ব্বে—কন্যারত্ন তার
অতুল সুন্দরী বিশ্বে । স্বজন বান্ধবী
উন্মত্ত, আনন্দে অন্ধ, করিত বন্দনা,
হই নাই উদ্বেলিত । কেন আজ তবে,
শুনিয়া তোমার মুখে রূপের ব্যাখ্যান,
আনন্দে অধীর আমি ? শোন প্রিয়তম !
এ রূপ তোমারে আমি ভিক্ষাদান করি ।
লহ, ধন্য হও ।

বিজয় । দেবি ! বিবাহিত আমি ।

কুবেণী । কহিয়াছি একবার, যথা ইচ্ছা তব
যাও । দেখি সাধ্য তব ।　　[বাহুদণ্ড দুলাইলেন]

বিজয় । কে তুমি সুন্দরী ?

কুবেণী। পরিচয়ে প্রয়োজন? যাও দেখি বীর!

বিজয়। উত্তম, বিদায় দাও, দেখি—

কুবেণী। সাবধান!

অন্ধকার করিও না তব অহঙ্কারে

তব ভবিষ্যৎ!

বিজয়। দেবি! যেই অন্ধকার

মম বর্ত্তমান, তার চেয়ে গাঢ়তর

অন্ধকার অসম্ভব!—

কুবেণী। কি দুঃখ তোমার?

বিজয়। নহিলে ভাসায়ে দেই মম বর্ত্তমান

লবণাম্বু পারাবারে?

কুবেণী। বিজয়! তোমার

কি দুঃখ আমারে বল।—করিব মোচন।

বিজয়। সাধ্য নাই বন্ধু তব।

কুবেণী। তথাপি, তথাপি—

কি দুঃখ আমারে বল; বল প্রিয়তম!

বিজয়। শুনিবে বান্ধবী?

কুবেণী। কহ।

বিজয়। দেশ-নির্ব্বাসিত

আমি! আর—আর সেই নির্ব্বাসনদাতা—

প্রিয়তম পিতা মম—যাঁহারে—জগতে

এত ভালবাসি নাই জীবনে কাহারে—

সেই পিতা—সেই পিতা !—না, না, কাজ নাই,
পিতা তিনি বটে, কিন্তু তিনি মহারাজ,
করেছেন সুবিচার। কোন দোষ নাই,
সব দোষ—অপরাধ—আমার, আমার।

কুবেণী। বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আর যুবরাজ !
আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত গোপনে
একসঙ্গে। এ জীবনে অভেদ্য আমরা।
কুবেণী আমার নাম। ভূত লঙ্কেশ্বর
পিতা মোর। পিতৃহীন আমি প্রিয়তম !
জননী বিবাহ করি' নব লঙ্কেশ্বরে
হয়েছেন সন্তানের পর। বল দেখি,
সে কি দুঃখ সন্তানের, যখন—যখন
জননী জননী নহে আর ! তারপর,
এই নব লঙ্কেশ্বর ; নির্ব্বাসিত আমি।
এই রাজকন্যা আমি, পিতৃ-মাতৃহীনা,
কিশোরী—বিশাল বিশ্বে কেহ নাহি মোর !
পিতা নাই, মাতা নাই, গৃহ নাই ! তুমি
সমুদ্রের গ্রাস হ'তে করিলে উদ্ধার !
এস নাথ ! কর মম রাজ্যের উদ্ধার,
সিংহাসন ফিরে দাও। ফিরে দাও দেব !
আমার পৈতৃক স্বত্ব, জন্ম—অধিকার।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কা। উৎপলবর্ণ ও তাপস।

উৎপলবর্ণ। সেই একই পুরাণো কথা—শুদ্ধ নূতন আকারে মানবজীবন চক্রের মত ঘুরে যাচ্ছে! যা ঘটেছে, তাই আবার নূত ক'রে ঘট্‌ছে, আবার ঘট্‌বে। তাই মাঝে মাঝে জন্মান্তর হ'তে ভা ঘটনার দুই একটা সঙ্কেত পাই। স্মৃতির নীরব তন্ত্র বেজে ওঠে। পূ জন্মের নিবিড় কাহিনী স্বপ্নাবেশে ভেসে আসে। তারপর মোহে আলস্যে আবার ঘুমিয়ে—

তাপস। তা বুঝেছি পুরোহিত। কিন্তু এ স্বর্ণলঙ্কা যক্ষের মানুষের কখনও হবে না।

উৎপল। যক্ষের আগে এ স্বর্ণলঙ্কা রাক্ষসের ছিল, তাপস!

তাপস। তবু আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না যে, এ দ্বীপ মানুষ এে জয় কর্ব্বে।

উৎপল। বিশ্বাস শীঘ্রই কর্ত্তে হবে। যে জয় কর্ব্বে, সে এসেছে

তাপস। কে?

উৎপল। বিজয়সিংহ। আমি তার গভীর বিজয়ভেরী শুনেছি।

তাপস। অসম্ভব।

উৎপল। এসেছে। আজই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌বে। সাতশত সৈন্য নিয়ে বিজয় লঙ্কাজয় কর্ব্বে।

তাপস। সাতশত মাত্র সৈন্য নিয়ে! অসম্ভব—উৎপলবর্ণ!

উৎপল। যখন ভিতর ক্ষয় হ'য়ে যায়, তখন সুমেরু-পর্ব্বতশৃঙ্গও

াসের এক মৃদু নিশ্বাসে ভূমিসাৎ হয়।—ঐ দেখ আস্‌ছে। অন্তরালে
া৷ [উভয়ের অন্তরালে গমন]

কথা কহিতে কহিতে অনুরোধ ও উদ্ধবেলের প্রবেশ।

অনুরোধ। আমাদের দেশ থেকে যে বিশেষ তফাৎ, তা ত বোধ
চ্ছ না।

উদ্ধবেল। কৈ! সেই নীল আকাশ, সেই চষা ধানক্ষেত, সেই
ছপালা।

অনুরোধ। গরুগুলো ঠিক গরু।

উদ্ধবেল। বোধ করি দুধও দেয়।

অনুরোধ। উঃ! লঙ্কার বিষয়ে কতই শুনেছিলাম—যে তার মাঠে
ানা ফলে, গাছে হীরে ঝোলে।—এ সবই ত আমাদের দেশের মত।

উদ্ধবেল। তবে একটু বেশী জঙ্গুলে!

অনুরোধ। আর বেশ ঠাণ্ডা।

উদ্ধবেল। ভারি নিস্তব্ধ।

অনুরোধ। মায়াময়! যেন থাকৃতে থাকৃতে ঘুম আসে!

উদ্ধবেল। কিন্তু বেজায় জলকষ্ট। দু'ক্রোশের মধ্যে একটা সরোবর
নেই।

অনুরোধ। এরা বোধ হয় জল খায় না।

উদ্ধবেল। তাইত। এরা সব ফেরে না কেন?

অনুরোধ। চল এগিয়ে দেখি!　　[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

উৎপলবর্ণ ও তাপস বাহির হইয়া আসিলেন।

তাপস। এদের কথা কিছুই বোঝা গেল না।

উৎপল। একে প্রাকৃত ভাষা বলে।

তাপস। তুমি এ ভাষা জান ?

উৎপল। জানি।

তাপস। এরাই লঙ্কা জয় কর্ব্বে ?

উৎপল। অবিকল।

তাপস। অসম্ভব। [প্রস্থান]

উৎপল। [তাপসের পানে চাহিয়া] বেচারী। পূর্ব্বজন্মের কিছু জানে না—ঐ বিজয় আস্‌ছে।

[বালকের সহিত বিজয় পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।]

বিজয়। তাদেরই পদচিহ্ন। ঠিক। কিন্তু এইখানে যে শেষ আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বালক। তাইত!

বিজয়। এর মানে কি বালক ?

বালক। এইখানেই কেউ তাদের হত্যা করেছে, কিংবা—

বিজয়। 'কিংবা' কি ?

উৎপল। এসেছ বিজয় ?

বিজয়। কে আপনি ?

উৎপল। একি! তোমাকে যে চিনি বিজয়সিংহ!

বিজয়। সে কি! আপনি আমার নাম জান্‌লেন কেমন ক'রে ?

উৎপল। নাম!—তোমার নাড়ী নক্ষত্র সব জানি।

বিজয়। আপনি আমায় চেনেন ?

উৎপল। বেশ চিনি। ঠিক সেই গর্ব্বিত শিরঃসঞ্চালন, সেই স্তাকুল উদাস দৃষ্টি।—ঠিক্ সেই বটে।

বিজয়। আপনি আমায় পূর্ব্বে দেখেছেন?

উৎপল। দেখেছি।

বিজয়। কোথায়?

উৎপল। পূর্ব্বজন্মে। তুমি আমায় কিছু চিন্তে পার্চ্ছ না?—কি! াশ্চর্য্য ভাবে আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে! চিন্তে পার্চ্ছ না?

বিজয়। না।

উৎপল। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে। বেশ মনে পড়ে—তুমি ক বণিকের পুত্র ছিলে, আর আমি এক গৃহস্থপুত্র ছিলাম। বাণিজ্যে তামার আসক্তি ছিল না, আমারও সংসারে স্পৃহা ছিল না। আমরা ই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম।—কিছু মনে পড়ে না?

বিজয়। না।

উৎপল। আমরা দুজনে দিনের মধ্যে পরস্পরকে একবার না দেখ্‌লে াকতে পার্ত্তাম না। একদিন মনে আছে, আমরা দুজনে নীলাচলমূলে বড়াচ্ছিলাম, তুমি দেশ দেশান্তরের কথা আমায় শোনাচ্ছিলে, আমি তামায় কত জন্ম জন্মান্তরের বার্ত্তা শোনাচ্ছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে ন্ধ্যা হ'য়ে এলো। আমি বল্লাম—'চল বাড়ী যাই।' তুমি বল্লে—'আগে াদ উঠুক্।' তার পর অন্ধকার হ'য়ে এলো; পরে চাঁদ উঠ্‌লো; তখন ামরা বাড়ী ফির্লাম—কিন্তু এক অপরিচিত পথ দিয়ে।—মনে পড়ে না?

বিজয়। কৈ?

উৎপল। তার পর, একটা জঙ্গলে এসে পড়্‌লাম। একটা বাঘের

ডাক শুন্‌লাম। আমি ভয় পেলাম। তুমি কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে পূর্ব্ববৎ গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে চল্লে। তার পর—

বিজয়। তার পর?

উৎপল। একটা বাঘ বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমায় আক্রমণ কর্ল। তুমি ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি খুলে তার গলায় বসিয়ে দিলে; বাঘ আমায় ছেড়ে তোমায় আক্রমণ কর্ল। এখনও মনে পড়ে—ব্যাঘ্রের সেই উন্মত্ত গর্জ্জন, তোমার সেই স্থির রক্তাক্ত দেহ, কাতর দৃষ্টি, মৃত্যু—

বিজয়। আমার মৃত্যু!

উৎপল। ঠিক মনে আছে।

বালক। সত্যই এ মায়ার দেশ, সবই অদ্ভুত।

উৎপল। এ বালকটি কে? পূর্ব্বজন্মে দেখেছি ব'লে ত মনে হচ্ছে না।

বিজয়। পূর্ব্বজন্মের কথা আপনার এত মুখস্থ?

উৎপল। পরীক্ষা দিতে পারি।

বালক। যাক্—সে বিষয়ে আপনাকে পরীক্ষা কর্ব্বার লোকের অভাব! আপাততঃ এ জন্মে আপনি কে?

উৎপল। আচার্য্য।

বালক। তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।—এ কোন্ দেশ?

উৎপল। লঙ্কা। এ নগরের নাম তাম্রপর্ণী।

বালক। রাবণ তবে এই লঙ্কার রাজা ছিলেন?

উৎপল। হাঁ বালক!—পূর্ব্বজন্মে তুমি কি ছিলে বল দেখি?

বালক। পূর্ব্বজন্মে আমি হতাশ-প্রণয়িনী ছিলাম।

উৎপল। বটে। বটে—কাকে ভালবাস্‌তে?

উৎপল। বেশ চিনি। ঠিক সেই গর্ব্বিত শিরঃসঞ্চালন, সেই ব্যাকুল উদাস দৃষ্টি।—ঠিক্ সেই বটে।

বিজয়। আপনি আমায় পূর্ব্বে দেখেছেন?

উৎপল। দেখেছি।

বিজয়। কোথায়?

উৎপল। পূর্ব্বজন্মে। তুমি আমায় কিছু চিন্তে পাচ্ছ না?—কি! আশ্চর্য্য ভাবে আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে! চিন্তে পাচ্ছ না?

বিজয়। না।

উৎপল। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে। বেশ মনে পড়ে—তুমি এক বণিকের পুত্র ছিলে, আর আমি এক গৃহস্থপুত্র ছিলাম। বাণিজ্যে তোমার আসক্তি ছিল না, আমারও সংসারে স্পৃহা ছিল না। আমরা দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম।—কিছু মনে পড়ে না?

বিজয়। না।

উৎপল। আমরা দুজনে দিনের মধ্যে পরস্পরকে একবার না দেখ্‌লে থাকৃতে পার্ত্তাম না। একদিন মনে আছে, আমরা দুজনে নীলাচলমূলে বেড়াচ্ছিলাম, তুমি দেশ দেশান্তরের কথা আমায় শোনাচ্ছিলে, আমি তোমায় কত জন্ম জন্মান্তরের বার্ত্তা শোনাচ্ছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। আমি বল্লাম—'চল বাড়ী যাই।' তুমি বল্লে—'আগে চাঁদ উঠুক্।' তার পর অন্ধকার হ'য়ে এলো; পরে চাঁদ উঠ্‌লো; তখন আমরা বাড়ী ফির্লাম—কিন্তু এক অপরিচিত পথ দিয়ে।—মনে পড়ে না?

বিজয়। কৈ?

উৎপল। তার পর, একটা জঙ্গলে এসে পড়্‌লাম। একটা বাঘের

ডাক শুন্‌লাম। আমি ভয় পেলাম। তুমি কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে, পূর্ব্ববৎ গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে চল্লে। তার পর—

বিজয়। তার পর?

উৎপল। একটা বাঘ বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমায় আক্রমণ কর্ল। তুমি ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি খুলে তার গলায় বসিয়ে দিলে; বাঘ আমায় ছেড়ে তোমায় আক্রমণ কর্ল। এখনও মনে পড়ে—ব্যাঘ্রের সেই উন্মত্ত গর্জ্জন, তোমার সেই স্থির রক্তাক্ত দেহ, কাতর দৃষ্টি, মৃত্যু—

বিজয়। আমার মৃত্যু!

উৎপল। ঠিক মনে আছে।

বালক। সত্যই এ মায়ার দেশ, সবই অদ্ভুত।

উৎপল। এ বালকটি কে? পূর্ব্বজন্মে দেখেছি ব'লে ত মনে হচ্ছে না।

বিজয়। পূর্ব্বজন্মের কথা আপনার এত মুখস্থ?

উৎপল। পরীক্ষা দিতে পারি।

বালক। যাক্—সে বিষয়ে আপনাকে পরীক্ষা কর্ব্বার লোকের অভাব! আপাততঃ এ জন্মে আপনি কে?

উৎপল। আচার্য্য।

বালক। তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।—এ কোন্ দেশ?

উৎপল। লঙ্কা। এ নগরের নাম তাম্রপর্ণী।

বালক। রাবণ তবে এই লঙ্কার রাজা ছিলেন?

উৎপল। হাঁ বালক!—পূর্ব্বজন্মে তুমি কি ছিলে বল দেখি?

বালক। পূর্ব্বজন্মে আমি হতাশ-প্রণয়িনী ছিলাম।

উৎপল। বটে। বটে—কাকে ভালবাস্‌তে?

বালক । এই বিজয়সিংহকে । বন্ধু তোমার মনে নেই ? সেই যে—একটি ছোট ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিল । ধূলার প্রাসাদ তৈর ক'রে ভেঙ্গে ফল্‌তো, খাবার পেলে তোমাকে অর্দ্ধেক এনে দিত ।

উৎপল । দিত নাকি ?

বালক । না দিয়ে খেত না । বিজয়কে যখন তাঁর বাপ বেত মার্ত্তেন—

বিজয় । কি ! আমায় বেত মার্ত্তেন ?

বালক । আমি সে আঘাত পিঠ পেতে নিতাম । উঃ ! এখনও তার বেদনা কিছু কিছু অনুভব কর্চ্ছি যেন । তারপর, বিজয়ের বাপ যখন বিজয়কে তাড়িয়ে দিলেন—

বিজয় : পূর্ব্বজন্মেও আমার বাপ আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ?

বালক । আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফির্ত্তাম । বিজয় আমায় দেখ্‌ত না ।

উৎপল । বিজয়কে তোমার প্রেম—

বালক । না—

উৎপল । ঠিক ।

বালক । "ঠিক" কি ?

উৎপল । তুমিই বটে !

বালক । এখন চিন্তে পার্চ্ছেন ?

উৎপল । না, তোমায় কখন দেখিনি । তবে

বালক । তবে ?—

উৎপল । বিজয় তোমার কথা আমায় কখন কখন বল্‌ত ।

বালক । বল্‌তেন ? বাঁচ্‌লাম ।

উৎপল। বিজয় তোমায় ভালবাস্‌তো।

বালক। বাস্‌তেন ? আহা ! সে কথাটা যদি পূর্ব্বজন্মে জান্তাম !

বিজয়। তোমরা দু'জনে একটা ষড়যন্ত্র ক'রেছ নাকি ? মহাশয় ! সে সব পূর্ব্বজন্মে আমি যা-ই ছিলাম তাতে আপাততঃ কিছু যাচ্ছে আস্‌ছে না। এখন আমার সঙ্গীরা কোথায় বল্‌তে পারেন ? তাঁরা এই দিকেই এসেছিলেন।

উৎপল। ক'জন ?

বিজয়। সাত শ জন।

উৎপল। ঠিক।

বালক। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গে মিলে গেল নাকি ?

উৎপল। রোস, তোমায় মায়ার অভেদ্য ক'রে দেই। [হস্তে সূত্রবন্ধন]

বালক। আবার—বাঁধে যে !

উৎপল। মন্ত্র পড়িয়া বিজয়ের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন।

বিজয়। ও আবার কি ?

উৎপল। তুমি লঙ্কাজয় কর্ব্বে।

বিজয়। একি ! আমায় উন্মাদ পেলেন নাকি ? [কঠোর স্বরে] আমার সঙ্গীরা কোথায় ? শীঘ্র বলুন। নইলে—[তরবারি নিষ্কাশন করিলেন]

উৎপল। অত উৎকট নয় ভাই। তরবারির ব্যবহার কর্ত্তে হবে—কিন্তু এখন নয়।—তোমার সঙ্গীদের বন্দী ক'রে রেখেছে।

বিজয়। কে ?

উৎপল। লঙ্কার অধিপতি।

বিজয়। কি রকমে ?

উৎপল। মায়াবলে। এই যক্ষ মায়াবলে অজেয়। কিন্তু যক্ষকন্যা

কুবেণী তার মায়াবলে তাদের উদ্ধার করেছে। আমি মায়াবল জানি না। কিন্তু মায়াবল প্রতিরোধ কর্ত্তে জানি। ঐ দেখ, তোমার সঙ্গীরা আসছে।

বিজয়ের সঙ্গিগণের প্রবেশ।

সঙ্গিগণ। জয় যুবরাজ বিজয়সিংহের জয়!

উৎপল। তুমি এই সাত শ সেনা নিয়েই লঙ্কাজয় কর্ব্বে। পূর্ব্বেও এইরূপ হয়েছিল। এবারও হবে। তুমি লঙ্কার রাজা হবে, কুবেণী লঙ্কার রাজ্ঞী হবে। যাও বিজয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওগে, কাল যুদ্ধ।　　　　[বিজয় ও বালক ভিন্ন সকলে নিষ্ক্রান্ত।]

লীলা। বন্ধু! আমার কিন্তু ভারি হাসি পাচ্ছিল।

বিজয়। কেন?

লীলা। একটা কথা মনে ক'রে।

বিজয়। সেটা হচ্ছে কি?

বালক। সেটা হচ্ছে যুদ্ধ।

বিজয়। যুদ্ধ হাস্যকর?

বালক। হাস্যকর নয়? একটা গরু ঘাস খাচ্ছে, পাশের জমিতে আর একটা গরু ঘাস খাচ্ছে। এ গরুটা তাই দেখ্‌ল। আর সৈল না। সে বল্লে, আমি নিজের ঘাস খাব না, ওর ঘাস খাব। কেন? না ও ঘাস বেশী মিষ্টি। ও গরুটা যদি বলে, তবে তোমার ঘাস আমি খাই? না, আমি এ-ও খাব, ও-ও খাব! দুটোই খাব। তুমি খেতে পাবে না। শুদ্ধ আমি বাঁচি। তোমার বাঁচার ত কোন দরকার নাই।

বিজয়। ঠিক বলেছ বালক!

বালক। তবে আমার গলা টিপে ধর।

বিজয়। কেন?

বালক। তোমার জোর বেশী। অপ্রিয় সত্য কথা বল্‌বার আমার অধিকার কি?

বিজয়। সত্য, বালক! কে তুমি? আপন মনে কি ব'লে যাও—যেন পাগলের পাগলামি! কিন্তু তা ত নয়। এর ভিতরে একরাশ মানে।—কে তুমি বালক? [হস্ত ধরিলেন]

[বালক সর্পদষ্টবৎ হাত সরাইয়া লইলেন

বিজয়। কি, লেগেছে?

বালক। লেগেছে, বড় লেগেছে, কিন্তু হাতে নয়—[বক্ষে হাত দিয়া] এখানে, এখানে। কেন আমায় তুমি স্পর্শ কর্লে? কি কর্লে! কি কর্লে!

বিজয়। কেন, কি করেছি?

বালক। আর ত পারি না। এই নির্জ্জন সমুদ্রতীর, এই মধুর সন্ধ্যা, আকাশে ঐ চাঁদ উঠ্‌ছে।—প্রিয়তম!—প্রাণাধিক!—না, না—রাজাধিরাজ! আমার কোন বাসনা নাই। ক্ষমা কর। [প্রস্থান]

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার প্রাসাদ। কাল—সন্ধ্যা।

কালসেন ও জয়সেন।

কালসেন। যুদ্ধের সংবাদ কি, জয়সেন!

জয়সেন। জানি না পিতা!

কালসেন। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আস্‌ছ না ?

জয়সেন। না, পিতা।

কালসেন। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

জয়সেন। প্রাসাদশিখরে।

কালসেন। প্রাসাদশিখরে !—সেখানে কি কর্চ্ছিলে ?

জয়সেন। যুদ্ধ দেখ্‌ছিলাম।

কালসেন। যুদ্ধ দেখ্‌ছিলে !—ও কি ! কাঁপ্‌ছ কেন ?

জয়সেন। পিতা ! এ সময়ে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।

কালসেন। কে বল্লে ?

জয়সেন। বিজয়সিংহ দেবরাজ ইন্দ্রের মত যুদ্ধ কর্চ্ছে ! লঙ্কার সৈন্য তাকে আক্রমণ কর্ত্তে যাচ্ছে, আর তার শরাঘাতে ভস্মের মত উড়ে যাচ্ছে। বিজয়সিংহ সাক্ষাৎ কালান্তক যম। হেন ভীষণ মূর্ত্তি কখন দেখিনি। সে কি ভয়ানক ! লঙ্কার পরাজয় হবে।

কালসেন। তাই কাঁপ্‌ছ ? ভীরু ! তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে যক্ষের পরাজয় হবে ! কি প্রলাপ বক্‌ছ ? তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে।—

উৎপলবর্ণের প্রবেশ।

উৎপল। স্বয়ং ভগবান্ মানুষেরই আকারে লঙ্কাধামে এসেছিলেন মহারাজ !

কালসেন। কিন্তু বঙ্গের বিজয়সিংহ ভগবান্ নয়।

উৎপল। মহারাজ কালসেনও শমনজয়ী দশানন নয়—রাজপুত্র জয়সেনও ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ নয়।

কালসেন। কিন্তু সাত শ সৈন্য—

উৎপল। মহারাজ! যখন কালপূর্ণ হয়, তখন সব অসম্ভবই সম্ভ হয়। লঙ্কায় যক্ষের রাজত্বের পরমায়ু শেষ হয়েছে—মানুষের যুগ এসেছে

কালসেন। কে বল্লে?

উৎপল। আমি দেখেছি।

কালসেন। কি দেখেছ পুরোহিত?

উৎপল। এই ভবিষ্যদ্বাণী।

কালসেন। দেখেছ? কোথায়?

উৎপল। অনল অক্ষরে লেখা।

কালসেন। কোথায়?

উৎপল। আকাশের ঘন আস্তরণে।

ঐ শোন মানুষের জয়ধ্বনি!

ও কি লঙ্কেশ্বর! কেন পাংশু ভয়ে?

রক্ষা নাই—সাবধান! [প্রস্থান]

কালসেন। আবার ও মানুষের জয়ধ্বনি!—একি?

দেখি অন্ধকার! কেন কম্পিত চরণ!

আবার, আবার ঐ সমুচ্চ নিনাদ—

মানুষের জয়ধ্বনি।—কে আছ কোথায়?

রক্ষা কর, রক্ষা কর।

নেপথ্যে বসুমিত্রা। পালাও। পালাও।

বসুমিত্রার প্রবেশ।

কালসেন। কে—কে তুমি?

বসুমিত্রা। চল, চল—পলাইয়া যাই।

কালসেন। কোথায়?

বসুমিত্রা। সমুদ্রে, ঘন গহনে, পর্ব্বতে; যেখানে হয়, পালাই।

কালসেন। পালাবো!

বসুমিত্রা। হাঁ, চল পালাই।

কালসেন। রক্ষা কর বিরূপাক্ষ!

বসুমিত্রা। কারো সাধ্য নাই যে, তোমায় এ সঙ্কটে রক্ষা করে মহারাজ!

কালসেন। কেন? স্পষ্ট ক'রে বল। ওকি! বারবার বিপক্ষের জয়-ধ্বনি! ওকি বসুমিত্রা! পাষাণ-প্রতিমার মত স্থিরমূর্ত্তি—নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে রয়েছ কেন? বসুমিত্রা!

বসুমিত্রা। মহারাজ! পালাই চল। নইলে রক্ষা নাই!

কালসেন। কেন? স্পষ্ট ক'রে বল।

বসুমিত্রা। কুবেণীকে মনে পড়ে মহারাজ!

কালসেন। সে ত ম'রে গিয়েছে।

বসুমিত্রা। মরে নাই মহারাজ! কাল রাত্রিকালে তাকে দেখেছি।

কালসেন। কোথায়?

বসুমিত্রা। স্বপ্নে। দেখ্‌লাম, সে বিজয়সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে। পরিধানে রণবেশ; স্বর্ণ উষ্ণীষের নীচে আলুলায়িত কেশদাম, দীপ্ত বদনমণ্ডল, অপাঙ্গে গভীর কালিমা। সে বল্লে, "মা পালিয়ে এসো।" আমি যাইতে চাইলাম না। অমনি সে নিমেষে আকাশের সঙ্গে মিশিয়ে গেল। কিন্তু বিজয় দাঁড়িয়ে রৈল। চল পালাই।

কালসেন। শুধু নারীর স্বপ্ন।

বসুমিত্রা। শুধু স্বপ্ন নয়, তারপর ঘুম থেকে উঠে আমি ভাব্‌ছি—

ক্ষু তুলে দেখি সম্মুখে কুবেণী! আমি তাকে জড়িয়ে ধর্লাম। আমার
াত ধ'রে বল্ল "মা চ'লে এস।" আমি বল্লাম, "না, যাব না।" অনেক
াধ্‌ল, আমি তবু গেলাম না। তারপর—তারপর সে চ'লে গেল।

কালসেন। তুমি গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?

বসুমিত্রা। করেছি। কি! তোমার মুখ হঠাৎ সাদা হ'য়ে গেল
কন? এস, এস পালাই।

[হাত ধরিলেন]

কালসেন। [ধীরে হাত ছাড়াইয়া] বসুমিত্রা! এ তোমার কাজ!

বসুমিত্রা। কি আমার কাজ?

কালসেন। তুমি এই বৈরীদল লঙ্কায় ডেকে এনেছ।—ওকি!
াবার বিপক্ষের জয়ধ্বনি! তুমি—তবে—

বসুমিত্রা। না, না, আমি নই। আমার কন্যা।

কালসেন। একই কথা। আমি পালাব না। আমি মর্ত্তে বসেছি,
র্ব্ব। কিন্তু তুমিও মর্ব্বে।

বসুমিত্রা। সে কি!—

কালসেন। তোমায় হত্যা কর্ব্ব। [তরবারি খুলিয়া বসুমিত্রার
লদেশ ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া] প্রস্তুত হও।

বসুমিত্রা। হত্যা ক'রো না—আমি নির্দ্দোষী।

কালসেন। দোষী কি নির্দ্দোষী তা বিচার কর্ব্বার অবসর নাই।
বে—[তরবারি উঠাইয়া]

বসুমিত্রা। রক্ষা কর! রক্ষা কর! কে আছ কোথায়—রক্ষা কর।

কালসেন। এই কর্চ্ছি। [তরবারি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত]

রণবেশে বিজয়সিংহ ও কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। এই যে এখানে, মহারাজ! মহারাণী কোথায়?

কালসেন। মহারাণী! কোথাকার মহারাণী?

কুবেণী। লঙ্কার জননী!

কালসেন। কেন?

কুবেণী। যেন তাঁর আর্ত্তস্বর শুন্‌লাম।

কালসেন। শুনেছ?

কুবেণী। শুনেছি—কে যেন বল্ল, "হত্যা ক'রো না, রক্ষা কর।" সেই স্বর। মহারাণী কোথায়?

কালসেন। ঐখানে। ঐ কোণে। ঐ স্থির মাংসপিণ্ড।

কুবেণী। [অগ্রসর হইয়া] মা! মা উত্তর নাই যে! মা! একি? রক্ত!

কালসেন। সব বাক্য স্তব্ধ হয়েছে।

কুবেণী। কি করেছ মহারাজ!

কালসেন। হত্যা করেছি।

কুবেণী। হত্যা করেছ? তুমি—

কালসেন। আমি হত্যা করেছি।

বিজয়। [অগ্রসর হইয়া] লঙ্কেশ্বর! তুমি নারীহত্যা করেছ? অস্ত্র বা'র কর।

কালসেন। কে তুমি?

বিজয়। আমি বিজয়সিংহ। যুদ্ধ ক'রে মর—কাপুরুষ!

[উভয়ের যুদ্ধ ও কালসেনের পতন।]

কুবেণী। [বসুমিত্রার উপর পড়িয়া] জননী! জননী!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার একটি বিজন প্রান্তর। কাল—সন্ধ্যা।

বিরূপাক্ষ ও বিশালাক্ষ।

বিরূপাক্ষ। বিজয়সিংহ তা হ'লে রাজা হ'য়ে বসেছেন ?

বিশালাক্ষ। বসেছেন বৈ কি।

বিরূপাক্ষ। যখন এই বিজয়ী বীর লঙ্কার সিংহাসনে বস্‌লে তখন লঙ্কার অধিবাসীরা কি ভাবে তা নিলে ?

বিশালাক্ষ। বিজয়সিংহ লঙ্কার সেই পুরাতন মণিখচিত স্বর্ণ সিংহাস বস্‌লেন। তাঁর অনুচরবর্গ উচ্চ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"জয় লঙ্কাধিপতি বিজয়সিংহের জয়।" অমনি প্রাসাদমঞ্চে জয়বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। দুর্গশি বঙ্গের শুভ্রপতাকা উড়িয়ে দিল। সভাসদ্‌গণ জয়ধ্বনি কর্ল।

বিরূপাক্ষ। প্রজাগণ সে জয়ধ্বনিতে যোগ দেয় নি ?

বিশালাক্ষ। দিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হয় নি ?

বিশালাক্ষ। হয়েছিল।

বিরূপাক্ষ। পুরোহিতবর্গ উপস্থিত ছিল ?

বিশালাক্ষ। ছিল।

বিরূপাক্ষ। কেউ কিছু বলেছিল ?

বিশালাক্ষ। একজন তরুণ তাপস বলেছিল। সে বলেছিল—"জয় রাজ জয়সেনের জয়।"

বিরূপাক্ষ। সত্য ? কে সে তাপস ?

বিশালাক্ষ। জানি না।

বিরূপাক্ষ। ধন্য তাপস! তা'তে কেউ কিছু বলেছিল ?

বিশালাক্ষ। না। বঙ্গের বিজয়সিংহ একবার তার পানে চেয়ে থেছিলেন। অমনি তাঁর দীপ্ত মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হ'ল। তার পর এবং তিনি তাঁর প্রিয় অনুচরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কৈতে লাগ্‌লেন।

বিরূপাক্ষ। তারপর আর কিছু ?

বিশালাক্ষ। আজ প্রভাতে রাজ্ঞী কুবেণীর সঙ্গে বিজয়সিংহের বিবাহ য়ে গিয়েছে।

বিরূপাক্ষ। [গম্ভীর ভাবে] হুঁ!

বিশালাক্ষ। রাজকুমার জয়সেন সে বিবাহে এসে বাধা দেন। রাজ্ঞী াকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন।

বিরূপাক্ষ। কি অপরাধে ?

বিশালাক্ষ। জয়সেন উন্মত্তবৎ বিবাহ-সভায় বিজয়সিংহকে হত্যা ের্ত্তে যান। রাজ্ঞী উন্মাদ ব'লে তাকে রুদ্ধ করেছেন।

বিরূপাক্ষ। উত্তম! তারপর ?

বিশালাক্ষ। আজ রাত্রিকালে রাজদম্পতীর বিবাহ-উৎসব।

বিরূপাক্ষ। হুঁ! এখন কি কর্ব্বে ঠিক করেছ বিশালাক্ষ!

বিশালাক্ষ। কি আবার কর্ব্ব?

বিরূপাক্ষ। এই শত্রুর সেনাপত্য কর্ব্বে?

বিশালাক্ষ। কেন কর্ব্ব না? যখন লঙ্কা স্বাধীন ছিল, যুদ্ধ করেছি। লঙ্কাজয়ের পর, আর বিবাদ করা পাপ।

বিরূপাক্ষ। এক বাঙ্গালীর দাসত্ব কর্ব্বে—লঙ্কার অধিবাসী! মানুষের দাস্য কর্ব্বে—যক্ষ!

বিশালাক্ষ। মানুষ। কিন্তু মানুষের মত মানুষ। এই বিজয়সিংহকে দেখে তোমার ভক্তি হয় না?

বিরূপাক্ষ। কি বল্লে বিশালাক্ষ? ভক্তি! কথাটা বেশ উচ্চারণ কর্লে ত! মানুষকে ভক্তি!

বিশালাক্ষ। বিরূপাক্ষ বৃথা এই আস্ফালন। যক্ষের যুগ গিয়েছে। এখন মানুষের যুগ এসেছে। অবশ্য, সে মানুষের মত মানুষ যদি হয়।

বিরূপাক্ষ। সেনাপতি! যদি যক্ষের যুগ গিয়ে থাকে, ত আমিও তার সঙ্গে যাব! জ্যোৎস্নার বিলয়ে, নির্লজ্জ কলঙ্কী চাঁদের মত, আকাশে ভয়ে পাংশু হ'য়ে, দাঁড়িয়ে সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাক্‌ব না।

বিশালাক্ষ। রাজ্যশাসন কর্ত্তে অক্ষম, অত্যাচারী কালসেনের উচ্ছৃঙ্খল রাজত্ব ত যাবেই। বিজয়সিংহ কেবল বিধাতার হুকুম তামিল করেছে। তার জয় হৌক্।

বিরূপাক্ষ। উত্তম! আজ থেকে আমি তোমার শত্রু!

বিশালাক্ষ। বিবেচনা কর বিরূপাক্ষ! [হাত ধরিলেন]

বিরূপাক্ষ। যাও [হস্ত ছাড়াইয়া দ্রুত প্রস্থান।]

বিশালাক্ষ। বৃথা আস্ফালন, বিরূপাক্ষ! নূতনের কাছে পুরাতন টেঁকে না,—কি রাজ্যে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে। আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছে। অথচ বৃষ্টি নাই, বাতাসের একটা উচ্ছ্বাসও নাই। কি গ্রীষ্ম!

কথা কহিতে কহিতে উৎপল ও তরুণতাপসের প্রবেশ।

তাপস। তবে তুমি এই বঙ্গের বিজয়সিংহকে এই লঙ্কায় টেনে এনেছ পুরোহিত!

উৎপল। আমি নয়—ভাগ্য।

তাপস। ভাগ্য?—মিথ্যা কথা! ভাগ্য? মানুষ আপনার ভাগ্য আপনি গড়ে।

উৎপল। তোমার তাই বিশ্বাস? অহঙ্কার চিরদিন অহঙ্কার করে যে, সে একা নিজে নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করে। কিন্তু সে এই গণ্ডীর ভিতর আছে। বাইরে যাবার সাধ্য নাই। এ বিজয়সিংহ এ অবস্থায় চিরদিন এসেছিল, আজ এসেছে, চিরদিন আস্‌বে।

তাপস। আর তুমি তাকে বরণ ক'রে এনে ঘরে তুল্‌বে?

উৎপল। আমি ভাগ্যের অধীন।

তাপস। ভাগ্যের অধীন! না বিশ্বাসঘাতক!

উৎপল। হাঁ, আমি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এই ভাগ্য!—আমি কি কর্ব্ব বল? আমি জান্তাম যে, আমি বিশ্বাসঘাতক হব। বিজয় লঙ্কাজয় কর্ব্বে। তুমি নিষ্ফল আস্ফালন কর্ব্বে। এ ললাটলিপি আমি যে পড়েছি। যা যা হচ্ছে, সব—জান্তাম।

তাপস। আর যা যা হবে?

উৎপল। সব জানি।

তাপস। জান, যে তোমার মৃত্যু তোমার সম্মুখে ?

উৎপল। বহুদূরে। আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি। বহুদূরে—

তাপস। না, এই দণ্ডে।

উৎপল। বহুদূরে—

তাপস। তবে এই মুহূর্ত্তে! এই দেখ— [গলদেশ ধরিয়া কুক্ষি হইতে ছুরি বাহির করিয়া উৎপলবর্ণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎক্ষণাৎ বিশালাক্ষ আসিয়া তাপসের হাত ধরিয়া কহিলেন "সাবধান!"]

তাপস। কে তুমি ?

বিশালাক্ষ। পুরোহিত হত্যা ক'রোনা। [হস্ত হইতে ছুরিকা সবলে কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন]

তাপস। তোমায় মার্ত্তে পার্লাম না।

উৎপল। তা পূর্ব্বেই জান্তাম! [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কা। বালকবেশিনী লীলা ও কুবেণী।

বালক। কি ভাব্‌চ মহারাণী!

কুবেণী। গাঢ় ভবিষ্যৎ।

বালক। তা আর ভেবে কি হবে মহারাণী! এই গাঢ় ভবিষ্যৎ—

গাঢ় অন্ধকারে! সে অন্ধকারে কেউ প্রবেশ কর্ত্তে পারে না। তবু, আশ্চর্য্য মহারাণী! মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল।—শুধু সময় অপব্যয়।

কুবেণী। নহিলে আর কি ভাব্‌ব? অতীত?

বালক। মন্দ কি!

কুবেণী। যা অতীত তা অতীত।

বালক। তথাপি ভবিষ্যতের চেয়ে সে ভাল গুরুমহাশয়। অতীত তবু কিছু শিক্ষা দিতে পারে!

কুবেণী। অতীত বিজ্ঞান! কিন্তু ভবিষ্যৎ কবিত্ব।

বালক। অতীত মাতা, ভবিষ্যৎ পত্নী! অতীত করুণার মত স্নেহের সরল বেষ্টনে গলাটি জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে, শীর্ষে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'রে কাঁদে, আর ভবিষ্যৎ শুধু চায়, শুদ্ধ দাবী করে—

কুবেণী। অতীতের স্মৃতির মূল্য আছে। এ অতীত পতিতের নিকটে মধুর—হায়রে সেদিন!

বালক। সে দিন চিরকালই হায়রে সেদিন। মানুষ বর্ত্তমান সুখের মধ্যে চিরকালই অতীতের দিকে তাকিয়ে বলে হায়রে সেদিন! অকৃতজ্ঞ মানুষ!

কুবেণী। কেন?

বালক। চিরদিন অনুযোগ করা তার স্বভাব। নিজের নিয়ে কেউ সুখী নয়। বর্ত্তমান তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিগত শৈশব চিরকালই—"হায়রে সেদিন।" আমি ত মনে করি, শৈশব একবারেই সুখের নয়।

কুবেণী। কেন?

বালক। রোজ রোজ নূতন পড়া মুখস্থ করা বড় সুখের ব'লে ত

বোধ হয় না। বাড়ীতে বাবা আর বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়। এ এক দিে বাঘ, আর এক দিকে সমুদ্র, যাই কোন্ দিকে স্থির কর্ত্তে না পেরে ইচ্ হয় যে, রাস্তায় একটা ছাতি নিয়ে ব'সে থাকি—

কুবেণী। তোমার গুরুমহাশয় তোমায় মার্ত্তেন?

বালক। উঃ—তাইতেই ত দেশ ছেড়ে পালালাম।

কুবেণী। আর তোমার বাবা?

বালক। তিনি মার্ত্তেন না—চোখ রাঙ্গাতেন।

কুবেণী। আচ্ছা—তোমার মা আছেন?

বালক। না!

কুবেণী। বিয়ে হয়নি?

বালক। হ'য়েছিল বোধ হয়, ঠিক মনে নেই।

কুবেণী। কিছু মনে নেই?

বালক। কিছু মনে নেই।

কুবেণী। আশ্চর্য্য ত!

বালক। ভারি আশ্চর্য্য।

কুবেণী। বিজয়সিংহের সঙ্গে তোমার কতদিন থেকে আলাপ?

বালক। পূর্ব্বজন্ম থেকে। পূর্ব্বজন্মে আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম।

কুবেণী। স্ত্রী ছিলে?

বালক। স্ত্রী ছিলাম।

কুবেণী। পূর্ব্বজন্মে তিনি তোমায় ভালবাস্তেন?

বালক। তিনি আমার মুখদর্শন কর্ত্তেন না।

কুবেণী। কেন?

বালক। বোধ হয় আমি দেখ্‌তে খারাপ ব'লে।

কুবেণী। না—তুমি ত দেখ্‌তে বেশ।

বালক। মন্দ কি!

কুবেণী। না। এই বিজয়সিংহ ভালবাস্‌তে জানেন না। ভালবাসা কাকে বলে, তা তিনি জানেন না।

বালক। কেন? তিনি ত তোমার বেশ পোষ মেনেছেন!

কুবেণী। তিনি যাদুমন্ত্রে আমার বশ। এই যাদুদণ্ডে তাঁকে চালাচ্ছি। ভালবাসা নহে।

বালক। চালাচ্ছ ত।

কুবেণী। তাতে তৃপ্তি হয় না।

বালক। কেন?

কুবেণী। এ অন্তরের ক্ষুধা। ভালবাসা সম্বন্ধে তুমি কি জান্‌বে বালক!

বালক। আমি কতক জানি।

কুবেণী। তুমি!

বালক। পরীক্ষা ক'রে নেন।

কুবেণী। বল দেখি ভালবাসা কি?

বালক। ভালবাসা দু'রকম আছে।

কুবেণী। কি রকম?

বালক। এক ভালবাসা আছে, যা সর্ব্বদা প্রিয়জনকে আপনার ক'রে নিতে চায়—যে সাহচার্য্য, প্রতিপক্ষ-প্রণয় সহ্য কর্ত্তে পারে না; যে প্রেম, তার পুষ্পকোমল ক্ষীণ বাহুর বন্ধনে একটা জগৎকে আঁক্‌ড়ে

ধর্তে চায়—বক্ষের মধ্যে একটা অগাধ অস্থির সমুদ্রকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়।

কুবেণী। ঠিক বলেছ বালক! আমার সেই প্রেম—সর্ব্বগ্রাসী, অধীর, অসহ্য, অস্থির প্রেম। বিশ্বে আর কিছু জানি না, মানি না—চাই না—শুধু তাকেই চাই। ঐ চাঁদ, ঐ সমুদ্র, এই উৎসবসজ্জা—এ সব চোখের সামনে দিয়ে ছবির মত ভেসে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে এক চিন্তা, হৃদয়ে এক ভাব, জীবনে এক লক্ষ্য, ইহকালে এক সুখ—তার ভালবাসা।

বালক। জানি, তুমি প্রতিদানের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আর এক ভালবাসা আছে জেনো মহারাণী! যা নিত্য বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়; সুখী ক'রে সুখী হয়। তার ভালবাসা এক কণা পাই, ত আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি, কিন্তু যদি না পাই, ক্ষতি নাই—কারণ সে ভালবাসার আশা করি না। সেই রকম ভালবাসা একবার বাস দেখি মহারাণী! দেখ্‌বে, যে আর ভয় নাই, দ্বিধা নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই।

কুবেণী। সে কথার কথা।

বালক। যদি তাই হয়, তবু সেই মন্ত্র জপ কর। কামনাহীন প্রেম জপ কর।

কুবেণী। শুধু কামনাহীন প্রেম! একটা কথা—শব্দ মাত্র।

বালক। যদি তাই হয়, তবু তার কি মূল্য নাই? কথা—শব্দ—ধ্বনি মাত্র—কাণের ভিতরে নিত্য যেতে যেতে যদি বা কখন কোন শুভ মুহূর্ত্তে অন্তরের দ্বার খোলা পেয়ে সেখানে প্রবেশ করে। আমাদের

দেশের লোক নিত্য হরিনাম জপ করে—শুদ্ধ জপ করে। মনে হয়, তার মধ্যে গূঢ় অর্থ আছে। হয়ত বা সেই নিরাকার, নিত্য, নিরঞ্জন, সেই হরিনাম, কখন্ কোন্ সুযোগে আকার ধারণ ক'রে, হয়ত বা সেই শব্দেই একখানি হৃদয়ের বীণা বেজে ওঠে—নিশ্চয় এ রকম হ'য়েছে, নৈলে তারা করে কেন।

কুবেণী। বালক! তুমি কে?

বালক। ঐটেই এতদিনে বুঝ্‌তে পারি নি মহারাণী! আপনি কে, তা কতকটা বুঝ্‌তে পারি—কিন্তু আমি কে, সেইটে বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। আমি কে? এ সংসারে এসেছি কেন? কেনই বা দেশ ছেড়ে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি? কি চাই? কেন ভালবাসি? ভাল না বাস্‌লেই বা তার কি আস্‌ত যেত? সে কি আমায় কখন বুঝ্‌তে পার্ব্বে?

কুবেণী। কে সে? কাকে তুমি ভালবাস বালক!

বালক। ছি ছি ছি! কি বলেছি, কি বলেছি! মহারাণী! সে তোমার! আমার কেউ নয়! কেউ নয়!

[প্রস্থান]

ধীরে ধীরে বিজয়ের প্রবেশ।

কুবেণী। ঐ আমার প্রিয়তম আস্‌ছেন [দৌড়িয়া গিয়া] এস এস আমার প্রাণেশ্বর—নাথ—বল্লভ—সর্ব্বস্ব—কি ব'লে তোমায় ডাক্‌ব, তা জানি না—তুমি আমায় ভালবাস?

বিজয়। এখানে বালকটি এখনি ছিল না?

কুবেণী। সে চিন্তা কেন নাথ! যে ছিল, সে ছিল—তুমি এসেছ, আর কেও নাই। কেবল তুমি আর আমি আছি,—আর কেউ নাই,

কিছু নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, নক্ষত্র আকাশ নাই, সাগর পর্ব্বত নাই; কানন প্রান্তর নাই। কেবল তুমি আর আমি! দুইটি জগৎ—দুইটি বাসনা—দুইটি চেতনা, দুইটি সৃষ্টি, দুইটি প্রলয়, দুইটি স্বর্গ, দুইটি নরক।

বিজয়। কুবেণী! তুমি কি উন্মাদ?

কুবেণী। উন্মাদ! আমি তোমার প্রেমোন্মাদ! বিজয়! আমি তোমায় বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।

বিজয়। সে ত অনেকবার বলেছ।

কুবেণী। তৃপ্তি হয় নি। আর কিছু বল্‌তে চাইনে, পারি না, আর কিছু মধুর লাগে না। আর যা কিছু জান্তাম, তা ভুলে গেছি। আমার অভিধানে আজ ঐ এক শব্দ আছে—"ভালবাসি" "ভালবাসি"। সে শব্দে কত যে মধু, কত যে মাধুরী, কত নিবিড় আনন্দ, কত ভাব, কত ছন্দ, কত নব নব নিহিত নিগূঢ় অর্থ, কত রত্নধন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, শান্তি, কত পুণ্যরাশি, কত জন্মজন্মান্তর—নাথ! পৃথিবীতে আর কি আছে? ঐ শব্দটি কেড়ে নাও। দেখ দেখি, পৃথিবীতে আর কি থাকে? ছাই আর ভস্ম।

বিজয়। কুবেণী! তুমি এত উদ্দাম-প্রবৃত্তি—এত অস্থির! তুমি এক প্রহেলিকা।

কুবেণী। কেন?

বিজয়। যেদিন আমার সঙ্গে প্রথম কথা কইলে, আমায় কি বলেছিলে মনে আছে?

কুবেণী। কি বলেছিলাম?

বিজয়। রাজ্ঞীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে তর্জ্জনী হেলিয়ে বলেছিলে "আমি

তোমায় এই রূপ দান কর্চ্ছি—ভিক্ষুক! ভিক্ষা নাও"। আর আজ তোমার এত কাতর নিবেদন! ভিক্ষুকের মত দীন প্রার্থনা!

কুবেণী। তোমায় সব দিয়েই ত আমি ভিখারিণী হ'য়েছি। একদিন গর্ব্ব ক'রে বলেছিলাম 'আমি বিবাহ কর্ব্ব! কাকে? আমার সমতুল্য জগতে কে আছে, যাকে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারি।' তারপর তোমায় দেখ্‌লাম। মনে হ'ল, যে এই সেই। যাকে সেই দেখেছিলাম—নিদাঘের ভীম রৌদ্রে, শরতের রঞ্জিত প্রভাতে, প্রাবৃটের নব জলধরে। এ সেই, যার স্বর শুনেছি—জলধি নির্ঘোষে, মুরজমন্দ্রে, মেঘের গর্জ্জনে, উল্লাসের উচ্চহাস্যে, ভক্তের কীর্ত্তনে! এ সেই, যাকে হৃদয়ে অনুভব করেছি—সত্যের আলোকে, সরল বিশ্বাসে, ত্যাগীর সন্ন্যাসে। তোমায় দেখ্‌লাম—চিন্‌লাম—তোমায় একক্ষেপে আমার সব দিলাম।

বিজয়। কেন দিলে? কে চেয়েছিল?

কুবেণী। কেন দিলাম? জানি না!—আশ্চর্য্য বটে! কেন দিলাম! —সেই আমি আর এই আমি!

বিজয়। কি ভাব্‌ছ কুবেণী?

কুবেণী। বাল্যকালেই উদ্দামপ্রবৃত্তি ছিলাম। বনে, পর্ব্বতে, সৈকতে, অস্থির বাসনায় অবারিতগতি ছুটে বেড়াতাম। যেন কেউ ডাঙস মেরে চালাচ্ছে। ক্রোধে মত্ত, সুখে দৃপ্ত, বাসনায় অন্ধ, দুঃখে জ্বালাময়, আনন্দে অধীর। এই কুবেণীর পৃষ্ঠব্যাপী ইতিহাস তারপর—

বিজয়। তারপর—

কুবেণী। না, না, আমি ভিক্ষাদান করিনি। আমার রাজাকে রাজকর

দিয়েছিলাম। অশান্ত বাঘিনী কোন্ যাদুমন্ত্রে নিজের প্রভু চিনে নিল, আর নুয়ে তার চরণতলে লুঠিয়ে পড়ে' গেল। উদ্বেল প্রবৃত্তির দুর্ব্বল উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হ'ল। এই ক্ষুব্ধ সমুদ্র ঝটিকার পর শান্ত হ'য়ে সূর্য্যের অর্চ্চনা কর্ত্তে বস্‌ল। কি কর্লে? কি কর্লে বিজয়!

বিজয়। কি করেছি?

কুবেণী। সব দিয়েছি! রূপ, যৌবন, স্বদেশ, সিংহাসন, ভূত গরিমার স্মৃতি—বাপ মা—আত্ম পরিজন—সব দিয়েছি! এক ক্ষেপে সব দিয়েছি! রাজপুত্রী আমি, দাসী হ'য়েছি। আর আমিই না মাতাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম।—জননী! জননী! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।

[করজোড়ে জানু পাতিয়া বসিলেন]

বিজয়। কুবেণী! যদি আক্ষেপ হয়, সব ফিরে নাও। আমি চ'লে যাই।

কুবেণী। না, না; যেও না, যেও না। 'যাব' বলো না,—ছেড়ে দিতে পার্ব্বনা। আমি তোমায় যেতে দেব না। নাও, নাও, সব নাও। যা আছে তা নাও, যা নেই, তার জন্য ক্ষমা করো! এ কি ছার রূপ! যদি এ রূপ শতগুণ হ'ত, ত অর্ঘ্যসম তোমার চরণে ঢেলে দিতাম। আর এ দ্বীপ বড় ক্ষুদ্র! তোমার উপযুক্ত নয়। আর ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই, ইচ্ছা নাই, ক্ষুধা নাই!—এক অনন্ত উল্লাস—অনন্ত ক্রন্দন—অনন্ত নরক।

বিজয়। নরক!

কুবেণী। কি বল্‌ছি। শুনো না—শুনো না। আমি আজ প্রলাপ বক্‌ছি! আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে। বিকার! বিকার! অনন্ত

নাহ!—সব দিয়েছি। আরও থাকৃত, ত আরও দিতাম! আমার ভালবাসা ক্ষুধিতের গ্রাস—খাদ্য এসে সে ক্ষুধার কণ্ঠরোধ করে! আমি উন্মত্ত হ'য়েছি। শুনো না। আমি গাই শোন।

বিজয়। গাও প্রিয়ে!

কুবেণী। তার আগে, আমার তৃষিত অধরে তোমার চুম্বন সুধা দাও, আমি পান ক'রে—অমর হই। দেশ যাক্; পিতা মাতা যাক্, আমি যাই।—এখন আমি গান গাই।

বিজয়। গান কর, গান কর, থেমো না; আমায় চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার কর।

কুবেণী। কিসের চিন্তা?

বিজয়। তা তুমি কি বুঝ্বে? এ তোমার স্বদেশ। তার ক্রোড়েই দোল খাচ্ছ। কিন্তু আমি আমার স্বদেশ ছেড়ে—

কুবেণী। স্বদেশকে এতদিনে ভুল্তে পার্লে না?

বিজয়। স্বদেশ কি ভোলা যায়! সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আলোকে অন্ধকারে, গৌরবে লঞ্ছনায়, স্বদেশ চিরদিনই স্বদেশ।

কুবেণী। এ স্বদেশ তোমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছে!

বিজয়। স্বদেশের তিরস্কার—সে জননীর তিরস্কার—তাও মিষ্ট।

কুবেণী। এ লঙ্কাপুরী তোমার ভাল লাগ্‌ল না? এর এত স্নেহ, এত সুপ্তি, এত সৌন্দর্য্য, ভাল লাগ্‌ল না!

বিজয়। কুবেণী! আমি তোমার দ্বীপের নিন্দা করি না। এ অপূর্ব্ব দ্বীপ! ফলে ফুলে, প্রান্তরে পর্ব্বতে, উপত্যকায় উপবনে—এ অপূর্ব্ব দেশ। এ যেন এক মায়ার পুরী। গভীর জলধি এর প্রাকার বেষ্টন

ক'রে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের মত পাহারা দিচ্ছে। এর পবনে লবঙ্গলতার সুগন্ধ ভেসে আস্‌ছে; এর আকাশ চিরস্নিগ্ধোজ্জ্বল; এখানে চির বসন্ত বিরাম কচ্ছে। কিন্তু—

কুবেণী। কিন্তু?—

বিজয়। কিন্তু বিমাতা পরম স্নেহবতী হ'লেও বিমাতা।—কুবেণী! শৈশবেই আমি মাতৃহারা। জননীর স্নেহ ঠিক আজ মনে নাই। তবু যেন মাঝে মাঝে তাঁর সেই মৃদু সকরুণ স্নেহ-উচ্ছলিত ঘুম পাড়ানিয়া গান মনে পড়ে; এই অতীত বর্ষগুলির কুজ্মাটিকা দিয়া দূরাগত বংশী-ধ্বনির মত ভেসে আসে। মা শৈশবে ছেড়ে গেলেন। সেই অবধি এই জন্মভূমিই আমার মা। সেইদিন থেকে—

কুবেণী। কি! বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলে যে!

বিজয়। আমার মত দুঃখী জগতে আর কেউ আছে কি কুবেণী! দুই মা-ই হারিয়েছি। জানো কি কুবেণী! গভীর নিশীথে যখন তুমি সুখে নিদ্রিত, যখন তোমার ঐ গৌরতনুখানি—সাগরসৈকতে জ্যোৎস্নার মত শুভ্র শয্যাপরে ছড়িয়ে রয়েছে, যখন দূরে থেকে বাঁশীর গান সুপ্তিহীন প্রাণে ভেসে আসে, তখন আমি হর্ম্ম্যমঞ্চে গিয়ে আল্‌সের উপর বাহুর ভর দিয়ে, ঐ অশান্ত দিগন্ত-বিতত কৃষ্ণসমুদ্রের পানে চেয়ে দেখেছি; আর আমার চিত্তপটের উপর দিয়ে বাঙ্গালার মধুর ছবি মধুর স্বপ্নের মত ভেসে গিয়েছে;—বাঙ্গালার সেই শ্যামল ক্ষেত্র, বাঙ্গালার সেই ধূসর নদী; বাঙ্গালার সেই নীল নির্ম্মল আকাশ, সেই দীপ্ত রৌদ্র, সেই সুস্নিগ্ধ মলয়পবন হিল্লোল, সেই কোকিলের ঝঙ্কার, বাঙ্গালা মাঝির সেই গান, যেন অনুভব ক'রেছি, আর চক্ষে ক্ষুদ্র বর্ত্তমান লুপ্ত হ'য়ে

গিয়েছে। স্বদেশ কি ভোলা যায় কুবেণী! আর এ হেন স্বদেশ—যার পবনে সুগন্ধ, নিকুঞ্জে সঙ্গীত, বৃক্ষে অমৃত, নির্ঝরে জননীর স্তনধার; গগনে দেবতার আশীর্ব্বাদ; সেই কৃষকের ধান্যভরা প্রাঙ্গণ, সতীর মুখভরা হাসি, মাতার বুকভরা স্নেহ, পিতার—

কুবেণী। কি! সহসা অধোমুখ কি হেতু নাথ?

বিজয়। না, গান গাও,—নৃত্য কর, কোলাহলে বর্ত্তমান ডুবিয়ে দাও।—

কুবেণী। নৃত্য কর নর্ত্তকীবৃন্দ!

বিজয়। দাও সুরা! [সহচরী সুরা তাঁহার অধরে ধরিল; বিজয় পান করিলেন] তুমি গাও প্রিয়তমে!

[কুবেণী গাইলেন]

বিজয়। না, গান গাও! কোলাহলে বর্ত্তমান ডুবিয়ে দাও। তুমি গাও প্রিয়তমে!

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুঃখ আমি দিতে তো পারি না;
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ, পুরিবে সব সাধ, নিরাশা কভু (যদি) ললাট ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে, তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।
হয়ত দিতে পারে অপর কেহ, আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ,
মিটিলে সব সাধ, ভাঙ্গিলে অবসাদ, প্রাণের নিরাশার গভীর দুঃখে—
　　　　যদি বা প্রাণ চায় এস এ বুকে;
এ হৃদি—যাও চলি চরণে দলি' তায়, অথবা তুলে ধর আমার বলি' তায়,
রবে সে চিরদিন, তোমারি পরাধীন, যখনি মনে পড়ে অভাগিনীরে—
　　　　তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।

[এই গানের মধ্যে বিজয় নিদ্রিত হইলেন।]

কুবেণী। নীরব যে নাথ!—ঘুমিয়ে প'ড়েছেন! বহ বহ—সুম স্নগন্ধ গন্ধবহ। প্রিয়তমের শ্রান্তি দূর কর!—বিজয়! বিজয়সিংহ দয়িত! বল্লভ! কেন এত ভালবাস্‌লাম!—[নিরীক্ষণ] প্রদীপ নিভি দেই [নির্ব্বাণ] একি এ অদ্ভুত! প্রদীপের রক্তিম আভায় এমন শু চন্দ্রকররাশি সমাবৃত ছিল! জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে এসে যেন মানুষে পায়ে ধ'রে সাধ্‌ছে—ঐ বাইরের সৌন্দর্য্যের উৎসব দেখ্‌বার জন্য! সমু উন্মুক্ত উদার গরিমায় যেন দুল্‌ছে। উপরে সচন্দ্র শর্ব্বরী! কি সুন্দর

জুমেলিয়ার প্রবেশ।

জুমেলিয়া। মহারাণী!

কুবেণী। কি জুমেলিয়া? কি হ'য়েছে?

জুমেলিয়া। নীচে দরোজা খুলে রেখে এসেছিলে?

কুবেণী। কেন?

জুমেলিয়া। প্রাসাদে শত্রু প্রবেশ ক'রেছে।

কুবেণী। কে বল্লে!

জুমেলিয়া। আমি তোমার শয়নকক্ষের পাশে অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি, আ সতর্ক পদশব্দ শুনেছি!

কুবেণী। তুমি সেখানে কি কর্চ্ছিলে?

জুমেলিয়া। ঘুমোচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ জেগে উঠে শব্দ শুন্‌লাম যেন ধরাতল পাশ ফিরে শুলো, বাতাস যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌ল। তারপর—

কুবেণী। চল দেখি—পার্শ্বরক্ষীরা কোথায়?

জুমেলিয়া। এই কক্ষের বাহিরে!　　　[উভয়ের প্রস্থান]

ধীরে ধীরে বালকের প্রবেশ।

বালক। একা রেখে কোথায় গেলে রাণী! ততক্ষণ আমি তাঁকে
া কর্ব্ব। [বিজয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া] গাঢ় নিদ্রিত। চাঁদের
লো মুখের উপর এসে পড়েছে। কি সুন্দর!—একবার জন্মের সাধ—
। শুধু চেয়ে দেখি। [অবলোকন]।

দূরে কুবেণী ও জুমেলিয়ার প্রবেশ।

কুবেণী। ও তোমার কল্পনা। যাও, সুখে নিদ্রা যাও গে।—

বালক। একবার, কি দোষ?—আমারও ত তিনি। একবার—
বিজয়সিংহকে চুম্বন]

কুবেণী। কে তুমি?

বালক। [জানু পাতিয়া] ক্ষমা করো! ক্ষমা করো! অন্যায়
'রেছি। কিন্তু পার্লাম না। অভাগিনী আমি—[হস্তদ্বয় দিয়া মুখ
াকিলেন]

কুবেণী। সঙ্গে এস!

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চসৈনিকসহ বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

বিরূপাক্ষ। [থমকিয়া দাঁড়াইয়া] এই যে, এখানে।—গাঢ় নিদ্রিত।
।কাকী।—এত সহজ হবে, তা কখন ভাবিনি।—নিদ্রিত! এ ক্ষুদ্র নিরীহ
বক, সমরে অজেয় বীর—আশ্চর্য্য! কি নিস্পন্দ! শুধু নীরবে বক্ষস্থল
নঃশ্বাসে প্রশ্বাসে আন্দোলিত হচ্ছে! কি গাঢ় নিদ্রিত! না, এ সুপ্ত
ুকোমল দেহে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ব্ব না। যা কখন জীবনে করিনি।
াগাই। বিজয়সিংহ! বীরবর! উঠ।

বিজয়। [উঠিয়া] পিতা! একি! কোথা আমি? এ ত পিতা নহে! এ ত জন্মভূমি নহে!— স্বপ্ন! স্বপ্ন!—কে তুমি সৈনিক!

বিরূপাক্ষ। বিরূপাক্ষ!

বিজয়। কি চাও?

বিরূপাক্ষ। অস্ত্র লও। যুদ্ধ কর—

বিজয়। কেন?

বিরূপাক্ষ। তোমায় বধ কর্ব্ব—কিংবা মর্ব্ব। এই ভিক্ষা চাই। আর কিছু না।

বিজয়। কি হেতু?

বিরূপাক্ষ। হেতুর প্রয়োজন নাই। তোমায় হত্যা কর্ত্তে এসেছি। তারপর দেখ্‌লাম, তুমি সুপ্ত শিশুসম অসহায়, তার উপর লঙ্কার আকাশের জ্যোৎস্না এসে প'ড়েছে। লঙ্কার বাতাসে তোমার বিকম্পিত শুভ্রাম্বিত কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ। হত্যা কর্ত্তে পার্লাম না। চিরদিন যুদ্ধ ক'রেছি। হত্যা কখন করিনি। পার্লাম না। অস্ত্র নাও বীর! [নিজের তরবারি দান ও নিজে অপর এক সৈনিকের অস্ত্রগ্রহণ]

বিজয়। উত্তম। প্রস্তুত আমি।

[উভয়ের যুদ্ধ; বিরূপাক্ষের পতন।]

বিরূপাক্ষ। উদ্ধার কর্ত্তে পার্লাম না। জননী বিদায়!

ত্রস্তা স্রস্তবাসা কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। একি! একি! নাথ!

বিজয়। [ধীরে কুবেণীকে সরাইয়া] বিরূপাক্ষ! বীরবর! বুঝেছি, তোমার জিনিষ আমি ফিরিয়ে দেবো।

বিরূপাক্ষ। সে কি!

বিজয়। এতক্ষণ আমি কি দেখ্‌ছিলাম জান—আমার জন্মভূমি ার তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার পিতা। আর গৃহান্তরালে মুক্ত গবাক্ষে জল নয়ন ছুটি। এতদিনে তোমার জিনিষ তোমায় ফিরে দেবো বীর।

বিরূপাক্ষ। তবে এ আমার সুখমৃত্যু।

বিজয়। আমায় ক্ষমা কর বীর! ক্ষমা কর কুবেণী!—ক্ষমা ের পরমেশ!

বিরূপাক্ষ। বাঙ্গালী বীর! এত মহৎ তুমি!

তৃতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যে সিংহবাহু ও সুমিত্র।

সিংহবাহু। এ নিবিড় জঙ্গলের যে আর শেষ নাই।

সুমিত্র। মাঝে মাঝে কেবল জলা আর নদী।

সিংহবাহু। বন্য বরাহ আহার, আর এই নোনা জলে স্নান, বৃক্ষতলে শয়ন—এ মন্দ নয়—সুমিত্র!

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। রাত্রে চারিদিকে আগুন জ্বেলে শুয়ে থাকি—তার বাহিরে বন্য পশুর গর্জ্জন, উপরে বৃক্ষপত্রের দীর্ঘশ্বাস, আর সব ছাপিয়ে—অন্তরে এক অসীম ক্রন্দন—এর মাঝখানে এই দেহখানি বিছিয়ে শুয়ে থাকি। তাতেও নিদ্রা ত হয়!

সুমিত্র। বাবা! রাত্রে মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে; তোমার করে না? যখন সিংহের ডাক শুনি—

সিংহবাহু। ওরে বেটা! সিংহের ডাক শুনে ভয় করিস্? সিংহ-রাশিতে আমার জন্ম, সিংহ আমার বাপ, সেই সিংহ বধ ক'রে আমার রাজ্য। জানিস্ রে বেটা!

সুমিত্র। সে কি বাবা!

সিংহবাহু। এই বন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছি—বন্যপশুদের রাজত্বে আমি নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি, বন্য জাতিদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে লড়েছি। আমার আবার ভয়! এই চেহারা দেখ্‌ছিস্? সিংহের মত না?

সুমিত্র। বাবা! এখানে কিসের রক্ত?

সিংহবাহু। হুঁ রক্ত! মেষরক্ত, সিংহ তার ঘাড় মট্‌কেছে। রক্ত! রক্ত! আমি খাব! আমি খাব।

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। খাব--রক্ত খাব।

সুমিত্র। ওকি বাবা! আমার ভয় কচ্ছে।

সিংহবাহু। সিংহ ব্যাঘ্র নিজের সন্তান খায় জানিস্?

সুমিত্র। শুনেছি বাবা—

সিংহবাহু। আমারও তাই খেতে ইচ্ছে করে। এক বেটাকে খেয়েছি। তোকেও—মাঝে মাঝে ভাবি—সেই পেটের মধ্যে পূরি। আজ আমার—

সুমিত্র। আজ কি বাবা! বাবা! বাবা! অমন ক'রে আমার পানে চাইচেন কেন বাবা?

সিংহবাহু। আজ এই ঘোর বনের মধ্যে, এই ক্ষুদ্র কান্তারের রক্তাক্ত জমির উপর,—এই ভয়ানক নির্জ্জনে, আমার মধ্যে সেই বন্য জন্তু লাফিয়ে উঠেছে; আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি আজ তোকে খাব, খাব। নে, তরোয়াল নে—যুদ্ধ কর্।

সুমিত্র। সে কি বাবা!

সিংহবাহু। বাবা, বাবা, করিস্‌নে। আমার মধ্যে মানুষ যা, তা পেটের মধ্যে মাথা গুঁজে আছে। আজ সে পাশব ক্ষুধা জেগে উঠেছে। সেই রক্ত—রক্ত চাই, রক্ত চাই। তরোয়াল বের কর্। যুদ্ধ ক'রে মর্ বেটা! স্বর্গে যাবি। [তরবারি উত্তোলন]

সুমিত্র। মেরোনা, মেরোনা বাবা! [সিংহবাহুর গলদেশ জড়াইয়া ধরিল]

[সিংহবাহুর হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইল।]

সিংহবাহু। না রে না। এই কোমলস্পর্শে যে সব গলে' জল হ'য়ে গেল! আবার অনুকম্পায় আমার মধ্যে মানুষ জেগে উঠেছে। স্নেহের স্পর্শ এত শীতল!—মানুষের মধ্যে মানুষের এত শক্তি! আয়রে বাপ্—আমার বক্ষে আয়, আমার প্রাণ শীতল হোক!

সুমিত্র। বাবা! বাবা আমার!

সিংহবাহু। গলে' গেল,—গলে' গেল! প্রাণ আমার স্নেহে গলে' গেল। তোর ঐ চোখের জলে আমার পশুত্ব সব ভেসে গিয়েছে!

সুমিত্র। ও কিসের শব্দ!

সিংহবাহু। তাইত!—ও—দস্যুর চীৎকার। বনের মধ্যে দস্যুরা কি ডাকাতি করে—ফল মূল?

সুমিত্র। ঐ আবার! কাছে।—ঐ যে, এই দিকেই আস্‌ছে।

সিংহবাহু। আসুক।

দস্যুদলের প্রবেশ।

১ম দস্যু। ওরে এখানে মানুষ!

২য় দস্যু। তাইত!

১ম দস্যু। [অগ্রসর হইয়া] কে তোমরা?

সিংহবাহু। তোমরা কা'রা?

২য় দস্যু। আমরা ডাকাত।

সিংহবাহু। দাঁড়াও। বিচার কর্ব্ব।

১ম দস্যু। কে তুমি?

সিংহবাহু। আমি এদেশের রাজা; ডাকাতির শাস্তি কি জানিস্?

২য় দস্যু। বেটা পাগল।

সিংহবাহু। না, যেতে দেবো না। আমার রাজ্যে ডাকাতি! শাস্তি দিব।—সুমিত্র! পুত্র!—পাকড়াও।

[সুমিত্র তরবারি লইয়া দস্যুদের আক্রমণ করিলেন।]

১ম দস্যু। বা রে!

[যুদ্ধ। দুইজন দস্যুর পতন]

সিংহবাহু। সাবাস্ পুত্র!—এমন পুত্র যার সে সত্যই রাজা। ধন্য পুত্র। প্রাণে মেরো না! আহত কর; বন্দী কর; আমি রাজা—বিচার কর্ব্ব।

[অন্য দস্যুদের সহিত সুমিত্রের যুদ্ধ]

সিংহবাহু। সাবাস!

[দস্যুরা সুমিত্রকে ঘেরিল।]

সিংহবাহু। স'রে দাঁড়া। যুদ্ধ দেখ্‌তে দে।

সুমিত্র। [ভিতর হইতে] বাবা!

সিংহবাহু। এই যে যাচ্ছি বাবা! [তরবারি নিষ্কাশন করিয়া ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ।—অন্যান্য দস্যুর পতন ও যখন সেই স্থান কতক পরিষ্কার হইল, দেখা গেল যে, সুমিত্র ভূপতিত, পার্শ্বে জানু পাতিয়া সিংহবাহু]

সুমিত্র। বাবা! আমি মরি।

সিংহবাহু। বিষম আহত হয়েছ পুত্র!

১ম দস্যু। একেও সাবাড় কর—

২য় দস্যু। বেশ কথা

সুমিত্র। বাবা! বাবা! ডাকাতরা তোমায় আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে, নিজেকে রক্ষা কর।

সিংহবাহু। তুই চ'লে গেলে, আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?—বৎস আমার [সুমিত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

[দস্যুরা সুমিত্রকে ছাড়িয়া সিংহবাহুকে আক্রমণ করিল।]

সিংহবাহু। আয় তোরা! দেখি একবার—এ সিংহবাহুতে এখনও কত শক্তি আছে। যুদ্ধ কর্—

সুমিত্র। বাবা! বাবা! সাবধান। আমি আস্‌ছি। [তরবারির উপর ভর দিয়া উঠিয়া সিংহবাহুর দিকে অগ্রসর হইলেন।]

১ম দস্যু। এ আবার ওঠে যে!

২য় দস্যু। দে ওকে সাবাড় ক'রে।

[উভয়ে সুমিত্রের উপরে তরবারি উঠাইল।]

সুমিত্র। বাবা! বাবা!

সিংহবাহু। এই যে আস্‌ছি বাবা! [দৌড়িতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া পতিত ও তরবারিচ্যুত হইলেন। সিংহবাহু গড়াইয়া গিয়া সুমিত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

সুমিত্র। বাবাকে বধ ক'রো না, বাবাকে বধ ক'রো না! বাবা! আমায় ছেড়ে দাও।

[দস্যুরা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ভৈরব আসিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিল, "সবুর!" উদ্যত খড়্গগুলি সেইরূপই রহিল।]

ভৈরব। সুমিত্রের গলা শুন্‌লাম না?—কে? মহারাজ! প্রণাম। আমি ভৈরব ডাকাত!

সুমিত্র। ভৈরব দাদা!

ভৈরব। আমায় দাদা বলে' ডেকেছিস্‌, আর ভয় নেই। ভাই সব! তরোয়াল নামাও।—এদের কুঁড়েয় নিয়ে চল।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার কারাগার।

বালকবেশে লীলা।

বালক। সে দিন প্রথমে—প্রথমদিন—ক্ষীণ মুহূর্ত্তে, অতর্কিতে, নিজের প্রভুত্ব হারিয়েছিলাম। আমার সাধনাকে কামনায় পঙ্কিল করেছিলাম।

তার শাস্তি জগদীশ্বর দিয়েছেন। তোমার জয় হোক্—একি! পার্শ্বে আবার এক কক্ষ!—এ কে?

দ্বার খুলিয়া জুমেলিয়ার প্রবেশ।

জুমেলিয়া। এ কে আবার! তুমি কে?

বালক। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম।

জুমেলিয়া। তুমি যে নারী! তুমি এখানে কেন?

বালক। তাইত!

জুমেলিয়া। তোমাকে তারা বন্দী করেছে?

বালক। সেই রকম ত এখন বুঝ্‌ছি।

জুমেলিয়া। আগে বুঝ্‌তে পার নি?

বালক। কেউ ত তা পূর্ব্বে বলে নি।

জুমেলিয়া। প্রহরী কি বল্ল?

বালক। প্রথমে এসেই আমার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল। আমি প্রথমে ভাব্‌লাম, যে বুঝি বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে।

জুমেলিয়া। ভাব্‌লে বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে!—হাতকড়ি দিয়ে?

বালক। তার আর আশ্চর্য্য কি! এও হাতকড়ি, সেও হাতকড়ি। তবে এ হাতকড়ি খোলে, আর সে হাতকড়ি জীবনে খোলে না।—এই তফাৎ!

জুমেলিয়া। বটে! তারপর?

বালক। তারপর আমায় বরাবর এইখানে নিয়ে এল। এনে আমায় বল্লে, যে তুমি আপাততঃ এইখানে বাস কর। আমি জিজ্ঞাসা

কর্লাম, কেন আমি অন্যত্র বাস কর্লে কি কারও আপত্তি আছে? তা বল্লে, 'আছে'। তখন বুঝ্‌লাম আমি বন্দী!

জুমেলিয়া। তবে তুমি বন্দী!

বালক। সে বিষয়ে বোধ হয় আর সন্দেহ নেই!

জুমেলিয়া। না।

বালক। বাঁচা গেল।

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। আমার অবস্থাটা জান্‌বার জন্য আমার একটু ভাবনা হয়েছিল। এখন নির্ভাবনা হওয়া গেল।

জুমেলিয়া। তোমায় তারা বন্দী কর্ল কেন?

বালক। সেইটে এখনও কেউ বুঝিয়ে দেয় নি।

জুমেলিয়া। কেন, জান না?

বালক। না।

জুমেলিয়া। কেন—বোধ হয়?

বালক। বোধ হয় আমার চেহারা খারাপ ব'লে।

জুমেলিয়া। তোমার চেহারা ত বেশ।

বালক। আপনার তাই বোধ হয়?

জুমেলিয়া। হাঁ, আমার ত তাই বোধ হয়—

বালক। দেখুন, এই বন্দী অবস্থা শেষ হ'লেই, আপনার আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রৈল!

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। আমার চেহারাখানা ভাল শুনে আমার বড় আনন্দ

হচ্ছে। কার না হয়? অথচ, এর জন্য আমার নিজের কোন বাহাদুরি নেই। আমি মুক্ত হ'লেই, আপনি বরাবর আমার বাড়ী যাবেন,—বিজিতপুরে—সমুদ্রের ধারে তেতালা বাড়ী—নীল রং। আপনি এখানকার ব্যবস্থা সব জানেন বোধ হয়, লঙ্কার এটা কারাগার?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ কারাগার ত। এ দ্বীপে সবই অদ্ভুত,—সবই মায়াময়—হাঁ,—এখানে এরা খেতে দেয় কি রকম?

জুমেলিয়া। মন্দ নয়।

বালক। নেংড়া আম দেয় ত? সেটা নৈলে আমার বড় অসুবিধা হবে। সকালে উঠেই আমার পাঁচটা নেংড়া আম চাই।

জুমেলিয়া। রোজ!

বালক। রোজ—তা কি গ্রীষ্ম কি শীত! অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

জুমেলিয়া। শীতকালে নেংড়া আম কোথা থেকে পেতে?

বালক।—কি কর্ব্ব? অভ্যাস।

জুমেলিয়া। বালিকা! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বালক। শুনে সুখী হ'লাম।

জুমেলিয়া। সুখী হ'লে!—কেন?

বালক। তা'লে এতদিনে বুঝ্‌লাম, যে আমার মাথাটা আছে। নৈলে খারাপ হবে কোথা থেকে।

জুমেলিয়া। তোমার কি বিশ্বাস ছিল, যে তোমার মাথা নেই?

বালক। সেই রকম বিশ্বাস ছিল।—আপনার চেহারা ত বেশ।

জুমেলিয়া। তোমার কি তাই মনে হয়?

বালক। মনে? খুব হয়। আপনি সাঁতার জানেন?

জুমেলিয়া। না।

বালক। জানেন না? আমি শিখিয়ে দেবো'খনি!

জুমেলিয়া। তুমি মনুষ্য?

বালক। দস্তুরমত! আপনি বোধ হয় যক্ষ?

জুমেলিয়া। আমি যক্ষ।

বালক। তা'হলে আরো ভালো। আপনার কাছে অনেক শেখা যাবে।—আচ্ছা, আপনারা হাত দিয়েই খান?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ করেন। তারপর—আপনারা লম্বা হ'য়েই শোন্?

জুমেলিয়া। তা শুই বৈ কি!

বালক। ও প্রথাও ঠিক।—স্বপ্ন দেখেন?

জুমেলিয়া। দেখি।

বালক। আর দেখ্‌বেন না।—বেশ খেতে ত?

জুমেলিয়া। কি?

বালক। এই আখ। লঙ্কায় আখ বেশ হয়; কিন্তু সব চেয়ে ভাল এই নেংড়া, যা আমার খাওয়া অভ্যাস—এ বেশ কারাগার ত?

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। কেমন জলকল্লোল শোনা যাচ্ছে!—এ ঘরের চারিদিকেই জল?

জুমেলিয়া। চারিদিকেই জল!

বালক। ও গুলি কি?

জুমেলিয়া। বাতাস আস্‌বার ফোকোর!

বালক। বেশ ত! ঐ আকাশ দেখা যাচ্ছে। না?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। এখান দিয়ে বুঝি বাহিরে যাবার পথ?

জুমেলিয়া। হাঁ!

বালক। আর এঁরা বুঝি পাহারা?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ ত বন্দোবস্ত।—আপনি এখানে হঠাৎ এলেন কেন?

জুমেলিয়া। আমাদের মহারাণী আস্‌ছেন।

বালক। তিনি কোথায়?

জুমেলিয়া। আস্‌ছেন।—ঐ যে, আমি তবে আসি। [প্রস্থান]

কুবেণীর প্রবেশ।

লীলা। এই যে মহারাণী!

কুবেণী। কি আশ্চর্য্য! এই ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, সামান্য জীব! এর জন্য—বালিকা! তুমি মন্ত্র জান?

লীলা। মহারাণী!

কুবেণী। কি মন্ত্রে তুমি বিজয়কে বশ করেছ, বল।

লীলা। বশ করেছি?

কুবেণী। বল অধম যাতুকরী! নহিলে—এই ছুরিকা দেখ্‌ছ?

লীলা। আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না, মহারাণী!

কুবেণী। নেকী সেজো না, তুমি সব জান; সত্য কহ—প্রশ্ন করি।

লীলা। করুন।

কুবেণী। তুমি বিজয়সিংহের অনুরাগিণী ?

লীলা। স্বচক্ষে দেখেছেন। আর জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন কেন ?

কুবেণী। বিজয়সিংহ তোমার অনুরাগী ?

লীলা। কে বল্লে ?

কুবেণী। তুমি জান না ?

লীলা। আমি জানি না, কিন্তু—না, অসম্ভব। আমি যে নারী, তা পর্য্যন্ত তিনি অবগত নন।

কুবেণী। মিথ্যাবাদিনী!

লীলা। মহারাণী! আমি স্বয়ং হাতে হাত দিয়ে তোমাদের বিবাহ দিয়েছি। আমার কৌস্তভরত্ন নিজের বক্ষ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তোমার বক্ষে পরিয়ে দিয়েছি।—আর কি চাও ? তোমাদের ক্রীড়া কৌতুকে হাস্যপরিহাসে, আমি হেসেছি—যখন শরীরের মধ্যে রক্তের তপ্তস্রোত ব'হে গিয়েছে। তোমাদের মিলন সম্ভোগ দাঁড়ায়ে দেখেছি—মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই নি। আর কি চাও ?

কুবেণী। আর কি চাই ? আমি আমার বিজয়সিংহকে চাই।

লীলা। পেয়েছ ত।

কুবেণী। পেয়েছি! তাকে আমি যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে রেখে দিয়েছি। আমি ছলে তাকে অধিকার ক'রে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আমি তাকে পাই নি। তুমি তার হৃদয় অধিকার ক'রে ব'সে আছ—রাক্ষসী! একখানি শূন্য, শ্লথ, প্রাণহীন আলিঙ্গন নিয়ে কি কর্ব্ব ? সে তোমার, আমার নয়।

লীলা। মহারাণী! আমি সত্য বল্‌ছি—ভগবান্ সাক্ষী, তিনি এখনও জানেন না, যে আমি নারী।

কুবেণী। আবার মিথ্যা কথা? ছদ্মবেশিনী গণিকা!

লীলা। [ধীর-গম্ভীরে] মহারাণী! আমি তাঁর গণিকা নই।

কুবেণী। তবে?

লীলা। আমি কুলবধূ।

কুবেণী। তুমি তাঁর স্ত্রী?

লীলা। আমি তাঁর স্ত্রী।

কুবেণী। কুলবধূ! তুমি কি তবে বিজয়সিংহের সঙ্গে—

লীলা। বেরিয়ে এসেছি।

কুবেণী। তুমি তাঁর প্রণয়িনী?

লীলা। তার চেয়ে একটু বেশী।

কুবেণী। বেশী?

লীলা। আমি তাঁর স্ত্রী। আমি যে বাঁধা মাহিনার চাকর! আমি কি তাঁকে ছাড়্‌তে পারি?

কুবেণী। [ইতস্ততঃ করিয়া] মিথ্যা কথা।

লীলা। রাণী! আমার মুখের পানে চাও দেখি। আমায় মিথ্যাবাদিনী ব'লে মনে হয়? গণিকা যদি হ'তাম ত, লাঞ্ছিত, দেশনির্ব্বাসিত, পিতৃপদাহত এক দরিদ্র হতভাগ্যের সঙ্গে, দীনদুঃখী বেশে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতাম? গণিকা—যখন গাড়ী উপর দিকে ওঠে, তখন সে সেই গাড়ী ধ'রে থাকে, নীচের দিকে যখন নামে, তখন লাফিয়ে পড়ে। গণিকা শুধু সম্পদে সহচরী—বিপদে নয়।

কুবেণী। তুমি তাঁর স্ত্রী, অথচ তিনি তোমায় ছদ্মবেশে চিনেন নি! একি হ'তে পারে ?

লীলা। তিনি কদাপি বিবাহিত স্ত্রীর মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করেন নি।

কুবেণী। কেন ?

লীলা। স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ। তাই আমি বালকবে ধ'রে তাঁর অনুসরণ করেছি।

কুবেণী। তাই ঘর ছেড়ে, তুমি কুলবধূ—ঘর ছেড়ে, ছদ্মবেশে বিদে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

লীলা। মহারাণী! সতীর কাছে তার স্বামীই ঘর, স্বামীই সর্ব্বস্ব! সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছিলেন। নারীর মরণ নেই তাই।—নহিলে, যে তাকে দেখ্‌তে পারে না, তার হাতে পায়ে ধ'রে জীবনধারণ ক'রে! ধিক্!

কুবেণী। বালিকা! তুমি আমায় ভালবাস ?

লীলা। বাসি।

কুবেণী। কেন ?

লীলা। আমার বিজয় যে তোমায় ভালবাসেন, আমি ভাল না বে থাক্‌তে পারি ?

কুবেণী। তবে তোমায় এক কাজ কর্ত্তে হবে।

লীলা। কি!

কুবেণী। তুমি দেশে ফিরে যাও।

লীলা। কেন মহারাণী!

কুবেণী। আর তুমি বিজয়সিংহের মুখদর্শন কর্ত্তে পাবে না।

লীলা। মহারাণী! তবে কি দেখ্‌ব? জগতে আর কি দেখ্‌বার ছে? সেই যে—শত-ইন্দুবিনিন্দিত ম্লান মুখখানি, কে যেন সুধা নিংড়ে তে ঢেলে দিয়েছে, সেই যোগীর সাধনার ধন, সেই এই বিশ্বসৌন্দর্য্যের রা সৌন্দর্য্য—তা দেখ্‌তে পাব না? হ'তে পারে রাণী! তুমিও ত সে খানি দেখেছ। এখন আর না দেখে থাক্‌তে পার? সত্য বল। পার?

কুবেণী। আমি পারি কি না, তোমার জানার প্রয়োজন নাই। মায় এই কাজ কর্ত্তে হবে।

লীলা। আমি পার্ব্ব না।

কুবেণী। কর্ত্তে হবে, নৈলে—

লীলা। আমায় বধ কর।

কুবেণী। না, তোমায় অন্ধ ক'রে দেবো। প্রতিজ্ঞা কর—

লীলা। সে প্রতিজ্ঞা কর্ব্ব কেমন ক'রে, মহারাণী! যে প্রতিজ্ঞা থ্‌তে পার্ব্ব না—সে প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে পার্ব্ব না।

কুবেণী। নৈলে তোমায় অন্ধ ক'রে দেবো, জেনো বালিকা।

লীলা। না, না, আমায় অন্ধ ক'রে দিও না মহারাণী! আমায় পূর্ণ কলাঙ্গ ক'রে দাও,—শুদ্ধ আমায় অন্ধ ক'রো না। শুদ্ধ তাঁকে থ্‌তে দাও। বিধাতা! আমার সমস্ত অঙ্গ—তোমার বিরাট কারখানায় লিয়ে, শুদ্ধ দু'টি চক্ষু তৈরি ক'রে দাও। অনন্ত—অনন্ত যুগ তাঁকে নয়ন 'রে দেখি।

কুবেণী। তুমিই বলেছিলে না, যে—দেখার ভালবাসা ভালবাসা নয়। লবাসা কিছু চায় না,—দিয়েই সুখী! দেখি, তুমি সেই ভালবাস্‌তে পার চ না।

লীলা। বলেছিলাম। কিন্তু পারি কৈ? সেই আমার সাধনা, কিন্তু আমি অবলা। ঈশ্বরের কাছে দিবারাত্রি এই বর চাই যে, সেই ভালবাসা আমায় শেখাও দয়াময়!—কিন্তু হৃদয়ে সে বল নাই।

কুবেণী। নারী! বৃথা বাক্যে সময় অপব্যয় কর্ত্তে পারি না। এই প্রতিজ্ঞা কর।

লীলা। পার্ব্ব না।

কুবেণী। এই তোমার স্থির সংকল্প?

লীলা। না—পারি না, তা কর্ব্ব কি ক'রে মহারাণী?

কুবেণী। পার কি না দেখ্‌ছি। যাও, দীপ্ত লৌহশলাকা নিয়ে এসো।

রক্ষিণীর প্রস্থান ও দীপ্ত লৌহশলাকা লইয়া প্রবেশ।

কুবেণী। তবে প্রস্তুত হও।

লীলা। মহারাণী! মার্জ্জনা কর। আমায় অন্ধ ক'রে দিও না। আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি। শুধু তাকে দেখ্‌বার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রো না। আর কিছু চাই না। তাঁর চরণের তলে আমায় বেঁধে রেখে দাও। আমি শুধু দেখ্‌ব! এখনও দেখা শেষ হয় নি। আমায় অন্ধ ক'রো না।

কুবেণী। অনুনয় কর্চ্ছ কার কাছে বালিকা! আমি বধির। কিছু শুন্তে পাচ্ছি না। প্রস্তুত হও।

লীলা। দয়া কর।

কুবেণী। দয়া মায়া নাই। তবে—[লৌহশলাকা দিয়া বালিকাকে

অঙ্ক করিতে উদ্যত—এমন সময় বিজয় আসিয়া কহিলেন—"ক্ষান্ত হও।" কুবেণী ক্ষান্ত হইয়া বিজয়ের মুখ পানে চাহিলেন।]

বিজয়। কে তুমি ?

কুবেণী। তোমার প্রণয়িনী।

লীলা। তোমার বিবাহিত পত্নী।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—লঙ্কা।

বিজিত। কি! বিজয় এই দ্বীপ পরিত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছে ?

অনুরোধ। হাঁ কুমার।

বিজিত। আশ্চর্য্য মানুষ!

উরুবেল। তাঁকে কিছু বুঝ্‌তে পারি না কুমার! যুদ্ধে হেন দুর্জ্জয় বীর! বক্ষ প্রসারিত, মুখমণ্ডল দীপ্ত, চক্ষুর্দ্বয় দিয়ে স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হ'লে, আবার সেই দীন সঙ্কুচিত মূর্ত্তি, ম্লান মুখ, নিষ্প্রভ!

অনুরোধ। লঙ্কার রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহের পর দিনকতক সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, তার পর এই কয় দিন আবার সেই

চিন্তাকুল, শূন্যদৃষ্টি, যেন নিজের শরীর ছেড়ে, তার মন ঐ সমুদ্রের পরপারে ভেসে গিয়েছে। ডাক্‌লে সাড়া পাইনে।

বিজিত। আমিও লক্ষ্য করেছি।—ঐ যে বিজয় আস্‌ছে। তোমরা এখন যাও। [অনুরোধ ও উদ্ধবেলের প্রস্থান]

বিপরীত দিক হইতে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজিত। বিজয়! তুমি নাকি এ দ্বীপ ত্যাগ কর্ত্তে আদেশ দিয়েছ?—বিজয়!—

বিজয়। কে?

বিজিত। আমি বিজিত। চিন্তেই পার্চ্ছ না! বিজয়! তুমি কেন এমন হ'য়ে গেলে?

বিজয়। কেমন?

বিজিত। তুমি নাকি দ্বীপ ত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছ?

বিজয়। হাঁ বিজিত।

বিজিত। তুমি যে শেষে ক্ষেপে গেলে।

বিজয়। [ম্লান হাস্যে] বোধ হয়।

বিজিত। এ লঙ্কাপুরী তোমার আর ভাল লাগে না?

বিজয়। ভাল লাগ্‌বে! এ ভয়ানক জায়গা! এখানে ঘুম আসে, বড় ঘুম আসে! এরা মন্ত্র জানে! পালাও—পালাও!

বিজিত। বিজয়! তোমার মনের মধ্যে কি একটা বিরাট দুঃখ জাগ্‌ছে?

বিজয়। [সহসা] এই জায়গায়! এই জায়গায়! [বিজিতের হস্ত লইয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিলেন] উঃ! দিবারাত্রি কর্ কর্

'রে কাট্‌ছে। আমি শুন্তে পাচ্ছি। [কাণ পাতিয়া] ঐ, ঐ বেশ শুন্তে পাচ্ছি।

বিজিত। দেশে ফিরে চল।

বিজয়। [সহসা বিজিতের স্কন্ধে করতল স্থাপন করিয়া] বিজিত!

বিজিত। [চমকিয়া] কি!

বিজয়। তুমি—তোমরা সব দেশে ফিরে যাও।

বিজিত। কেন?

বিজয়। সেখানে ফিরে যাবার আমার অধিকার নাই। আমি যে নির্ব্বাসিত। নিজের দেশের রাজা,—আমার দেবতা—আমায় পরিত্যাগ করেছেন।

বিজিত। পিতার উপর কি এই অভিমান সাজে ভাই! দেশে ফিরে চল।

বিজয়। না, দেশে যাব না।

বিজিত। কেন?

বিজয়। কেন এক হতভাগ্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য উন্মাদের সঙ্গে ঘুরে মচ্ছ? দেশে যাও, বিবাহ কর, সুখী হও।

বিজিত। সে কথা ত অনেকবার বলেছ।

বিজয়। কেন এই শুষ্ক পঞ্জরখানা তোমাদের অসীম স্নেহ দিয়ে ঘিরে আছে? গায়ে হাড় ফুট্‌ছে না?—যাও।

[নীরবে প্রস্থান]

উদ্ভ্রান্তভাবে জয়সেনের প্রবেশ।

জয়সেন। একি!

বিজিত। কে? জয়সেন!

জয়সেন। শীঘ্র এস! শীঘ্র এস!

বিজিত। কোথায়?

জয়সেন। আমার সঙ্গে।

বিজিত। কোথায়?

জয়সেন। ঐ বনের ভিতর। এক বিপন্না নারীকে রক্ষা কর।

বিজিত। কি হয়েছে তার?

জয়সেন। তাকে জ্যান্ত দাহ কচ্ছে।

বিজিত। কে?

জয়সেন। মহারাণী।

বিজিত। কেন?

জয়সেন। জানি না। আগে এসো,—তাকে বাঁচাও। তারপ জিজ্ঞাসা ক'রো।

বিজিত। ঠিক বলেছ কুমার! নারী—বিপন্না! এই যথেষ্ট! আ জিজ্ঞাসা কর্ব্বার কিছু নাই।—চল! [নিষ্ক্রান্ত]

বিজয় ও সুমিত্রের প্রবেশ।

বিজয়। আশ্চর্য্য! আমার প্রথমে মনে হ'ল, যে আমি স্বপ্ন দেখ্ছি নাকি! এইখানে ব'স! জিজ্ঞাসা করি। কত কথা জিজ্ঞাস কর্ব্বার আছে।—বাবার কুশল ত! কি! নীরবে রৈলে যে? তবে কি পিতা ইহ জগতে নাই! শীঘ্র বল!

সুমিত্র। বাবা বেঁচে আছেন।

বিজয়। তার পর—

সুমিত্র। তিনি রাজ্যচ্যুত বনবাসী।

বিজয়। সে কি! কেন?

সুমিত্র। অঙ্গরাজ বঙ্গজয় করেছেন।

বিজয়। এঁ্যা—

সুমিত্র। ও কি! ও রকম ক'রে চেয়ো না-দাদা!

বিজয়। না।—তারপর!—বিমাতা?

সুমিত্র। দাদা! তাঁকে ক্ষমা কর।

বিজয়। সাধ্য নাই।—বিমাতা! কোথায়?

সুমিত্র। মৃত্যুর পরপারে [ঊর্দ্ধে দেখাইয়া] ঐখানে! তাঁকে ক্ষমা কর দাদা!

বিজয়। বাবার শরীর সুস্থ?

সুমিত্র। সুস্থ।—মাকে ক্ষমা কর দাদা!

বিজয়। সুমিত্র! ভাই! আমি দেবতা নই, আমি মানুষ,—সামান্য মানুষ। মানুষে যা পারে, তা আমি পারি। কিন্তু মানুষে যা পারে না, তা আমি পারি না। যে বিমাতা---না ভাই! তোমার মনে কষ্ট দেবো না—তার পর—বাবা? তিনি আমার নাম করেন?

সুমিত্র। তাঁর মুখে আর কোন কথা নেই দাদা! দিবারাত্র ঐ এক নাম "বিজয়—আর বিজয়!" মুমূর্ষু যেমন হরিনাম করে।

বিজয়। কি বল্লি! এ সত্য? সত্য?—বল্, আর একবার বল্।

সুমিত্র। কেঁদে কেঁদে তাঁর চক্ষু দুটি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। সমুদ্রের ধারে একখানি কুটীর বেঁধে ব'সে আছেন। প্রতি সন্ধ্যায় অন্ধনেত্রে

সাগরতটে ব'সে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকেন, ঢেউ গ'র্জ্জে ওঠে, আর তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—'ঐ আমার বিজয় আস্‌ছে।'

বিজয়। [উন্মত্ত ভাবে] বিজিত! বিজিত!

সুমিত্র। ও কি দাদা! [ধরিলেন]

বিজয়। ছেড়ে দাও!—নৌকা খুলে দাও বিজিত! দেশে চল। বাবা! আমি আস্‌ছি। আমি আস্‌ছি। বিজিত! বিজিত!

[নিষ্ক্রান্ত]

দৃশ্যান্তর।

বিজয়ের সঙ্গিগণের গীত।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, সেকি মা ভক্তি, সেকি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"

কোরাস্‌)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত!
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে, চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি।

প্রহরিণী-বেষ্টিত রক্তাম্বরা লীলা ও সম্মুখে কুবেণী।

কুবেণী। না জুমেলিয়া! আমি কোন কথা শুন্‌ব না! আজ যক্ষের সম্মুখে বিজয়ের প্রণয়িনীর সৎকার কর্ব্ব।

জুমেলিয়া। তাতে কি হবে মহারাণী!

কুবেণী। কিছু হবে না। আমার সুখের সংসার পুড়ে গিয়েছে। আজ সকলের ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাব। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে বিজয় সুখী হবে! তার সুখ নির্ম্মূল ক'রে দিই।

জুমেলিয়া। মহারাণী! এ কাজ কর্ব্বেন না, আমি বারবার বল্‌ছি।

কুবেণী। কেন কর্ব্ব না? আমার আর কি বল।

জুমেলিয়া। কিন্তু এতে কি হবে?

কুবেণী। এই যা সুখ—অন্য সকল সুখের আশা যখন গিয়েছে!

জুমেলিয়া। কিন্তু এখনও তার পথ আছে।—এতে সে পথ তোমার সম্মুখে চিরদিনের জন্য বন্ধ হবে।

কুবেণী। যাক্, উড়ে পুড়ে সব ছারখার হ'য়ে যাক্! গেছে যখন, তখন সব যাক্।

জুমেলিয়া। কিন্তু লাভ কি হবে?

কুবেণী। লোকে লাভ কি হ'বে বলে, লোকসান হিসাব ক'রে কি হাসে, কাঁদে, হিংসা করে, ক্রুদ্ধ হয়? এই বিজয়সিংহ চ'লে যাবে—

যাক্। কিন্তু—ওঃ! যদি তার গতি রোধ কর্ত্তে পার্ত্তাম!—বিজয় যায় যাক্, কিন্তু আমার ভোগাকে যে এ ভোগ কর্ব্বে, তা দিব না।

জুমেলিয়া। কিন্তু এ অন্ধ প্রবৃত্তি।

কুবেণী। সব প্রবৃত্তিই অন্ধ।—সব প্রস্তুত পুরোহিত?

তাপস। প্রস্তুত।

কুবেণী। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। না, তার পূর্ব্বে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো।

[তাপস লীলাকে কুবেণীর কাছে লইয়া আসিলেন।]

কুবেণী। কি বিজয়সিংহের প্রণয়িনী! ঐ অগ্নিকুণ্ডে তোমায় পুড়ে মর্ত্তে হবে।

লীলা। তা জানি মহারাণী!

কুবেণী। ভয় কচ্ছে?

লীলা। [সব্যঙ্গ হাস্যে] ভয়, মহারাণী! ভয়! হিন্দুসতী যে স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে জড়িয়ে ধ'রে হাস্‌তে হাস্‌তে জ্বলন্ত চিতায় ওঠে, তার এই আগুন দেখে ভয়!—তবে এ একটু—একটু—[হাসিয়া] তাড়াতাড়ি হ'ল।

কুবেণী। কি! তুমি হাস্‌ছ?

লীলা। ওটা আমার একটু স্বভাব। কায়দা দুরস্ত নয়। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে! আদব কায়দা শিখি নি। ক্ষমা কর্ব্বেন।—আচ্ছা মহারাণী, আমি যদি এখন একটা গান গাই, ত আপত্তি আছে?

কুবেণী। গান—গাইবে!

লীলা। গাইলামই বা! আমার বোধ হয়, মৃত্যুদণ্ড তামিল কর্ব্বার

সময় একটা সঙ্গীতের প্রথা প্রচলিত করা মন্দ নয়। দণ্ডিত ব্যক্তি, গান শুন্তে শুন্তে একটু সুখে মরে। তার আত্মা সেই গানের মূর্চ্ছনার সঙ্গে আবেগে, আনন্দে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, ঐ নীল আকাশে মিশিয়ে যায়।

কুবেণী। বধ কর, নৈলে আমায় যাদু কর্ব্বে।

লীলা। কিছু কর্ব্ব না দিদি!

কুবেণী। নিয়ে যাও।

লীলা। কারো নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। স্বামীকে ভালবাসার শাস্তি আমি ঘাড় পেতে নিয়েছি। কোন দুঃখ নাই—শুধু যদি মর্ব্বার আগে একবার তাঁর মুখখানি শেষ দেখ্‌তে পেতাম, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চাখ বুঁজতাম—স্বর্গে যেতাম। না পাই, তাঁর ছবি এইখানে আছে। চোখ বুঁজে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মর্ব্ব।—দিদি—

কুবেণী। শুন্তে চাই না! যাদু কর্ব্বে! নিয়ে যাও, দাহ্ কর।

লীলা। এই যাচ্ছি বোন্। তুমি মহারাণী হ'লেও তুমি আমার ছোট বোন্। বিজয়সিংহকে যেন তুমি পাও, ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে এই শেষ প্রার্থনা করি। যাও দিদি, সুখিনী হও—যশস্বিনী হও।

[কুবেণী পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া রহিলেন। লীলা নির্ভীকভাবে চিতার কাছে, গিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন] "হে দেবাদিদেব মহাদেব! আমি কাছে থাক্‌লে, স্বামীর কোন অমঙ্গল হবে না, এটা আমি ধ্রুব জানি। কিন্তু আজ তাঁকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। তোমার হাতে তাঁকে সমর্পণ ক'রে চ'লে গেলাম। দেখো প্রভু।"

[পরে সগর্ব্বে অগ্নিকুণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কুবেণী সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন ও চীৎকার করিয়া

উঠিলেন,—"রক্ষা কর—রক্ষা কর" এই সময়ে বিজিত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াই, চিতার মধ্য হইতে লীলাকে টানিয়া বাহির করিলেন।]

কুবেণী। কে তুমি! কার আজ্ঞায় তুমি এই নারীকে রক্ষা করেছ?

বিজিত। [বক্ষে হাত দিয়া] এর আজ্ঞায়।

কুবেণী। আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। আমি রাজ্ঞী।

বিজিত। আমি তার চেয়েও বড়। আমি মানুষ!

সপ্তম দৃশ্য।

কুবেণী ও জুমেলিয়া।

কুবেণী। আজ আমার শেষ রাত্রি! বড় অনুনয় ক'রে, ভিক্ষা ক'রে—লঙ্কার রাজ্ঞী আমি—ভিক্ষা ক'রে—এক রাত তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। জুমেলিয়া—এরাত্রি যেন বৃথা না যায়।

জুমেলিয়া। হায় মহারাণী!

কুবেণী। ও রকম ক'রে আমার পানে চাস্‌নে জুমেলিয়া! তুইও বল্—যেতে দেবো না।—বল্ তাকে ধ'রে রাখ্‌ব।

জুমেলিয়া। এ বিশ্বের ভিতর কে কাকে ধরে' রাখ্‌তে পারে মহারাণী! কে কবে স্নেহের বশ হয়েছে? সখি! প্রবৃত্তি প্রবল, স্বার্থ প্রবল, নিয়তি প্রবল; কেবল এক স্নেহ দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল!

কুবেণী। ও কথা বলিস্ না। তুমি আজ আমার সহায় হ',—লঙ্কার স্বর্ণভাণ্ডার খুলে দে! স্বর্ণ যা ক্রয় কর্ত্তে পারে, একটা জাতি যা ত্যাগ

কর্ত্তে পারে, সব তার পায়ে ঢেলে দেবো।—সে কি মানুষ নয়?—দেখি পারি কি না। সজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে রত্ন-সিংহাসনে তাকে বসাব। সে মানুষ ত?—সব প্রস্তুত ক'রে রেখে দে,—সুরা, সঙ্গীত, আলোক, সুগন্ধ! দেখি পারি কি না? যা জুমেলিয়া!—[জুমেলিয়ার প্রস্থান]

কুবেণী। চ'লে যাবে! আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে! এত রূপ—এত প্রেম—এত ক্ষমতা—এত ঐশ্বর্য্য—এত সম্ভোগ—ছেড়ে সে চ'লে যাবে! সেই দুর্জ্জয় বীর, যে এতদিন আমার তর্জ্জনীর সঞ্চালনে কলের পুতুলের মত বসেছে, উঠেছে, হেসেছে, কেঁদেছে। সে কিনা—না যেতে দেবো না। —তবে এসো আজ স্বর্গের নন্দনকানন—মর্ত্ত্যে নেমে এসো! চন্দ্রমা! স্নিগ্ধতম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়ে দাও। স্বর্ণ-লঙ্কা! আজ ঐশ্বর্য্যে জ্ব'লে ওঠ! আর তুমি লঙ্কার রাজ্ঞী—রূপের তড়িৎ খেলিয়ে দিয়ে, এর উপর দিয়ে চ'লে যাও। আর এই পুষ্পহারসম ক্ষীণ বাহুবন্ধ আজ মৃত্যুর নিগড়ের মত কঠিন হোক্। আমার যাদুদণ্ড কৈ?—আমি তাকে যেতে দেবো না।

লীলার প্রবেশ।

কুবেণী। এই যে বালিকা। আমার বিজয় কোথায়?

লীলা। আস্‌ছেন।

কুবেণী। তুমি এখানে কেন?

লীলা। কেন বোন্! তোমার কাছে কি আমার আস্‌তে নাই? তুমি যে আমার ছোট বোন্।

কুবেণী। পিশাচী! শয়তান!—তুই আমার বিজয়সিংহকে কেড়ে নিয়েছিস্! ফিরিয়ে দে রাক্ষসী!

লীলা। আমি নিই নাই বোন্। তোমার বিজয় তোমারই আছে।

কুবেণী। মিথ্যা কথা—

লীলা। সত্যবাণী। যে বিজয় বালককে ভালবাস্ত, সে বালিকাকে ঘৃণা করে।—রাজ্ঞী! বিজয় আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে।

কুবেণী। সত্য কথা?

লীলা। শুধু তাই নয়। আমার এই দগ্ধ গণ্ডচর্ম্ম দেখে তিনি ভীত হ'য়ে স'রে গেলেন, আর আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেলাম।

কুবেণী। সত্য?

লীলা। সত্য কথা মহারাণী! ভালই হয়েছে, আমার প্রেমের মোহ কেটে গিয়েছে। অগ্নিপরীক্ষায় আমার মালিন্য পুড়ে গিয়েছে এখন আমার যা আছে, তা শিশিরের মত পবিত্র—ঐ নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল!

জুমেলিয়ার প্রবেশ।

কুবেণী। তুমি কি বল্‌ছ বালিকা!

লীলা। এতদিন আমার প্রেমে প্রতিদানেচ্ছা ছিল, রূপের গর্ব্ব ছিল, সুখে অতৃপ্তি ছিল। আর নাই। বিজয়সিংহ আমার অন্তরে বাহিরের বিজয়কে তোমায় দিলাম। আমি একবার—শেষবার—বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—জন্মের মত বিদায় নিয়ে যাব—তারপরে এ সংসারে আমারে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। [প্রস্থান

কুবেণী। জুমেলিয়া কিছু বুঝ্‌তে পার্লি?

জুমেলিয়া। পার্লাম।

কুবেণী। কি বুঝ্‌লি?

জুমেলিয়া। এ বালিকা ক্ষিপ্ত। আমি ভয়ে স'রে যাচ্ছিল দেখ্‌ছিলে না।

কুবেণী। কেন?

জুমেলিয়া। পাছে কামড়ায়। এসো রাজ্ঞী! সব প্রস্তুত।

[প্রস্থান।

কুবেণী। তবে এ বালিকা নয়। স্বদেশ তাকে টেনে নি যাচ্ছে। তবে এ দ্বন্দ্ব কুবেণীতে আর এ বালিকাতে নয়। দ্ব স্বদেশে আর স্বর্গে। তবে, না—বিশ্বাস হয় না। ও ত বাতাস ন পাথর নয়, উদ্ভিদ নয়, রক্ত মাংসে গড়া মানুষ ত, নারী ত, হ'ে পারে না, সব ছল, সব প্রতারণা। আমি তোমার হাতে আমা বিজয়কে দেবো না। দেখি, কি ক'রে ছিনিয়ে নাও। আচ্ছা, এত অনুন কিসের জন্য? যাক্ না বিজয়। সে বিজয় নৈলে কি আর আ বাঁচি না? যাক্‌ই না। কিসের জন্য আক্ষেপ? যে জগতে বিজ সিংহ নাই, সেখানে কি কেউ বাঁচে না? যাক্!—কৈ জয়সেন এখন এল না। তাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিস্ ত?

জুমেলিয়া। ঐ আস্‌ছেন কুমার।

জয়সেনের প্রবেশ।

কুবেণী। জয়সেন! তুমি আমায় ভালবাস?

জয়সেন। জান না কি কুবেণী—

কুবেণী। এত ক্ষীণস্বর! একি! তুমি যে কঙ্কালসার হ'য়ে গিয়েছ

জয়সেন। তুমিই আমার এই দশা করেছ কুবেণী!

বেণী। ' অন্যায় করেছি। এবার আমি হৃদয়েশ্বর কর্ব্ব।

য়সেন। ব্যঙ্গে প্রয়োজন কি কুবেণী!

বেণী। না, সত্য কথা জয়সেন! তোমায় যদি হৃদয়েশ্বর কর্ত্তাম, ; এক রকম সুখে কেটে যেত। এই শান্ত হ্রদের স্বচ্ছসলিল অকূল সমুদ্রে আমার তরীখানি ভাসিয়ে দিলাম কেন?

য়সেন। আমায় ভালবাস কুবেণী—আমি তোমার ক্রীতদাস থাক্‌ব।

বেণী। এই রাজত্ব ছেড়ে—পরের দ্বারে ভিক্ষা কর্ত্তে গিয়েছি! ধিক্ য়। তোমায় ভালবাস্‌ব জয়সেন! পার্ব্ব না?—কেন পার্ব্ব না?

য়সেন। পার্ব্বে। আমি তোমার—শৈশবের বন্ধু, তোমার তি—

কুবেণী। প্রেমের এ কি প্রকৃতি, যে সমতল উপত্যকায় বিচরণ চায় না—পর্ব্বতের শিখর থেকে লাফিয়ে পড়্‌তে চায়।

জয়সেন। কুবেণী!

কুবেণী। পার্ব্ব। তোমায় আমি ভালবাস্‌ব জয়সেন! তোমায় র সিংহাসনে বসাব! যাক্, বিজয়সিংহ দেশে ফিরে যাক্। কে য়? কোথাকার বিজয়? কে তাকে চায়? এস জয়সেন!

জয়সেন। কুবেণী! তোমায় আমি বড় ভালবাসি। [চুম্বন য়তে উদ্যত]

কুবেণী। কৈ! স্বরে মাদকতা নাই ত,—স্পর্শে রোমাঞ্চ হয় না —নিশ্বাসে নন্দন-সৌরভ নাই ত—ঐ বিজয় আস্‌ছেন। ঐ আমার য়তম আস্‌ছেন, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কি গম্ভীর মূর্ত্তি!

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। কোথায় কুবেণী ?—

কুবেণী। কি মধুরস্বর—এই আর ঐ! না, না, পার্ব্ব না, পার্ব্ব না। যাও জয়সেন! এই মুহূর্ত্তে—নহিলে হয়ত তোমায় ঘৃণা কর্ব্ব। ঐ আর এই!—এসো প্রিয়তম।

[বিজয়ের হস্ত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত]

জয়সেন। এতদূর! কুবেণী! তোমায় হত্যা কর্ব্ব।

অষ্টম দৃশ্য।

আলোকিত সজ্জিত কক্ষ।

নর্ত্তকীবৃন্দ।

গীত

ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর, আকুল তৃষা অতি অধীরা;
উঠুক্ শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর বসন্ত সিক্ত সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন ভবনে;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্মথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

সসহচরী কুবেণী ও সসহচর বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। একি! এ যে স্বর্গ!

কুবেণী। 'স্বর্গ কখন দেখেছ কি নাথ!

বিজয়। না।

কুবেণী। আমি দেখেছি।

বিজয়। কোথায়?

কুবেণী। [বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া] এই আমার স্বর্গ। ওকি! ফিরাচ্ছ কেন নাথ! ক্রমে ক্রমে নিজেকে এই ভুজপাশ থেকে নিয়ে নিচ্ছ কেন নাথ! আমি তোমায় যেতে দেবো না।

বিজয়। ঝটিকার গতিকে কে রোধ কর্ত্তে পারে কুবেণী? আজ বায় দাও কুবেণী।

কুবেণী। আশ্চর্য্য পুরুষ জাতি! অনায়াসে হাস্যমুখে অনাসক্ত বে রমণীর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কর! তারপর খাদ্য মুখে রোচে? দ্রাও হয়? [স্বর কাঁপিতে লাগিল

বিজয়। কুবেণী! ক্রুদ্ধ হ'য়ো না।

কুবেণী। না। সহচরীগণ! তোমাদের প্রভু দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ২সব কর—

বিজয়। কুবেণী! তুমি দেবী। তাই আজ তুমি আমার আনন্দে াগ দিতে এই মহোৎসবের আয়োজন করেছ।

কুবেণী। এ আয়োজন লঙ্কেশ্বরের উপযুক্ত নয়। এমন আনন্দের নে— [হস্তে মুখ ঢাকিলেন]

বিজয়। ও কি কুবেণী!

কুবেণী। কিছু না—গাও, নৃত্য কর—সহচরীগণ! তোমাদের প্রভু াল তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। এ জন্মে তাঁকে আর দেখ্‌তে পাবে

না। অনেকবার তাঁর মনোরঞ্জন ক'রেচ। আজ শেষ রাত্রি। আ
আমাদের শেষ রাত্রি।

বিজয়। কি! কুবেণী! কাঁদ্‌ছ?

কুবেণী। না—আজ শেষ রাত্রি! আজ আমি গাইব—আ
নাচ্‌ব।

বিজয়। গাও, উৎসব কর—আমি কাল স্বদেশে ফিরে যাচ্ছি
এর যোগ্য উৎসব কর!

নৃত্যগীত।

কুবেণী। দেখ! দেখ নাথ!

[সহসা নর্ত্তকীগণের সজ্জার পরিবর্ত্তন হইল।]

বিজয়। চৎকার! চৎমকার! [পান]

[নৃত্য চলিল]

বিজিত। আর পান ক'রো না বন্ধু!

বিজয়। কি বল্‌ছ বিজিত! আজ মহোৎসব, বাবা আমার ব
কেঁদেছেন। আজ মহোৎসব, কাল প্রত্যূষে তরী স্বদেশের দি
ভাসিয়ে দেবো। নাচ গাও। [পান]

বিজিত। [বিজয়ের হস্ত ধরিয়া] আর পান ক'রো না।

বিজয়। বিরক্ত কর কেন বিজিত! নাচ গাও!—

[নৃত্যগীত চলিল; সঙ্গে সঙ্গে কুবেণী এক অদ্ভুত নৃত্য
সহকারে বিজয়ের মস্তকোপরি যাদুদণ্ড
দোলাইতে লাগিলেন।]

বিজয়। কি সুন্দরী তুমি প্রেয়সী! এ কি মায়ার রাজ্য—আম

র সম্মুখে খুলে দিলে সুন্দরী! এ যে স্বর্গ! তুমি কি ইন্দ্রাণী?
বণী! আর না। এ মদিরা বড় মধুর, বড় তীব্র, আর সহ্য হয় না।
[ান করিতে উদ্যত]

বিজিত। আর পান কর্ত্তে দেবো না। [হস্ত ধরিলেন]

বিজয়। দূর হও বিজিত—

কুবেণী। দূর ক'রে দাও প্রহরিণী।

বিজিত। আমি যাব না।

কুবেণী। দূর ক'রে দাও। আমার রাজার আদেশ।

[প্রহরী বিজিতের হাত ধরিল।]

প্রহরী। রাজার আদেশ—

বিজিত। অবনতশিরে বহন কচ্ছি। [অবনতশিরে প্রস্থান]

বিজয়। কুবেণী! কোথায় তুমি?

কুবেণী। এই যে নাথ! জুমেলিয়া [ইঙ্গিত করিলেন।]

[নর্ত্তকীগণ অন্তর্হিত হইল। প্রদীপ নিভিয়া গেল।]

বিজয়। কুবেণী!—

কুবেণী। নাথ!

বিজয়। আমি কোথায়? স্বর্গে না মর্ত্ত্যে?

কুবেণী। এ স্বর্গও নয়, মর্ত্ত্যও নয়—এ কনককিরীটী লঙ্কা।
[বাহুদণ্ড দুলাইলেন।]

বিজয়। কুবেণী! প্রেয়সী! কি সুন্দরী তুমি!

কুবেণী। নাথ! কাল দেশে ফিরে যেতে হবে মনে রেখো।

বিজয়। কোথায় দেশ—

কুবেণী। যাবে না বল। প্রতিজ্ঞা কর।

বিজয়। কুবেণী তুমি আমার দেশ। তুমি আমার—

কুবেণী। প্রতিজ্ঞা কর। বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না প্রতিজ্ঞা কর,—আমায় ত্যাগ কর্ব্বে না।

বিজয়। তোমায় ত্যাগ কর্ব্ব! কুবেণী! কার জন্য?

কুবেণী। আর দেশে ফিরে যাবে না?

[দ্রুত জয়সেনের প্রবেশ ও বিজয়কে তীব্র ছুরিকা আঘাত করিতে উদ্যত; বিদ্যুতের মত আসিয়া লীলা নিজের বক্ষে সে আঘাত লইলেন ও ভূপতিত হইলেন।]

বিজয়। কে তুমি?

কুবেণী। এ কি কর্লে বালিকা! প্রহরী!

প্রহরিগণ প্রবেশ করিল।

কুবেণী। [জয়সেনকে দেখাইয়া] বন্দী কর—

[প্রহরিগণ জয়সেনকে বন্দী করিল। কুবেণী বালিকার সেবা করিতে উদ্যত হইলেন।]

বিজয়। একি! রক্ত!

লীলা। না—সেবার প্রয়োজন নাই। এই মৃত্যুই আমি প্রার্থনা করেছিলাম।

বিজয়। একি! বালক না? এ বেশ!

কুবেণী। ও বালক নয়। ও তোমার স্ত্রী।

বিজয় উঠিয়া বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইলেন।

লীলা। "বালক বলে' আমায় ভালবাস্‌তে। নারী বলে' আমায় ণা ক'রো না প্রিয়তম !

বিজয়। একি স্বপ্ন! [স্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইলেন]

কুবেণী। তুমি এ কাজ কেন কর্লে ভগ্নী ?

লীলা। আমি যে ভালবাসি। নাথ! [চরণ ধরিয়া] তোমার হৃদয় াই না। তা তুমি কুবেণীকে দাও। আমায় তোমার চরণ দাও। হস্ত বাড়াইলেন] এ আমার সুখমৃত্যু।

নবম দৃশ্য।

স্থান—সমুদ্রতীর। সিংহবাহু ও সুরমা।

সিংহবাহু। কৈ ? বিজয় ত এল না !

সুরমা। কৈ আর এলেন তিনি বাবা !

সিংহবাহু। কিন্তু আস্‌বে। আজই আস্‌বে। স্বপ্নে দেখেছি আস্‌বে। সে আস্‌বেই।

সুরমা। স্বপ্ন কখন সত্য হয় ?

সিংহবাহু। কখন কখন হয়। এত দিন, এত মাস, এত বর্ষ, এই সমুদ্রের সৈকতে ব'সে আমি তার অপেক্ষা কর্চ্ছি। কোন দিন ত স্বপ্ন দেখিনি যে বিজয় এসেছে। কাল রাতে দেখ্‌লাম কেন ? সে আস্‌বেই।

সুরমা নীরব রহিলেন।

সিংহবাহু। কি স্বপ্ন দেখ্‌লাম জানিস্ ?

সুরমা। শুনেছি।

সিংহবাহু। না, আবার শোন্। স্বপ্ন দেখ্‌লাম যে, বিজয় এসেছে। তার সেই শতচন্দ্র নিংড়ানো হাসি হেসে, তার সেই জলদ গম্ভীর স্বরে ডেকে, বল্ল "বাবা এসেছি"—বলে' আমার পা জড়িয়ে ধর্ত্তে এল—ঠিক সেই দিনকার মত ক'রে সুরমা! আমি পা দুটো পিছন দিকে সরিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধর্ত্তে গিয়েছি, এমন সময় পা পিছ্‌লে উপুড় হ'য়ে পড়ে' গেলাম। তার পর, বিজয় আবার ডাক্‌ল বাবা!—তার পর আর মনে নাই। আচ্ছা, পড়ে' গেলাম কেন সুরমা! বল্‌তে পারিস্ ?

সুরমা। সে ত স্বপ্ন।

সিংহবাহু। স্বপ্ন ? কি! এত স্পষ্ট, এত প্রকৃতবৎ স্বপ্ন জীবনে আর কখন দেখিনি কন্যা! এত প্রত্যক্ষ—ঐ সমুদ্র গর্জ্জন কর্চ্ছে। বাতাস উঠেছে বুঝি ?

সুরমা। হাঁ বাবা!

সিংহবাহু। বৎসে!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। তা সমুদ্র ঠিক সেই রকম নীল স্বচ্ছ অসীম ? ঠিক সেই রকম ?

সুরমা। ঠিক সেই রকম।

সিংহবাহু। হায়! অন্ধ আমি! অন্ধ আমি!—গিরি, নদী, বন, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্র, আমার কাছে সব একাকার। অন্ধ আমি!—সুরমা!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। শুধু আজ অন্ধ নই। চিরদিন এমনি অন্ধ। চোখ থাকতে এমনি অন্ধ। বাসনায় অন্ধ, ক্রোধে অন্ধ, মদভরে অন্ধ, আজ শোকে অন্ধ।—আমার মত দুঃখী কে?—কন্যা!—কথা কচ্ছিস্ না যে?

সুরমা। কি কথা কৈব বাবা!

সিংহবাহু। আমি রাজ্য হারিয়েছি। তা'তে দুঃখ ছিল না, যদি এই সাম্রাজ্য—আমার পুত্র—থাকৃত। কিন্তু আজ আমি পথের ভিখারী, কিছু নাই—কেউ নাই।

সুরমা। এই যে আমি আছি বাবা!

সিংহবাহু। [তাহাকে ধীরে সরাইয়া] সে আমার বীরপুত্র, আমার—শুধু আমার স্নেহ চেয়েছিল—ধন নয়, রত্ন নয়, রাজ্য নয়, সিংহাসন নয়, শুধু স্নেহ। আমি দিই নাই। বিনিময়ে—স্নেহ না দিয়ে—সেই কৃতাঞ্জলি করপুটে ভস্ম ঢেলে দিয়েছিলাম। পুত্রের সেই করুণ কাতর চরণ ধারণে পদাঘাত করেছিলাম! [সরোদনে] পদাঘাত করেছিলাম।

সুরমা। এখন আর নিষ্ফল বিলাপ করে' কি হবে বাবা!

সিংহবাহু। সত্য কথা। তরুর মূলোচ্ছেদ করে' জলসেচন কলে আর কি হবে?—সুরমা!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। সূর্য্য অস্তে যায় নাই?

সুরমা। না।

সিংহবাহু। আমি রাজ্য হারিয়েছি। আমার বীর পুত্র থাকৃত, ত

রাজ্য হারাতাম না।—সুরমা! উত্তর দিচ্ছিস্ না যে? তুই এত কম কথা কস্?

সুরমা। কি কথা কৈব?

সিংহবাহু। আমায় সান্ত্বনা দে। আমায় সান্ত্বনা দে।

সুরমা। বাবা! আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার মনে এতটুক শান্তি পান, আমি এক্ষণি এ প্রাণ দিতে রাজি আছি।—কিন্তু—কি কর্ব্ব বাবা!

সিংহবাহু। না, না, তুই বড় ভালো মেয়ে। তোকে আমি তাড়া দিয়েছি—ভর্ৎসনাই করেছি। বিনিময়ে—তুই আমার অন্ধের যষ্টি হ'য়ে আছিস্।—সুরমা! রাণীকে আমি অন্ধ করেছিলাম। ভগবান্ আমায় অন্ধ করেছেন। শোধ বোধ। কেমন—শোধ বোধ? সুরমা! কেমন?

সুরমা। আমি কি বল্‌ব বাবা!

সিংহবাহু। তা বটে!—আচ্ছা—তোর বোধ হয় বিজয় আস্‌বে?—আস্‌বে না?—সে যে বড় স্নেহবান্ পুত্র। সুমিত্রের মুখে শুনে, সে নিশ্চয় আস্‌বে। সে যে আমায় বড় ভালবাসে। পৃথিবীতে এত ভাল কেউ কাউকে বাসেনি।—এমন পুত্রকে আমি পদাঘাত করেছিলাম। [ক্রন্দন]

সুরমা। আবার!

সিংহবাহু। না, না—অনুশোচনার মত দুর্ব্বল কিছু নয়—কি হবে?—ও কিসের শব্দ!

সুরমা। সমুদ্র গর্জ্জন। বাবা! ঝড় উঠ্‌ছে।

সিংহবাহু। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়েও ঝড় উঠ্‌ছে।—বিজয় কখন আস্‌বে সুরমা!

সুরমা। কৈ আর এলেন!

সিংহবাহু। না—সে আস্‌বে, সে স্নেহশীল।

সুরমা। কিন্তু বড় অভিমানী।

সিংহবাহু। হাঁ বড় অভিমানী।—বিজয় এলে এখন আমি কি করি জানিস্?

সুরমা। কি করেন?

সিংহবাহু। ছিঁড়ে খাই। না, না—তাকে এই বুকে জোরে চেপে ধরি, যাতে সে নিঃশ্বাস আট্‌কে মরে যায়। বলি, "ওরে বিজয় নে কত স্নেহ নিবি নে"—ওঃ!—এত স্নেহ তখন কোথা লুকিয়ে ছিল সুরমা! কোথা ছিলি? কোথা ছিলি? [পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত]

সুরমা। [নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া] ওকি কর্চ্ছেন বাবা!—ওকি কর্চ্ছেন?

সিংহবাহু। তাইত, ও কি কর্চ্ছি।

সুরমা। বাবা! ঝড় উঠ্‌ল, বাড়ী চলুন।

সিংহবাহু। না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বিজয়সিংহের অপেক্ষা কর্চ্ছি।

সুরমা। আর অপেক্ষা করে' কি হবে বাবা! রাত হ'য়ে এল। আজ দাদা আস্‌বেন না।

সিংহবাহু। আস্‌বে। আমি স্বপ্ন দেখিছি।

সুরমা। ঐ বজ্রনাদ। বাড়ী চলুন।

সিংহবাহু। খালি বুকে আমি বাড়ী ফিরে যাবো না। বিজয় আসুক্।

সুরমা। তিনি আস্‌বেন না।

সিংহবাহু। যদি না আসে—ত এই সৈকতে রাত্রিযাপন কর্ব্ব।

সুরমা। গম্ভীর—গম্ভীরতর সমুদ্র গর্জ্জন!

সিংহবাহু। গভীর সঙ্গীত।

সুরমা। [সহসা] বাবা!

সিংহবাহু। কি?

সুরমা। ঐ বুঝি আস্‌চে।

সিংহবাহু। কৈ?

সুরমা। ঐ ঢেউয়ের উপর একখানি তরণী দেখ্‌ছি—পাল তুলে দিয়ে ছুটে আস্‌ছে।

সিংহবাহু। কৈ?

সুরমা। ঐ যে—

সিংহবাহু। ভগবান্! একবার—মুহূর্ত্তের মত—চক্ষুদুটি ফিরে দাও। প্রাণ ভ'রে দেখে নেই। তার পর আবার অন্ধ করে' দিও।—

সুরমা। ও কার কণ্ঠস্বর বাবা!

সিংহবাহু। বিজয়ের। নৈলে মেঘনির্ঘোষের মত ও কণ্ঠধ্বনি আর কার হ'তে পারে?—ঐ যে গান গাইছে—শোন্!

[দূরে গীত।]

সিংহবাহু। ঐ যে আরও কাছে! বিজয় [নৃত্য] ঐ যে, ঐ যে আমার—বিজয়। বিজয়!—[সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া গেলেন ও একটি ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল]

সুরমা। বাবা!—বাবা!—সর্ব্বনাশ! [মুখ ঢাকিলেন]—ওঃ! বসিয়া পড়িলেন]

সদলে বিজিত, বিজয় ও সুমিত্রের প্রবেশ।

বিজয়। ঢেউয়ে কি কর্ব্বে—বিজিত! যখন সন্তান তার মায়ের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে!—এই আমার জননী। সেই শান্তিময়। মা—মা!—এ কে! [সুরমাকে পরীক্ষা]

সুমিত্র। এ যে সুরমা!—

বিজয়। সে কি! তাইত! মূর্চ্ছিত না মৃত?—সুরমা! সুরমা!

সুরমা। কে?—একি!—দাদা না?

বিজয়। হাঁ, আমি দিদি!

সুরমা। [উঠিয়া] হাঁ, মনে পড়েছে। বাবা! বাবা!—[সমুদ্রদিকে দৌড়িলেন]

বিজয়। ও কি সুরমা!—[হস্ত ধরিলেন]

সুরমা। দাদা! দাদা! [বিজয়ের বক্ষে মুখ লুকাইলেন] এত দেরী! বাবা!—

বিজয়। বাবা কোথায়?

সুরমা। ঐ সমুদ্রের তলে। ওঃ!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কা। জয়সেন ও তাপস।

জয়সেন। তবে ইন্ধন প্রস্তুত?

তাপস। প্রস্তুত। কেরলরাজকেও এ ব্রতে দীক্ষিত করেছি।

জয়সেন। কিন্তু কেরলরাজ লঙ্কার সিংহাসনে বস্‌বে না?

তাপস। না। বিদেশী কেউ এসে লঙ্কার রাজা হবে না। লঙ্কার সিংহাসনে তুমি বস্‌বে।

জয়সেন। আর আমার বাম পার্শ্বে কুবেণী--

তাপস। যুবরাজ! কুবেণীর আশা ত্যাগ কর।

জয়সেন। তা পারি না তাপস! আজ যে আমি কুবেণীকে সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে বসেছি, সে ঈর্ষায়—ক্রোধে নয়।

তাপস। ঈর্ষায়?

জয়সেন। ঈর্ষায়। এই কুবেণীকে আমি শৈশব থেকে ভালো বেসেছি। বিনিময়ে—তার কাছ থেকে অবজ্ঞা পেয়েছি—আর কিছু নয়। তবু তাকে ভালোবেসেছি। কিন্তু সেদিন—সেই উৎসব নিশীথে—যখন সে

বিজয়সিংহকে দেখে আমায় বল্লে 'দূর হও', সেদিন আমার প্রথম মনে হ'ল—

তাপস। কি ?—থাম্‌লে যে যুবরাজ ?

জয়সেন। মনে হ'ল—আমি কি কুকুরেরও অধম ! চ'লে এলাম। কিন্তু একেবারে চ'লে যেতেও পার্লাম না, না। অন্তরালে দাঁড়িয়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে এই কুবেণীর—প্রেমালাপ দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালা অনুভব কর্ত্তে লাগ্‌লাম। তারপরে আর থাক্‌তে পার্লাম না। উন্মত্তবৎ—ছুটে গিয়ে ছুরী মার্লাম, তা ম'ল—এক নিরীহ ব্রাহ্মণ কন্যা !

তাপস। এই বিজয়সিংহকে যেন একটা দৈবশক্তি ঘিরে রক্ষা কর্চ্ছে।

জয়সেন। বিজয় আমায় বন্দী কর্লে। কিন্তু সে চ'লে গেলে, এই কুবেণী অবজ্ঞাভরে হেসে আমায় মুক্ত ক'রে দিলে—আমায় নির্ব্বাসিত কর্লে।—তার চেয়ে আমায় বধ কর্লে না কেন ? এত অবজ্ঞা ! এত !—আমি এবার তাকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে আমার দাসী করে' রাখ্‌বো। দেখুক কুবেণী যে—

বীরবলের প্রবেশ।

তাপস। এই কেরলরাজ।—আমরা আপনারই অপেক্ষা কর্চ্ছিলাম। এই যুবরাজ ত অধীর হ'য়ে পড়েছেন।

বীরবল। ইনি লঙ্কার যুবরাজ ?

তাপস। ইনি যুবরাজ জয়সেন।

বীরবল। কোন চিন্তা নাই যুবরাজ! আমি তোমার যুবরাজ পদবী ঘোচাবো। তোমায় লঙ্কার রাজা কর্ব্ব। কোন চিন্তা নাই।

জয়সেন। আমি রাজত্ব চাই না, কুবেণীকে চাই।

বীরবল। কুবেণী কে?

অলক্ষিতে বিশালাক্ষের প্রবেশ।

তাপস। কুবেণীর নাম শুনেন নাই? তিনি লঙ্কার রাজ্ঞী।

বীরবল। ও! বিজয়সিংহের—[ইঙ্গিত]

তাপস। হাঁ মহারাজ!

বীরবল। বিজয়সিংহ যে নূতন বিবাহ করেছে।

তাপস। কাকে?

বীরবল। পাণ্ড্যরাজ কুমারীকে। ভারি ঘটা!

তাপস। তার ত কুবেণীর প্রতি এই গভীর প্রেম!

বীরবল। সে একটা নীচ ভণ্ড।

বিশালাক্ষ। সাবধান।

বীরবর। [চমকিয়া] কে তুমি?

বিশালাক্ষ। তবে এই শত্রুর বিবর খুঁজে বের করেছি।—যুবরাজ! এই চক্রান্তের ঊর্ণনাভে প'ড়ে মারা যাবে। এ কুমন্ত্রণা তোমায় কে দিলে যুবরাজ!

বীরবল। তুমি কে?

বিশালাক্ষ। আমি বিজয়সিংহের সেনাপতি বিশালাক্ষ।

বীরবল। বন্দী কর।

বিশালাক্ষ। [হাসিয়া] বন্দী কর্ব্বে !

[তরবারি নিষ্কাশন] অপর সকলে পরস্পরের দিকে চাহিলেন। বিশালাক্ষ ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গের প্রাসাদ, অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত।

বিজয় একাকী।

বিজয়। এখনও কুবেণীর কথা মনে পড়ে। সেই অশান্ত উদ্দাম-পূর্ণ যুবতী—প্রাতঃসূর্য্যের মত, পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের মত। আমি তাকে ভালোবাসি ? না ভয় করি ? ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।—সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে, সেই চ'লে আস্‌বার আগেকার রাত্রি। সেই উজ্জ্বল আলোকিত, ঝঙ্কারিত নৃত্যগীত !—কি আশ্চর্য্য ! আর সেই সরলা, মুগ্ধা, নতনেত্রী বালিকা, লজ্জাবতী লতার মত পবন হিল্লোলে সঙ্কুচিত।—কি প্রভেদ ! তবে—এই যে গুরুদেব।

বুদ্ধদেবের শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। বিজয়সিংহ ! তবে তুমি প্রস্তুত ?

বিজয়। প্রস্তুত গুরুদেব !

শিষ্য। যাও বিজয়সিংহ ! সিংহলে এই ধর্ম্ম প্রচার করগে যাও। বুদ্ধদেব তোমায় সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করেছেন।

বিজয় । জগদ্‌গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য ।

শিষ্য । তুমি অশান্ত হৃদয়ে, উন্মত্তবৎ পৃথিবীময় ছুটে বেড়িয়েছ সাগর, কানন, নগরী, পরিভ্রমণ করে' বেড়িয়েছ, কর্ম্ম কর, শান্তি পাবে

বিজয় । শান্তি পাবো আমি ?—আমার দুঃখ আপনি জানেন ?

শিষ্য । জানি বৎস ! দুঃখীদিগের সান্ত্বনার জন্যই এই ধর্ম্ম । যারা সুখী, যারা বিলাসে মজে আছে, ঐশ্বর্য্যে ডুবে আছে, পুত্রকন্যা সম্পদে যারা সম্পৎশালী, যাদের দেহে বল, মনে তেজ, হৃদয়ে উল্লাস, তারা ধর্ম্ম চায় না । কিন্তু যারা বিপন্ন, ক্লিন্ন, দুবেলা দুমুটো যাদের আহার জোটে না, যাদের সংসারে কেউ নাই—বা যারা ছিল, তারা গিয়েছে, যারা প্রপীড়িত —নিস্তেজ, যাদের গণ্ডে দুধারে অশ্রু ব'য়ে যাচ্ছে, তাদের সান্ত্বনার জন্যই এই ধর্ম্মের সৃষ্টি, তারাই ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝে ।

বিজয় । সত্য বলেছেন গুরুদেব !

শিষ্য । এই ধর্ম্ম একদিন জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে । কারণ, এ জগতে অনেকেই দুঃখী—সুখী ক' জন ? সুখ ক' দিনের ? আতস বাজীর আলো নিভে যায়, উৎসবের হাসি থেমে যায়, উল্লাসের গান উঠেই হাহাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । এ জগতে অন্ধকারের রাজত্ব শূন্যের বিস্তার, মরণের অবসাদ ; স্তব্ধতার সাম্রাজ্যের অন্ত নাই । তার মধ্যে এই আলোক, এই আশা, এই জীবন, কতটুকু বৎস !

বিজয় । সত্য কথা ।

শিষ্য । যাও বৎস ! ধর্ম্ম প্রচার কর, তাই তোমার কর্ম্ম । বঙ্গের বুদ্ধদেবের মহান্‌ ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক বঙ্গের বিজয়সিংহ । এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে ?

বিজয় । যে আজ্ঞা গুরুদেব [প্রণাম]

[শিষ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া গাইতে গাইতে নিষ্ক্রান্ত ।]

বিজয় । তাই হোক্ ।

সুরমা ও বিজিতের প্রবেশ ।

সুরমা । দাদা ! তুমি আবার সিংহলে ফিরে যাচ্ছ ?

বিজয় । যাচ্ছি বৎসে—বুদ্ধদেবের আদেশ, জাহাজ প্রস্তুত ।

সুরমা । আমাকে নিয়ে যাবে না ?

বিজয় । নিয়ে গেলেই বা পারি কৈ ? এখন কি আর আমায় ভালো লাগ্‌বে ?—কি বল বিজিত ! এখন একটা নূতন মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিশিভোর হ'য়ে যাবে । এখন জগৎকে একটু রঞ্জিত ভাবে, একটু ঘোরালো রকম দেখ্‌বে ।

সুরমা । এখন আমি আমার শূন্য জীবনে একটা কর্ত্তব্য খুঁজে পেলাম—একজনকে সুখী করা, একজনের পদতলে আমার ভবিষ্যৎ অবিশ্রান্তধারে ঢেলে যাওয়া—আর যদি পারি—

বিজয় । কি শুন্‌ছো বিজিত !

বিজিত । কৈ ?

বিজয় । ঐ যে ! বংশীধ্বনিবৎ, কাণ উচ্চ করে' শুন্‌ছো কি !—নূতন স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট—বিশেষতঃ, যখন সে বলে—"নাথ আমি জগতের সকলের চেয়ে তোমাকে ভালবাসি"—যদিও নাথ ছাড়া জগতে আর কাউকে দেখিনি ।—এই যে ভাই—

সুরমা । তুমি এঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও আর না যাও, কিন্তু তাঁকে ত নিয়ে যাচ্ছ ?

বিজয়। কাকে ?

সুরমা। পাণ্ড্যরাজপুত্রীকে ?

বিজয়। না।

সুরমা। সে কি ?

বিজয়। তাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে ?

সুরমা। কি হবে! সরলা, বিশ্রব্ধা, কিশোরীকে বিবাহ করেছিলে, এখানে ফেলে রেখে যাবার জন্য ?

বিজয়। তাকে বিবাহ করেছিলাম সুরমা, গুরুদেবের আদেশে— সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে—

সুরমা। কি রকম ?

বিজয়। গুরুদেবের আদেশ, যে আমায় লঙ্কার রাজা হ'তে হবে, আর লঙ্কার রাজা হ'তে হলে, রাজকন্যাকে বিবাহ করা চাই।

সুমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র। দাদা! আমায় ডাক্‌ছিলে ?

বিজয়। হাঁ ভাই। তোমাকে স্ত্রী একটা দিয়ে যেতে পার্লাম না। সেটা তুমি নিজে দেখে শুনে নিও। কিন্তু তার চেয়ে বোধ হয় বেশী দামী জিনিষ—রাজ্য দিয়ে গেলাম—যা নিজে দেখে শুনে নেওয়া একটু শক্ত।—তোমাকে বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর করে' গেলাম।

সুমিত্র। তুমি আবার সিংহলেই যাচ্ছ ?

বিজয়। এবার যুদ্ধে দেশ জয় কর্ত্তে যাচ্ছি না। হৃদয়রাজ্য জয় কর্ত্তে যাচ্ছি। কেড়ে নিতে যাচ্ছি না, দিতে যাচ্ছি।

সুমিত্র। কি দিতে যাচ্ছ ?

বিজয়। বৌদ্ধধর্ম্ম।—সুমিত্র!—এই দেশ শত্রুর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে', আমার মাকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। দ্বিতীয় ইন্দ্রের মত বিক্রমে ও রামচন্দ্রের মত স্নেহে তাকে শাসন ক'রো। আর—ভাই!

সুমিত্র। দাদা!

বিজয়। আমরা দু'জনেই পিতৃমাতৃহীন! আর একবার জন্মের মত, যাবার আগে, তোকে একবার বক্ষে ধরি। বৎস! ভাই!

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কা। কুবেণী ও বিশালাক্ষ।

কুবেণী। লঙ্কার সৈন্য বিদ্রোহী? তাদের নায়ক কে?

বিশালাক্ষ। যুবরাজ জয়সেন।

কুবেণী। আর প্রজাগণ?

বিশালাক্ষ। তারাও এই বিদ্রোহী সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; তরুণ তাপস মকরন্দ তাদের উত্তেজিত করেছে।

কুবেণী। এ যে স্বপ্নেরও অগোচর বিশালাক্ষ! [গম্ভীর স্বরে] অমাত্যবর্গকে ডেকেছিলে?

বিশালাক্ষ। ডেকেছিলাম। তারা এই শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা এল না।

কুবেণী। আশ্চর্য্য! আমি কি এমন মহা অপরাধ করেছি

বিশালাক্ষ! মহারাজ বিজয় যখন এখানে ছিলেন, আমার কৃপার দ্বারে ভিখারী হ'য়ে, গড়িয়ে, হাত পাত্‌ত, তারাই!—তুমিও বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগ দাওনি সেনাপতি!

বিশালাক্ষ। যতদিন দেহে একবিন্দু রক্ত থাকে, তা রাণীর জন্য দিব

কুবেণী। সিংহলের পক্ষে কয়জন সৈন্য আছে?

বিশালাক্ষ। শতাধিক হবে।

কুবেণী। এই এক শ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে!

বিশালাক্ষ। কর্ব্ব।

কুবেণী। তাতে কি ফল হবে?

বিশালাক্ষ। এই একশ রাজভক্ত সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধে রাণীর জন্য প্রাণত্যাগ কর্ব্ব। তার চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।

কুবেণী। সত্য বল্‌ছ সেনাপতি?

বিশালাক্ষ। ঈশ্বর সাক্ষী।

কুবেণী। বিশালাক্ষ! বীর!—নেও এই মুক্তাহার—কৃতজ্ঞ রাজ্ঞীর এই শেষ অভিজ্ঞান। নেও, শির অবনত করে' গ্রহণ কর—নেও বীর! লঙ্কার রাজ্ঞীর দান। তুচ্ছ ক'রোনা [মুক্তাহার দান] তার পর, লঙ্কার স্বর্ণ ভাণ্ডার খুলে দাও। লুট করে' তারা গৃহে চলে' যাক্।

বিশালাক্ষ। সে কি রাজ্ঞী?

কুবেণী। চুপ্, কথা কোয়ো না—কথা কোয়ো না। হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। যাও সেনাপতি!

বিশালাক্ষ। দেবি!

কুবেণী। [কঠোর স্বরে] যাও। এখনও আমি রাণী। আমার

আজ্ঞা পালন কর। কেন এই বৃথা যুদ্ধ বীরবর! তুমি আর একশ সৈন্য আমার পুত্র। কেন তারা আমাকে বাঁচাতে প্রাণ দেবে? হয়ত তাদের কাছে জীবন মধুর। হয়ত তারা আজ পত্নীর সাশ্রু নেত্রপুট চুম্বন করে', সন্তানকে স্নেহের পীড়নে বক্ষে চেপে ধ'রে, আবেগ কম্পিত-চিত্তে নিষ্ফল যুদ্ধে চলেছে—আমায় বাঁচাতে। যার আশা নাই, আসক্তি নাই; যার ভবিষ্যৎ ঐ লবণাম্বুধির সলিলের মত শ্মশান—উদাস, বৈচিত্র্য-হীন; রাবণের চিতাসম শুধু এক ধূ ধূ শব্দ তার শোনা যায়। যাও বীর! ফেরাও আমার সৈন্যে।

বিশালাক্ষ। তার পর—

কুবেণী। তার পর দুর্গের দ্বার খুলে দাও। স্বহস্তে আমার মুণ্ড কেটে, আমার সৈন্যদের উপহার দেব।

বিশালাক্ষ। আর এ সিংহল?—

কুবেণী। রসাতলে যাক্!

বিশালাক্ষ। সম্রাজ্ঞী!

কুবেণী। তুমিও আমার অবাধ্য!—যাও, আমি ঘুমোবো।

[বিশালাক্ষের প্রস্থান]

কুবেণী। [দূরে সমুদ্রের পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন] ঐ সমুদ্রের উপরে দু'জনার দেখা!—ঐ সমুদ্রের উপর! না! আবার কেন?—সব যায় স্মৃতি যায় না কেন? বিধাতা!—[পাদচারণ] এ কি! ধরণী এত স্তব্ধ কেন! উপরে ঐ মলিন সূর্য্য, আর ঐ আকাশ —একটা নীল মরুভূমির মত বিস্তৃত! একদিন ছিল—আবার!—জুমেলিয়া!—জুমেলিয়া—

জুমেলিয়ার প্রবেশ।

কুবেণী। জুমেলিয়া! সুরা দে।—নর্ত্তকী নিয়ে আয়। কি!—হাঁ করে' রৈলি যে!

জুমেলিয়া। সে কি রাজ্ঞী! সম্মুখে যুদ্ধ! আর এই—

কুবেণী। কোথায় যুদ্ধ? আমি দুর্গের দ্বার খুলে দিতে বলেছি! লঙ্কার নূতন রাজা আস্‌ছে। আজ নব ভূপতিরে সমুচিত অভ্যর্থনা দিব। নিন্দা না কর্ত্তে পারে। যা জুমেলিয়া—ও কি! মূক পাষাণমূর্ত্তির মত—যা জুমেলিয়া! আজ কি লঙ্কার রাজ্ঞীর এক আজ্ঞা দুবার দিতে হবে! যাও।　　[জুমেলিয়ার প্রস্থান]

কুবেণী। তাকে ভুল্‌বো! একবারে ভুল্‌বো [ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষের উপর ধীরে স্থাপন করিয়া] ধার আছে? কিন্তু—এই যে!—

জুমেলিয়া মদিরাপাত্র লইয়া প্রবেশ করিল।

কুবেণী। দে, দে—শীঘ্র—[পান করিয়া] নর্ত্তকীরা?

জুমেলিয়া। আস্‌ছে।

দূতের সহিত বিশালাক্ষের প্রবেশ।

কুবেণী। কি সংবাদ বিশালাক্ষ!

বিশালাক্ষ। বিপক্ষের শিবির থেকে এই দূত এসেছে।

কুবেণী। দুর্গদ্বার মুক্ত করেছ?

বিশালাক্ষ। না মহারাণী! এই দূত—

কুবেণী। দূত কিসের জন্য? দূতের কথা শুন্‌বার জন্য আমি এখানে বসে' নাই। জয়সেনকে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে এস। আমি তার অপেক্ষায় বসে' আছি।

বিশালাক্ষ। তার আগে জয়সেনের কি বক্তব্য শুনুন্ না মহারাণী!

কুবেণী। কিছু প্রয়োজন নাই! "না, বল দূত! কি বল্‌তে চাও। শীঘ্র বল

দূত। আমি পত্রবাহক মাত্র। [পত্রদান]

কুবেণী। [বিশালাক্ষকে পত্র দিয়া] পড় বিশালাক্ষ! উচ্চৈঃস্বরে পড়।

বিশালাক্ষ। [পড়িতে লাগিলেন] "বিজয়ের ক্রীতদাসী! যে দস্যুর বলে আমার পিতাকে বধ করে', লঙ্কার প্রাসাদ অধিকার করেছিলে, সে দস্যু বিজয় এখন কোথায়? রাজ্ঞী! পরাভব স্বীকার কর। নহিলে—

কুবেণী। আর দরকার নাই। পত্রে কার স্বাক্ষর?—

বিশালাক্ষ। "মহারাজ জয়সেন।"

কুবেণী। [ব্যঙ্গস্বরে] মহারাজ জয়সেন! কবে থেকে দূত?

দূত। আমি পত্রবাহক মাত্র।

কুবেণী। তা বটে। যাও—

দূত। পত্রের উত্তর?

কুবেণী। বিশালাক্ষ! কৃপাণের ঝনৎকারে—ভেরীর নির্ঘোষে—এ পত্রের উত্তর দাওগে যাও। আমি আস্‌ছি।

বিশালাক্ষ। জয় লঙ্কার রাজ্ঞীর জয়।

[দূতের সহিত বিশালাক্ষের প্রস্থান]

কুবেণী। এতদূর স্পর্দ্ধা। জুমেলিয়া! সেই নিরীহ মাংসপিণ্ড জয়সে —যে নতজানু না হ'য়ে—আমার সঙ্গে কথা কহিত না—ঐ রণ-শৃঙ্গ বে উঠেছে! জুমেলিয়া! আমি মর্ব্ব, যুদ্ধ করে' মর্ব্ব। পরাভব স্বীকার ক

না। ডাক, আমার সহস্র পার্শ্বরক্ষিণীদের ডাক! তারা ত আমায় ত্যাগ করেনি। ছুড়ে ফেলে দাও এসব।

[মদিরাপাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া] জুমেলিয়া!

জুমেলিয়া। মহারাণী—

কুবেণী। আমার বর্ম্ম চর্ম্ম অসি নিয়ে এস। আর শোন—জুমেলিয়া, সাজো, তুমিও রণবেশে সজ্জিত হও। পার্ব্বে? না দরকার নাই। তুমি মর্ত্তে যাবে কেন? তুমি ত—

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

—০:*:০—

স্থান—লঙ্কা।

জয়সেন, তাপস, কুবেণী, উৎপলবর্ণ, বিশালাক্ষ ও জুমেলিয়া।

তাপস। ঐ ধীরে ধীরে জ্ঞান হচ্ছে!

কুবেণী। বিজয়! বিজয়! এ কি! আমি কোথায়?

উৎপল। আপন প্রাসাদে রাজ্ঞী।

কুবেণী। একি! আমার হাত বাঁধা কেন?—জুমেলিয়া! [উঠিতে চেষ্টা]

জুমেলিয়া। স্থির হও রাজ্ঞী! আমি উঠিয়ে দিচ্ছি [উঠাইয়া দিলেন]।

কুবেণী। এরা কারা?—এ যে জয়সেন! তুমি জয়সেন বটে?

বিশালাক্ষ। ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে আস্‌ছে।

কুবেণী। এ কি! আমার হাত বাঁধা কেন?

জয়সেন। তুমি আমার বন্দিনী।

কুবেণী। তোমার বন্দিনী আমি! কেন জয়সেন?

বিশালাক্ষ। মহারাজ্ঞী! আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে।

কুবেণী। পরাজয়? যুদ্ধে?—কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?—ও! মনে পড়েছে। তবে সে কি সব স্বপ্ন!—[বিশালাক্ষকে] আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম সেনাপতি?

বিশালাক্ষ। মূর্চ্ছিত, সমরক্ষেত্রে।

কুবেণী। তবে কি সে সব স্বপ্ন?

উৎপল। কি স্বপ্ন মহারাণী?

কুবেণী। আমি দেখেছিলাম যে, অন্ধকারে আমি সমুদ্রের উপর এক উত্তাল তরঙ্গের উপর বসে', তার নীচে সহস্র ফণা বিস্তার করে' রয়েছে; আর দূর থেকে এক স্বর্ণকিরণ এসে সে সমস্ত দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে' দিল। সমুদ্র ধামারে তাল দিয়ে বেজে উঠ্‌ল, উপরে কে ভূপালী রাগিণীতে গান ধরে' দিলে—সে কি সব স্বপ্ন?

উৎপল। তার পর?

কুবেণী। তার পর স্বর্ণকিরণ সেই সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। আবার গাঢ় অন্ধকার। পিছন থেকে এক প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের গর্ভে ফেলে দিল। তার পর বিজয় আমার—তূরী বাজাতে বাজাতে, পীত নিশান উড়িয়ে, সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে এল। আমি হাত বাড়িয়ে ডাক্‌লাম, বিজয়!—বিজয়ও হাত বাড়াল,

ধর্ত্তে পার্ল না। আমি ডুব্‌লাম। জলের মধ্যে থেকে সেই তূরীধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। জলের মধ্যে থেকেই ডাক্‌লাম, বিজয়!—একটা বুদ্বুদ উঠ্‌ল,—সে কি সব স্বপ্ন!—ও কি! পুরোহিত! চোখ মুছ্‌ছ কেন?

উৎপল। বিজয় আস্‌বে।

কুবেণী। [দাঁড়াইয়া] আস্‌বে? আস্‌বে? কখন আস্‌বে?

উৎপল। বড় বেশী দেরিতে মহারাণী!

কুবেণী। যত দেরি হয় হোক্—আস্‌বে ত? আর কোন দুঃখ নাই, আমার হাত খুলে দাও, সে এলেই আমি তার পা জড়িয়ে ধর্ব্ব।—ছাড়্‌ব না। হাত খুলে দাও পুরোহিত!

জয়সেন। [সৈনিককে] হাত খুলে দাও।

কুবেণী। তুমি এখন লঙ্কার মহারাজ?

জয়সেন। আমি মহারাজ।

কুবেণী। এই সিংহাসন, এ প্রাসাদ তোমার, এ সৈন্য তোমার, এ পৌরজন তোমার, এ লঙ্কার অগাধ ধন রত্নরাজি তোমার ভূপতি! সব নাও। বিজয় আমার থাকুক, আমি—

জয়সেন। কোথায় বিজয়সিংহ সুন্দরী—তোমার?—যে পতি তোমারে দুদিন ভোগ করে' উচ্ছিষ্টের মত পথে পরিত্যাগ করে'—

কুবেণী। পেয়েছিলাম তারে যদি—সে বিজয় দেবতার বর; হারিয়েছি তারে যদি, সেও দেবতার বর। পূর্ব্বজন্মের কৃত পুণ্যফলে পেয়েছিলাম, পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপফলে তাকে হারিয়েছি—আবার যদি সেই বীর, সেই রাজাধিরাজ, সেই দেবতা—

জয়সেন। সেই দেশনির্ব্বাসিত, ঝটিকাতাড়িত যুবা, সেই অধমাধম দস্যু—

'কুবেণী। দস্যু তুমি জয়সেন! বঙ্গের বিজয়সিংহ দ্বিতীয় রাঘবসম এসে এ সিংহল বিজয় করেছিলেন। আর তুমি ছলে, আমারই প্রজাদের —আমারই ভৃত্যদের হীন চক্রান্তের বলে লঙ্কা অধিকার করে', এই আস্ফালন কচ্ছ দস্যু!

জয়সেন। জানো কি বন্দিনী! আমি যদি ইচ্ছা করি, মুহূর্ত্তেই তোমার দ্রুত রসনার গতি নিরুদ্ধ কর্ত্তে পারি।

কুবেণী। জানি জয়সেন! যখন সিংহ শৃঙ্খলিত, হেয় কুকুর এসে তাকে পদাঘাত করে' চ'লে যায়। তবু চিরদিন সিংহ—সিংহ, কুকুর—কুকুর। যখন সূর্য্য অস্তমিত, তখন শিবা উল্লাসে চীৎকার করে; মহাধ্বংসের উপর ছত্রক জন্মে। এতে গর্ব্ব কর্ব্বার কিছু নেই জয়সেন!

জয়সেন। বল মহারাজ।

কুবেণী। মহারাজ!—আশ্চর্য্য! লঙ্কার মহারাজ জয়সেন! আচ্ছা জয়সেন! তুমি একবার ঐ সিংহাসনে ব'স দেখি—যে সিংহাসনে মহারাজ বিজয়সিংহ বসত। দেখি কি রকম দেখায়! আর এই আমার কৃতঘ্ন ভৃত্যকুল একবার চেঁচিয়ে জয়নাদ করুক—'জয় জয়সেন—নব লঙ্কার ভূপতি', দেখি কি রকম শোনায়—ব'স জয়সেন!

জয়সেন। তার জন্য তোমার আজ্ঞার অপেক্ষা কর্ব্বার প্রয়োজন হয় নাই কুবেণী!

কুবেণী। তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ব্বার প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি তোমার বন্দিনী, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।

জয়সেন। কুবেণী! আমি তোমায় লাঞ্ছনা কর্ব্বার জন্য এখানে আসি নাই। তুমি যে রাজ্ঞী ছিলে, সেই রাজ্ঞীই থাক্‌বে কুবেণী!

কুবেণী। জয়সেন! তোমার প্রদত্ত রাজ্ঞীত্বে আমি পদাঘাত করি।

জয়সেন। তুমি আমার রাজ্ঞী হবে।

কুবেণী। তোমার রাজ্ঞী হব! একি শুন্‌ছি ঠিক? তুমি কি এই কথা বল্‌ছ জয়সেন—যে তুমি রাজা, আর আমি রাজ্ঞী?—এ ত পরম কৌতুক। ঐ ক্ষুদ্র চক্ষু, সংকীর্ণ ললাট, ঐ বামনের পাশে বস্‌বে—এই কুবেণী!—জয়সেন! নিজের চেহারা কখন দর্পণে দেখেছ কি?

জয়সেন। এত অহঙ্কার!—উত্তম! তবে তোমার এ দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। তোমায় ভোগ করে', সৌন্দর্য্য নিষ্পিষ্ট করে' নিয়ে, তারপর সেই উচ্ছিষ্ট—পথের কর্দ্দমে ফেলে দেব।

কুবেণী। জয়সেন! এ যুদ্ধ জয় করে', তোমার হেন স্পর্দ্ধা হয়েছে, যে আমাকে সম্মুখে দেখেও এ কথা ভাব্‌তে পারো?

জয়সেন। শুধু ভাব্‌তেই পারি না কুবেণী, দেখাবো যে তা—

কুবেণী। সাবধান।

জয়সেন। কি কর্ব্বে? যদি এইক্ষণে—

কুবেণী। স্পর্শ কর দেখি?

জয়সেন। কি কর্ব্বে? বদ্ধ করপুট শুধু ভিক্ষা করে। কি কর্ব্বে—যদি—

কুবেণী। জানি না কি কর্ব্ব—জানি না কি হবে? কিন্তু জানি, যে একটা কিছু হবে। জানি, যে এত বড় অনিয়ম, শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম, কখন হয় নাই—হবে না—হ'তে পারে না। একবার স্পর্শ কর দেখি জয়সেন!

জয়সেন। দেখ তবে [অগ্রসর হইলেন]

বিশালাক্ষ। [সম্মুখে আসিয়া] সাবধান মহারাজ!

জয়সেন। [চমকিয়া] কে তুমি ?—

বিশালাক্ষ। লঙ্কার রাজ্ঞীর গাত্রে কামস্পর্শে হস্তক্ষেপ কর যদি, নূতন যর আরম্ভ হবে।

জয়সেন। উন্মাদ!

বিশালাক্ষ। উন্মাদ নই, আবার বল্‌ছি সাবধান!

জয়সেন। দূর হও [অসি নিষ্কাশন]

বিশালাক্ষ। অস্ত্রভয় করি না মহারাজ! আবার বলি সাবধান।

জয়সেন। যাও, কীট বধ কর্ব্ব না।

বিশালাক্ষ। [জানু পাতিয়া] আদ্যাশক্তি, তবে আজ সেই শক্তি দাও মা, যে শক্তিবলে বন্দীর শৃঙ্খল খসে' পড়ে, পাংশু অত্যাচার বিকম্পিত হয়। একবার সেই শক্তি দাও ত মা! দেখি। [পরে জয়সেন ও কুবেণীর মধ্যে আসিয়া] এই শেষবার বলি, সাবধান মহারাজ!

জয়সেন। তবে মর [অস্ত্রাঘাত]

বিশালাক্ষ। তবে দেখ দৈবশক্তি মহারাজ! [জয়সেনের গলদেশ ধরিলেন ও জয়সেনের তরবারি কাড়িয়া লইলেন। পরে তরবারি উঠাইয়া] দেখ দৈবশক্তি মহারাজ!

জয়সেন। সৈন্যগণ! অস্ত্র নাও।

[সৈন্যগণ তরবারি খুলিল]

জুমেলিয়া। [সহসা অগ্রসর হইয়া] ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ! তোমাদের সেনাপতি জয়সেন আজ লঙ্কার অধিপতি, তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে তার